বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৭-২০১৮

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রিঃ

মুদ্রণ

প্রেসের নাম

গ্রন্থস্বত্ব

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, ২০১৮

পল্লী ভবন

৫ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ

জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট থেকে জাতীয় সমবায় পুরস্কার /২০১৭ এর শ্রেষ্ঠ সমবায়ী (মহিলা বিত্তহীন) এর পুরস্কার গ্রহণ করছেন বিআরডিবিভুক্ত 'শাকচর বিত্তহীন মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর ম্যানেজার রহিমের নেছা।

আমার দেশের প্রতি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে - এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ- সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ। সমবায়ের মাধ্যমে গরীব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন-যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে। অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুষম বণ্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্রচাষী গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে। জোতদার ধনী চাষীর শোষণ থেকে তারা মুক্তি লাভ করবে সমবায়ের সংহত শক্তির দ্বারা। একইভাবে কৃষক, শ্রমিক, তাঁতী, জেলে, ক্ষুদ্রব্যবসায়ীরা যদি একজোট হয়ে পুঁজি এবং অন্যান্য উৎপাদনের মাধ্যমে একত্র করতে পারেন তবে আর মধ্যবর্তী ধনিক ব্যবসায়ী-শিল্পপতি গোষ্ঠী তাদের শ্রমের ফসলকে লুট করে খেতে পারবে না।সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম-বাংলায় গড়ে উঠবে ক্ষুদ্র শিল্প যার মালিক হবে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখী মানুষ।

৩ জুন, ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ভাষণ হতে উদ্ধৃতি।

- আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমরা সহসাই স্বল্পোন্নত দেশের ক্যাটাগরি থেকে বেরিয়ে আসব এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত সমৃদ্ধ দেশ।

- আমাদের সমস্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা, রূপকল্প ২০২১ এবং রূপকল্প ২০৪১ 'জাতির পিতার ক্ষুধা-দারিদ্র্য অশিক্ষা এবং বঞ্চনামুক্ত সোনার বাংলাদেশ বিনির্মানে লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত।

- এ সুন্দর পৃথিবীকে দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত করার লক্ষ্যে আমি সকলকে একযোগে কাজ করার উদাত্ত আহবান জানাই।

-প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

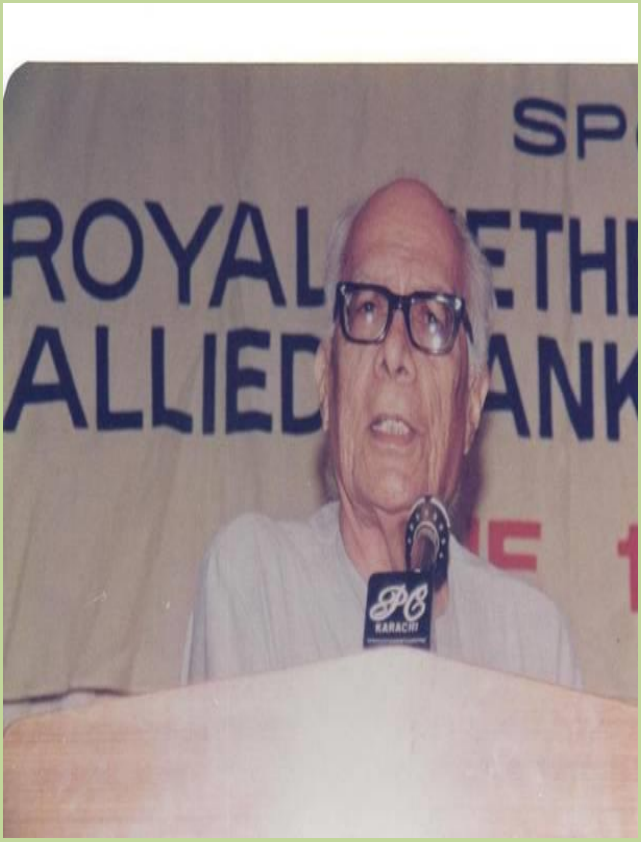

‘দ্বি-স্তর’ সমবায় পদ্ধতির প্রবর্তক ড. আখতার হামিদ খান

ড. আখতার হামিদ খান একজন উন্নয়ন কর্মী এবং সমাজ বিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়নের পথিকৃত হিসেবে তিনি এশিয়া ও বিশ্বের বৃহৎ অংশের পরিচিত। ড. আখতার হামিদ খান পন্ডিত, শিক্ষাবিদ, প্রশাসক এবং পল্লী উন্নয়ন গবেষক হিসেবে বিবেচিত। তিনি বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক উন্নয়নশীল দেশে অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন পদ্ধতির বিস্তার ঘটিয়েছেন।

ড. আখতার হামিদ খান ১৯৫৯ সালের ২৭ মে কুমিল্লা জেলায় পাকিস্তান একাডেমি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (পার্ড) প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জনাব খান ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পার্ডে নিয়োজিত ছিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পার্ডকে বাংলাদেশ একাডেমি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (বার্ড) নামকরণ করা হয়। বার্ডের মাধ্যমেই তিনি পল্লী উন্নয়নের জন্য বিখ্যাত ‘কুমিল্লা মডেল’ উদ্ভাবন করেন। কুমিল্লা মডেলের একটি অন্যতম অঙ্গ ছিল ‘দ্বি-স্তর’ সমবায় পদ্ধতি যা বর্তমানে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়াও তিনি পল্লীর জনগোষ্ঠী ও শহরের বস্তিবাসীদের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনার মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ, আত্মকর্মসংস্থান, বাসস্থান, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ইত্যাদি কর্মকান্ডের সমন্বয় ঘটিয়েছিল।

পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ উক্তি

- সমবায়ের পথ হলো সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের পথ - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামে গ্রামে, থানায়, বন্দরে গড়ে তুলতে হবে মেহনতী মানুষের যৌথ মালিকানা -বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- বাংলাদেশ আমার স্বপ্ন, ধ্যান, ধারণা ও আরাধনার ধন। আর সে সোনার বাংলা ঘুমিয়ে আছে চির অবহেলিত গ্রামের আনাচে কানাচে, চির উপেক্ষিত পল্লীর কন্দরে কন্দরে, বিস্তীর্ণ জলাভূমির আসে পাশে সুবিশাল অরন্যের গভীরে - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- আমাদের সংঘবদ্ধ জনশক্তির সমবেত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলতে হবে “সোনার বাংলা” -বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- আমি চাই প্রতিটি গ্রামে সমবায় গড়ে উঠুক, সমবায় ছাড়া গতি নাই - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- সমবায় এ দেশের শোষিত,অবহেলিত,পিছিয়ে পড়া গ্রামীণ মানুষের উন্নয়নের অন্যতম মাধ্যম - শেখ হাসিনা
- সমবায় নামটি গরীবদের রক্ষা করবে,তাদের বাঁচিয়ে দিবে,তাদের অবস্থা ভাল করে দেবে -ড.আখতার হামিদ খান।
- অর্থ নয় মানুষই দেশের প্রকৃত সম্পদ, মানুষের হাত দিয়ে টাকা তৈরি হয়। তাই দেশ গঠনের জন্য সকলের আগে চাই উপযুক্ত মানুষ - ড. আখতার হামিদ খান
- গরীব মানুষের উন্নতি হবে গরীব মানুষের চেষ্টায়,অপরের সাহায্য বা সরকারের দান খয়রাতে নয়, ভিক্ষা নিয়ে বেঁচে থাকা ভিখারীদের নিয়ম,ওটা ধ্বংসের নীতি - ড. আখতার হামিদ খান
- গরীব কৃষক ও শ্রমিকের বাঁচার উপায় সঞ্চয়, বহু গরীব মিলিত হয়ে নিজেদের সঞ্চিত টাকায় গ্রামে গ্রামে ব্যাংক গড়ে তুলতে হবে - ড.আখতার হামিদ খান
- কোন দেশের উন্নতি সরকারি খয়রাতে হয় না, ভিক্ষাতে হয় না,যখন দেশের লোক নিজেরা চেষ্টা করে তখন সেখানে উন্নতি হয় - ড. আখতার হামিদ খান
- নিয়ম ও শৃঙ্খলা মেনে কাজ করাই শান্তির পথ - ড. আখতার হামিদ খান
- তোমরা যদি তোমাদের শহরগুলোকে ধ্বংস করে খামারগুলো রক্ষা কর,তাহলে শহরগুলো আবার জেগে উঠবে কিন্তু যদি তোমাদের খামারগুলো ধ্বংস করে শহরগুলো রক্ষা কর, তাহলে সব শহরের রাস্তার উপরে ঘাস গঁজাবে - ডব্লিউ.জে.ব্রায়ান
- নগরগুলি দেশের শক্তির ক্ষেত্র, গ্রামগুলি প্রাণের ক্ষেত্র - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ও
চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড।

বাণী

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করায় আমি আনন্দিত।

দরিদ্র বিমোচন,মানব সম্পদ উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন তথা পল্লী উন্নয়নে নিয়োজিত দেশের সর্ববৃহৎ সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)। যা সর্বজন স্বীকৃত। **জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান** দ্বি-স্তর সমবায় ভিত্তিক আন্দোলন দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরন করে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের ক্ষুদ্র,মাঝারি ও প্রান্তিক কৃষক এবং বিত্তহীন নারী ও পুরুষ উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত হয়। মানব সংগঠন সৃষ্টি প্রশিক্ষণ ও উদ্বদ্ধকরন, নিজস্ব মূলধন গঠন, সম্পদ ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থা, উৎপাদনে টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহারসহ বিআরডিবি'র বহুমুখী কার্যক্রম সর্বমহলে প্রশংসিত ও আলোচিত। তাছাড়া "একটি বাড়ি একটি খামার" প্রকল্প বাস্তবায়নে বিআরডিবি মূখ্যভূমিকা পালন করে আসছে। বিআরডিবি'র মাধ্যমে পরিচালিত প্রকল্প/কর্মসূচি সরকারের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন তথা ২০২১ এর মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ এর মধ্যে উন্নত দেশ গঠনে যথাযথ ভাবে এগিয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং বিআরডিবিভূক্ত সদস্যদের সার্বিক মঙ্গল কামনা করি।

মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি

জনাব স্বপন ভট্টাচার্য, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়
মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাণী

এক সময় প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী ড. আখতার হামিদ খাঁন কর্তৃক উদ্ভাবিত বিশ্ব নন্দিত 'কুমিল্লা মডেল' বা দ্বি-স্তর সমবায়"ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) বর্তমান বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে **জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান** আইআরডিপিকে সারাদেশে সম্প্রসারণ করেন। পরবর্তীতে বিআরডিবি কৃষি উৎপাদনে বিভিন্ন কর্মকান্ডের পাশাপাশি অকৃষিখাত এবং দারিদ্র বিমোচন, সামাজিক সচেতনতা ও সম্প্রসারনরমূলক কর্মকান্ডে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলছে।

বাংলাদশেকে বর্তমান সরকার আগামী ২০২১ এর মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ এর মধ্যে একটি উন্নত দেশ গঠনের উদ্যোগে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর সকল পর্যায়ের সদস্য ও কর্মীদের নিবেদিত ভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য আহবান জানাচ্ছি।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-২০১৮ তে প্রতিফলন হচ্ছে যে, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর সার্বিক কার্যক্রম এবং সমিতি ও পল্লী উন্নয়ন দলের মাধ্যমে সদস্যগন নিজেদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে নিজেরাই সক্ষম। এ প্রতিবেদন তার অনন্য দৃষ্টান্ত।

জনাব স্বপন ভট্টাচার্য, এমপি

মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার
সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়
মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) কর্তৃক ২০১৭-২০১৮অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। তাই আমি আনন্দিত।

প্রতিবেদনটি দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতি এবং বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে দেশব্যাপী বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) ভূক্ত সমিতি ও পল্লী উন্নয়ন দল, সদস্য নিজস্ব মূলধন, ঋণ সহায়তা প্রদান ও আদায় ,ঋণ সহায়তা গ্রহনকারী সদস্য, প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরন, ক্ষুদ্র অবকাঠামোসহ সার্বিক তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। যা সরকারী নীতি নির্ধারক, গবেষক, পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গসহ সকলের জন্য সহায়ক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) পল্লীর পিছিয়ে পরা কৃষক, নারী ও পুরুষের অর্থনৈতিক, মানবিক ও সামাজিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র বিমোচনে ঐক্যবদ্ধ কর্মপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে বিআরডিবিভূক্ত ব্যক্তিবর্গ আজ সকলেই সচেতন। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিআরডিবি'র মাধ্যমে সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ৫টি, নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ৯টি, অন্য মন্ত্রণালয়ের কিন্তু বিআরডিবি'র পরিচালনায় ৬টি প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। তাছাড়া শুরু হতে ১১৬ টি প্রকল্প/কর্মসূচি সফল ভাবে সম্পন্ন করেছে। বর্তমান সরকারের অগ্রাধিকারভুক্ত "একটি বাড়ি একটি খামার" প্রকল্পের লিড এজেন্সী হিসেবে বিআরডিবি'র ভূমিকা ও কার্যক্রম প্রসংশনীয়। এসকল প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নের সুফল হিসাবে উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে নিশ্চিত ভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করে আসছে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) কর্মকান্ডের তথ্যবহুল ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নেয়ায় প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা।

মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার

মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

বাণী

সর্ববৃহৎ সরকারী সেবা প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) ষাটের দশক হতে পল্লীর জনগণের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জনপদের উন্নয়ন ও দারিদ্র হ্রাসকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের পল্লীর অর্থনৈতিক,সামাজিক ও মানবিক উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) সংগঠন সৃষ্টি, নিজস্ব পুঁজি গঠন, প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা,কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার, নারীর ক্ষমতায়ন, ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মান, সদস্যদের পন্য বিপননসহ সকলক্ষেত্রে কার্যক্রম বিস্তৃতি করছে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) প্রতি বছরই বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকশিত হলো। এই প্রতিবেদনে “দ্বি-স্তর” সমবায় পদ্ধতির বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে সরকারের “রুপকল্প-২০২১”, ২০২১ এর মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ এর মধ্যে উন্নত দেশ গঠনে বিআরডিবি’র সুফলভোগী ও কর্মীদের কর্মতৎপরতা তুলে ধরা হয়েছে। সরকারের অগ্রাধিকার ভূক্ত “একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প” বাস্তবায়নে লিড এজেন্সী হিসাবে দায়িত্ব পালন এবং সরকারী/বেসরকারী জাতি গঠন মূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে দেশকে দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে বিআরডিবি প্রসংশনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রতিবেদনটি বিআরডিবি সম্পর্কে বিস্তারিত ধারনা দিবে এবং তথ্যভান্ডার হিসাবে কাজ করবে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের সফল ও প্রসংশনীয় কার্যক্রমের জন্য সকল সুফলভোগী,আমার সকল পর্যায়ের সহকর্মী,প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে যারা জড়িত ছিলেন এবং অক্লান্ত শ্রমদান করেছেন তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং	ক্রনং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	পটভূমি	১২	১১.৫	মানব সংগঠন	৩৭
২	ভিশন ও মিশন	১৩	১১.৬	সদস্য ভর্তি	৩৮
৩	প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	১৪	১১.৭	মূলধন গঠন	৩৯
৩.১	বিআরডিবি আইন ২০১৮	১৪	১১.৮	ঋণ সহায়তা	৪০
৩.২	বোর্ড কাঠামো	১৪	১১.৯	ঋণ আদায়	৪১
৪	সাংগঠনিক কাঠামো	১৫	১১.১০	সম্প্রসারণ কার্যক্রম	৪২
৪.১	সদর দপ্তর	১৫	১১.১১	নারীর ক্ষমতায়নে বিআরডিবি	৪৩
৪.২	জেলা দপ্তর	১৫	১১.১২	কৃষি প্রযুক্তি উন্নয়নে সেচ ব্যবস্থাপনা	৪৪
৪.৩	উপজেলা দপ্তর	১৫	১২	পরিকল্পনা বিভাগ	৪৫
৪.৪	অর্গ্রানোগ্রাম	১৬	১২.১	পরিকল্পনা শাখা	৪৫
৪.৫	জনবল	১৭	১২.২.	মূল্যায়ন শাখা	৪৬
৫	বিআরডিবির কার্যক্রম বিস্তৃতি	১৮-১৯	১২ .২.১	লাইব্রেরী উপশাখা	৪৬
৬	এক নজরে বিআরডিবি	২০	১২.৩	মনিটরিং শাখা	৪৬-৪৭
৭	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	২১-২২	১২.৪	প্রোগ্রামিং শাখা	৪৮
৮	বিভাগীয় কার্যক্রম	২৩	১২.৫	নির্মান শাখা	৪৮
৮.১	মহাপরিচালক মহোদয়ের দপ্তর	২৪	১২.৬	আইসিটি	৪৯-৫১
৮.২	জনসংযোগ শাখা	২৪	১২.৭	বিআরডিবির কার্যক্রম মূল্যায়ন	৫২
৯	প্রশাসন বিভাগ	২৫	১৩	প্রশিক্ষণ বিভাগ	৫৩-৫৪
৯.১	পার্সোনেল শাখা	২৫-২৬	১৩.১.	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	৫৫
৯.১.১	পেনশন উপশাখা	২৭	১৩.১.১	বিআরডিটি আই সিলেট	৫৫-৫৬
৯.১.২	শৃঙ্খলা উপশাখা	২৭	১৩.১.২	নোয়াখালী ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	৫৭
৯.২.	সাধারণ পরিচর্যা শাখা	২৮	১৩.১.৩	টাঙ্গাইল	৫৮
৯.২.২	যানবাহন উপশাখা	২৮	১৩.২	মানব সম্পদ উন্নয়ন	৫৯
১০	অর্থ বিভাগ	৩০	১৪	এডিপিভূক্ত প্রকল্পসমূহ	৬০
১০.১	বাজেটশাখা	৩০	১৪.১	ইরেসপো	৬১
১০.২	হিসাব শাখা	৩০	১৪.২	পজীপ	৬২-৬৩
১০.৩	নিরীক্ষা শাখা	৩০	১৪.৩	উদকনিক	৬৪-৬৫
১১	সরেজমিন বিভাগ	৩১	১৪.৪	পিআরডিপি-৩	৬৬
১১.১	সিসিএম অনুবিভাগ	৩১	১৪.৫	গাইবান্ধা	৬৭
১১.১.১	সমবায় শাখা	৩১	১৫	প্রকল্প পরিচালক/নির্বাহী পরিচালকের মাধ্যমে পরিচালিত প্রকল্প	৬৮
১১.১.২	ঋণ শাখা	৩১	১৫.১	পদাবিক	৬৮
১১.১.৩	বাজারজাতকরণ শাখা	৩২	১৫.২	পল্লী প্রগতী	৬৯
১১.১.৩.১	বীরমুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদেরর পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি	৩২	১৫.৩	পিইপি	৭০-৭১
১১.১.৩.২	আদর্শগ্রাম-২	৩২	১৬	সফল কাহিনী	৭২-৭৮
১১.১.৪	সেচ শাখা	৩২	১৭	ক্ষুদ্র অবকাঠামো	৭৯
১১.১.৪.১	পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প	৩২	১৮	কৃষি বিপণণ	৮০
১১.১.৫	পরিদর্শন শাখা	৩৩	১৮.১	কারুপল্লী	৮০
১১.২.১	সম্প্রসারণ শাখা	৩৩	১৮.২	পল্লী বাজার	৮১
১১.২.১.১	সদাবিক	৩৩	১৮.৩	উদকনিক বিক্রয় কেন্দ্র	৮১
১১.২.১.২	গুচ্ছগ্রাম	৩৩	১৯	অবলুপ্ত কিন্তু বিআরডিবির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিক কর্মসূচীর তালিকা	৮২
১১.২.২	বিশেষ প্রকল্প শাখা	৩৩	২০	বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়িত অন্যান্য মন্ত্রণঅলয়ের প্রকল্প/কর্মসূচীর তালিকা	৮৩
১১.২.২.১	মবিকেউস	৩৩	২১	সমাপ্ত প্রকল্পসর্মহের তালিকা	৮৪-৮৬
১১.২.২.২	দুপউস	৩৪	২২	বিআরডিবি'র নাগরিক সেবা	৮৭-৯১
১১.২.২.৩	দুএদাবি	৩৪	২৩	গুরুত্বপূর্ণ টেলিফোন নম্বর	৯৪-৯৭
১১.২.২.৪	গ্রামউক	৩৪	২৪	শব্দ সংক্ষেপ	৯৮
১১.২.২.৫	গ্রামউসক	৩৪	২৫	সম্পাদানা ও প্রকাশনা পরিষদ	৯৯
১১.৩	মউ অনুবিভাগ	৩৪-৩৫	২৬	জাতীয় দিবসের ছবি	১০০
১১.৪	এক নজরে সরেজমিন বিভাগের কার্যক্রম	৩৬			

১. পটভূমি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদার ও প্রাগ্রসর নেতৃত্বে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) পথিকৃতের ভূমিকা পালন করছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পল্লীর জনগণ ও জনপদের বহুমাত্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) গ্রহণ করেন। এ উদ্যোগের ক্রমধারায় ১৯৮২ সালে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরডিবি'র অভ্যুদয়। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা কর্তৃক প্রবর্তিত দ্বি-স্তর সমবায়ের আঙ্গিকে গ্রামীণ সংগঠন সৃষ্টি, নেতৃত্বের বিকাশ, নিজস্ব সঞ্চয় ও শেয়ারের মাধ্যমে পুঁজি গঠন এবং ক্ষুদ্র ঋণ প্রবর্তনের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠান দারিদ্র বিমোচনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। নতুন কৃষি প্রযুক্তি, আধুনিক সেচ ব্যবস্থা, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আয় উৎসারী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে বিআরডিবি নতুন নতুন মাত্রা যুক্ত করে চলেছে। উল্লেখ্য, BIDS ২০১০ সালে বিআরডিবি'র সার্বিক কার্যক্রম মূল্যায়ন করে বলেছে, জাতীয় পর্যায়ে জিডিপিতে এ প্রতিষ্ঠানের অবদানের পরিমান প্রায় ১.৯৩%। প্রবৃদ্ধির এ হার দেশের আহরিত বৈদেশিক সহায়তার প্রায় সমতুল। বর্তমানে এ ধারা অব্যাহত আছে এবং তা শতধা বিস্তৃত হচ্ছে।

অভ্যুদয়ের পর থেকে বিআরডিবি বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির আকারে পল্লীর দারিদ্র পীড়িত জনগণের জীবিকায়ন, আয় ও সম্পদ বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন, গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, গ্রামীণ আবাসন, সুপেয় পানির সরবরাহ ও পয়ঃনিস্কাশন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও শস্য বহুমুখীকরণ, তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নতর গ্রামীণ পরিসেবা নিশ্চিতকরণ, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি উদ্যোগের বিকাশ, উদ্যোক্তা উদ্দীপন, সুবিধা বলয়ের বাইরে থাকা গ্রামীণ দরিদ্রদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, স্থানীয় সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে অংশীদারিত্বমূলক প্রয়াস গ্রহণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছে। এ সকল প্রয়াসের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে ঋণের প্রবাহ ব্যাপকতর হয়েছে। এযাবৎ বিআরডিবি ১১৬টি প্রকল্প সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করেছে। বর্তমানে বিআরডিবি মূল ধারার ঋণ কার্যক্রমের সাথে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত ৩টি প্রকল্প এবং ১৫টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৮২ এর মাধ্যমে বোর্ড সৃষ্টির পর থেকে বিআরডিবি'র কাজের পরিধি যেমন ক্রমাগত বেড়েছে, তেমনি এর পরিচালন পদ্ধতির ক্ষেত্রেও প্রবর্তিত হয়েছে নতুন ধারা। গত ৭ মার্চ, ২০১৮ তারিখে বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদ, সাংগঠনিক কাঠামো ও পল্লী উন্নয়ন দলের ভূমিকায় নতুন মাত্রা সংযোজন করে প্রণীত হয়েছে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮। বিআরডিবি'র প্রাথমিক সমবায় সমিতি ও পল্লী উন্নয়ন দলের সদস্যরা শীর্ষ সমিতিসমূহের সাথে সম্পৃক্ত থেকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যুগপৎ ভূমিকা রাখছে।

বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং বিশ্বজনীনভাবে গৃহীত ও অনুসৃত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goals)-কে সুবিবেচনায় রেখে সরকার যে উন্নয়ন অভিযাত্রা সূচনা করেছে এবং যে অদম্য গতিধারায় বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে, বিআরডিবি সে গতিতে প্রাণ যুক্ত করেছে। জাতির পিতার ক্ষুধা-দারিদ্র-অশিক্ষা এবং বঞ্চনামুক্ত 'সোনার বাংলাদেশ' বিনির্মানের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নে বিআরডিবি'র কর্মী ও সুফলভোগীরা একাত্ম হয়ে কাজ করছে।

২. রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mision), কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলী

২.১ রূপকল্প (Vision):

“মানব সংগঠন ভিত্তিক উন্নত পল্লী”

২.২ অভিলক্ষ্য (Mision):

স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ, মূলধন সৃজন, আধুনিক প্রযুক্তি,বিদ্যমান সুযোগ ও সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল পল্লী।

২.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

- সদস্যদের আর্থিক সেবাভুক্তি;
- মানব সম্পদ উন্নয়ন;
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ;
- পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা উন্নয়ন;
- পল্লীর জনগনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

২.৪ কার্যাবলি (Functions):

- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক মানব সংগঠন সৃষ্টি;
- মানবিক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ;

উপকারভোগীদের মূলধন সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা;

- কৃষি ঋণ, ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও ব্যবস্থাপনা;
- বিভিন্ন অংশীজনদের (Stakeholder) মাঝে পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন;
- পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- গ্রামীণ নেতৃত্বের বিকাশ ও নারীর ক্ষমতায়ন;
- কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচযন্ত্রসহ ও অন্যান্য আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সম্প্রসারণ এবং অপ্রধান শস্য উৎপাদনে সহায়তা;
- সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের বিপণন সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে পল্লী উৎপাদন বৃদ্ধি ও পল্লী পণ্যের প্রসার;
- স্থানীয় উন্নয়নে জনগনের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং জাতিগঠনমূলক বিভিন্ন দপ্তরের সাথে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সংযোগ স্থাপন ও প্রদত্ত সেবার সমন্বয়।

৩. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোঃ

৩.১ বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত,মার্চ ৭,২০১৮

সরকারের সিদ্ধান্ত আলোকে, Bangladesh Rural Development Board Ordnance, 1982 রহিতক্রমে উহা পরিমার্জন পূর্বক সময়াপযোগী করিয়া পুনঃপ্রণয়নকরা সমীচীন ও প্রয়েজনীয়। সেহেতু এতোদ্বারা নিম্মরুপ আইন করা হইলঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তনঃ এই আইন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

৩.২ বোর্ডের গঠন, ইত্যাদি- (১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে বোর্ড গঠিত হইবে,যথা-

ক) স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী,যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;
খ) স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী,যদি থাকেন,ভাইস-চেয়ারম্যানও হইবেন;
গ) সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, পদাধিকারবলে;
ঘ) পল্লী উন্নয়ন বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিকল্পনা কমিশন এর সদস্য, পদাধিকারবলে;
ঙ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী,কুমিল্লা,পদাধিকারবলে;
চ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী,বগুড়া,পদাধিকারবলে;
ছ) মহাপরিচালক, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী,পদাধিকারবলে;
জ) নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর,পদাধিকারবলে;
ঝ) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন প্রতিনিধি;
ঞ) মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন প্রতিনিধি;
ট) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন প্রতিনিধি;
ঠ) স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন প্রতিনিধি;
ড) উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির জাতীয় ফেডারেশন এর চেয়ারম্যান, পদাধিকারবলে;
ঢ) উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিকে আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী প্রধান প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য;
ণ) মহাপরিচালক,বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড,পদাধিকারবলে ,যিনি উহার সদস্য সচিবও হইবেন;

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মন্ত্রী অনুপস্থিতিতে প্রতিমন্ত্রী, মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী উভয়য়ের অনুপস্থিতিতে উপমন্ত্রী যদি থাকেন এবং মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী সকলের অনুপস্থিতিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করিবেন।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর পরিচালনা পর্ষদের ৪৯ তম সভা

৪. সাংগঠনিক কাঠামো:

বিআরডিবি'র সকল কার্যক্রম মহাপরিচালকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। প্রধান কার্যালয় ও মাঠ কার্যালয় সম্বলিত **'দ্বি-স্তর'** বিশিষ্ট প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। সরেজমিন বিভাগের তত্ত্বাবধানে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের মধ্যে রয়েছে জেলাদপ্তর ও উপজেলা দপ্তর। উপজেলা দপ্তর মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সরাসরি জনগণের সেবা প্রদান করে। সদরদপ্তর ও উপজেলা দপ্তরের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে জেলাদপ্তর। বিভাগীয় পর্যায়ে বিআরডিবি'র দপ্তর খোলার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৪.১ সদর দপ্তর

বিআরডিবি'র সদরদপ্তর ঢাকায় অবস্থিত। সদরদপ্তরে সরেজমিন বিভাগ, প্রশাসন বিভাগ, অর্থ ও হিসাব বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ এবং প্রশিক্ষণ বিভাগসহ মোট ৫টি বিভাগ রয়েছে। প্রতিটি বিভাগ একজন পরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। যুগ্মপরিচালক, উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ পরিচালকদের বিভাগ পরিচালনায় সহায়তা করেন। এছাড়াও সদরদপ্তরে বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মূচিসমূহের আলাদা দপ্তর রয়েছে।

৪.২ জেলা দপ্তর

দেশের ৬৪টি প্রশাসনিক জেলায় বিআরডিবি'র জেলাদপ্তরসমূহ অবস্থিত। জেলাদপ্তরের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন একজন উপপরিচালক। তাঁকে সহযোগিতা করেন একজন উপপ্রকল্প পরিচালক (৩০ টি জেলায়), একজন হিসাবরক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ। জেলাদপ্তরসমূহের প্রধান কার্যক্রম হলো জেলা প্রশাসন ও জেলা পর্যায়ে অন্যান্য জাতি গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়সাধন, জেলার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত, উপজেলাদপ্তরের কার্যক্রম সমন্বয়, তদারকি ও পরিবীক্ষণসহ অন্যান্য কাজ এবং সদরদপ্তর ও উপজেলাদপ্তরের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করা ।

৪.৩ উপজেলা দপ্তর

দেশের প্রশাসনিক বিন্যাসের সর্বনিম্ন স্তর উপজেলাতে বিআরডিবি'র উপজেলা দপ্তর অবস্থিত। বর্তমানে বিআরডিবি'র উপজেলা দপ্তরের সংখ্যা ৪৮৯টি। উপজেলা দপ্তরের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (ইউআরডিও)। ইউআরডিওকে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য রয়েছে সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (এআরডিও), হিসাবরক্ষক ও বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসুচির কর্মচারিবৃন্দ। উপজেলা দপ্তরের প্রধান কাজ হলো স্থানীয় পর্যায়ে জন অংশীদারিত্বমূলক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, সদরদপ্তরের নির্দেশনা বিভাগ/সংস্থা, স্থানীয় সরকার ও বিআরডিবির মধ্যে সমন্বয়সাধন।

৪.৪ বিআরডিবি'র অর্গ্রানোগ্রাম

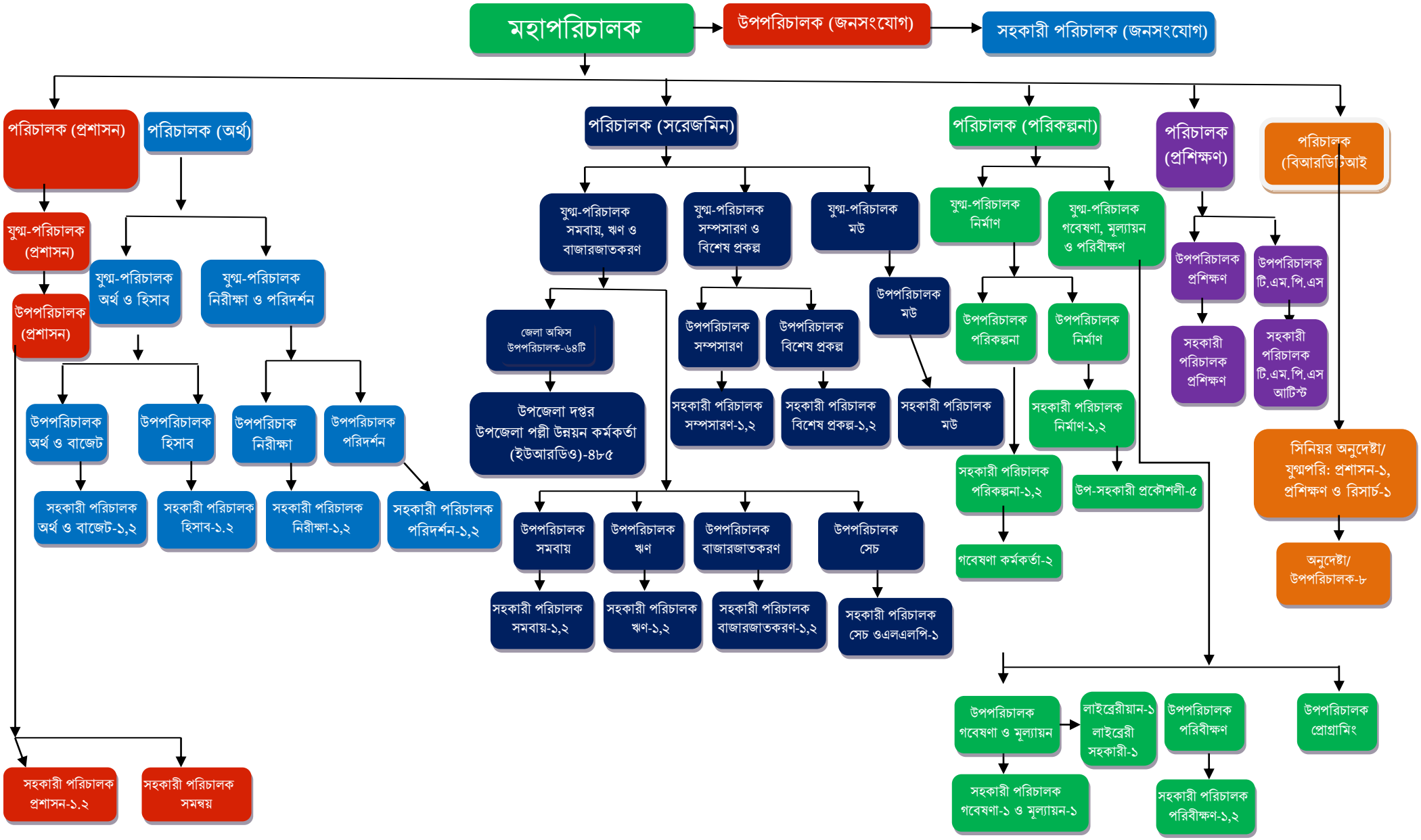

৪.৪ বিআরডিবি'র রাজস্ব বাজেট এবং বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির ৩০ জুন, ২০১৮ তারিখের জনবল

ক্রঃ নং	বিবরণ	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূণ্যপদ
১	রাজস্ব	৩,৩৯১	২,২৩৭	১,১৫৪
২	উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি (ইউসিসিএ)	২,১৩০	২,১৩০	০০
৩	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (পিআরডিপি-৩)	৬৩৯	৮৮	৫৫১
৪	উত্তরঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উদকনিক)	১২৫	১২৫	০০
৫	গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প	৩০	১	২৯
৬	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ)	২,৪৭৭	২,২৮২	১৯৫
৭	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)	৩৫১	৩২৩	২৮
৮	পল্লী দারিদ্র্য বিমোবচন কর্মসূচি (পদাবিক)	১,০৭৫	৯৪৮	১২৭
৯	পল্লী প্রগতি প্রকল্প	৯৬৪	৫৫৮	৪০৬
১০	উৎপাদনমুখী কর্মস্থান কর্মসূচি (পিইপি)	৬৭০	৫৮৮	৮২
১১	সমন্বিদ দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)	১,৪৬৭	৮৮৭	৫৮০
১২	মহিলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় উন্নয়ন সমিতি (মবিকেউস)	৪০	২৭	১৩
মোট		**১৩,৩৫৯**	**১০,১৯৪**	**৩,১৬৫**

৫. বিআরডিবি'র কার্যক্রমের বিস্তৃতি

৬৪ টি উপপরিচালকের কার্যালয়
৪৮৯ টি উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়

জেলায় বিআরডিবি'র চলমান প্রকল্প/কর্মসূচির সংখ্যা

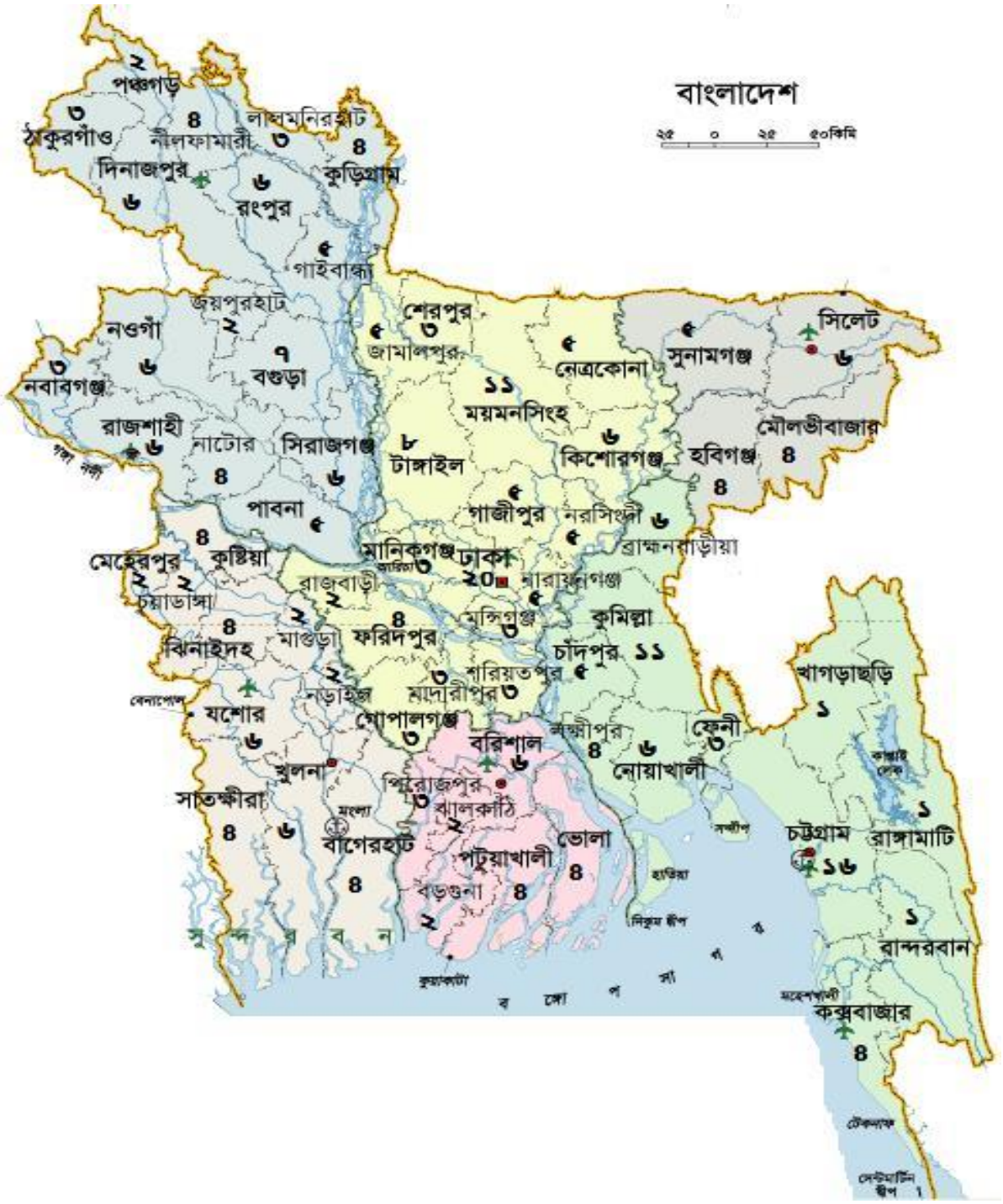

জেলায় বিআরডিবি'র চলমান প্রকল্প/কর্মসূচির সংখ্যা

জেলা	প্রকল্প/কর্মসূচি সংখ্যা	জেলা	প্রকল্প/কর্মসূচি সংখ্যা
ঢাকা বিভাগ			
ঢাকা	১৩	**বরিশাল বিভাগ**	
ফরিদপুর	১১	বরগুনা	১২
টাংগাইল	১৪	বরিশাল	১৪
ময়মনসিংহ	১১	ভোলা	১৩
কিশোরগঞ্জ	১১	ঝালকাঠি	৮
শরিয়তপুর	১০	পটুয়াখালী	১৪
গাজীপুর	১২	পিরোজপুর	১১
গোপালগঞ্জ	১২	**চট্টগ্রাম বিভাগ**	
জামালপুর	১৪	চট্টগ্রাম	**১৩**
মাদরীপুর	১০	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১০
মানিকগঞ্জ	১৩	ফেনী	৯
মুন্সিগঞ্জ	১২	কুমিল্লা	১৪
নারায়ণগঞ্জ	৯	চাঁদপুর	১০
নেত্রকোণা	৯	কক্সবাজার	১১
রাজবাড়ী	৯	লক্ষীপুর	১১
শেরপুর	১১	নোয়াখালী	১১
নরসিংদি	১১	খাগড়াছড়ি	৭
রাজশাহী বিভাগ		বান্দরবন	৮
সিরাজগঞ্জ	১০	রাঙ্গামাটি	৯
বগুড়া	১২	**খুলনা বিভাগ**	
জয়পুরহাট	৮	চুয়াডাঙ্গা	১২
নওগাঁ	১০	বাগেরহাট	১৩
নাটোর	১০	যশোর	১১
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৯	ঝিনাইদহ	১২
পাবনা	১১	খুলনা	৮
রাজশাহী	১২	মাগুড়া	৯
রংপুর বিভাগ		কুষ্টিয়া	১৩
দিনাজপুর	১২	মেহেরপুর	১১
গাইবান্ধা	১৪	নড়াইল	১০
কুড়িগ্রাম	১৪	সাতক্ষীরা	৯
লালমনিরহাট	১০	**সিলেট বিভাগ**	
নীলফামারি	১৩	হবিগঞ্জ	১০
পঞ্চগড়	১০	সুনামগঞ্জ	১১
ঠাকুরগাঁও	৬	সিলেট	১০
রংপুর	১৩	মৌলভীবাজার	১২

৬. এক নজরে বিআরডিবি'র অর্জনসমূহ

ক্রঃ নং	কার্যক্রমের ধরন ও নাম	২০১৭-১৮ অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
ক) সংগঠনিক			
১	মানব সংগঠন (সংখ্যা)	১,৭১৮	১,৬০,৭২০
২	সদস্য (জন)	৮৩,৫৯৯	৪৬,২৩,৫৫৭
খ) মুলধন ও ঋণ			
৩	শেয়ার মূলধন (লক্ষ টাকা)	৯৯২.১৯	১২৭৪০.৬৭
৪	সঞ্চয় আমানত (লক্ষ টাকা)	৫৬৩০.১৫	৫৫৪৮৩.৪৭
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	১২৫২৮৬.১৬	১৫৪৫৯৬২.৩৩
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	১১৬০২৮.৯৫	১৩৯৬৪২৩.৮৩
৭	ঋণ গৃহীতা সদস্য (জন)	৪,৪২,৮৪৬	৬৭,৬৫,৫৬০
গ) প্রশিক্ষণ (সুফলভোগী)			
৮	দক্ষতা উন্নয়ন	১৭৫৯৭১	৯০১৪০৫
৯	মানবিক উন্নয়ন	৪৫৩৪৬০	২০২৮৫৭৫
ঘ) সম্প্রসারণ			
১০	বৃক্ষ রোপন (লক্ষটি)	২০৪.১১	২৫৭৫.০৮
১১	মৎস্য চাষ (লক্ষটি)	১১.৫৭	৪৬০৬.৪৯
১২	গৃহপালিতপশুপাখিরটিকা (লক্ষটি)	২.৮৯	৩২২৫.০৮
১৩	উন্নত চুল্লি স্থাপন (লক্ষ টি)	০.০৮	৫.০৭
১৪	জলবদ্ধ পায়খানা (লক্ষটি)	০.৩৫	২২.৬০
১৫	ক্ষুদ্র অবকাঠামো (সংখ্যা- পিআরডিপি-৩)	৩,৫৩৯	৪,৫৪৮

বিআরডিবি'র মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগের, ছাগলনাইয়া, ফেনীর, দক্ষিণ বল্লভপুর মহিলা দলের সদস্য কানিজ ফাতেমার গরুর খামার।

৩.২ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

সরকারের রূপকল্প ২০২১ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০২১ এর মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ এর মধ্যে উন্নত দেশ গঠনের লক্ষ্যে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর হতে বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তি ও কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু হয়। তার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিবের মধ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বাষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ ছাড়াও বিআরডিবি'র জেলা পর্যয়ের উপপরিচালক ও বিআরডিবি'র মহপরিচালকের মধ্যে এবং উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার ও জেলা পর্যায়ের উপপরিচালকদের মধ্যে বাষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বিআরডিবি'র বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্জন**"অসাধারণ"** মর্মে মন্ত্রণালয় কর্তৃক মন্তব্য করা হয়েছে।

বিআরডিবি'র মহাপরিচালক পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মহোদয়ের সাথে এবং সচিব মহোদয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন করছেন

বিআরডিবি'র ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বাষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্জন, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের লক্ষ্য মাত্রা এবং ২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২০২১ অর্থবছরের প্রক্ষেপন নিম্নে দেয়া হলোঃ

কৌশলগত উদ্দেম্য	কৌশল উদ্দেশ্যের মান	কাযক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অজন ১৭-১৮	লক্ষ্যমাত্রা নির্ণয়ক মান ১৮-১৯	প্রক্ষেপন ১৯-২০	প্রক্ষেপন ২০২০-২১
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
সদস্যদের আর্থিক সেবাভুক্তি	৪২	সদস্যদের নিজস্ব মূলধন (শেয়ার ও সঞ্চয়) বৃদ্ধি	১.১.১ জমাকৃত সঞ্চয়	কোটি টাকা	৬	২৯.০০	২৯.০০	৩০.০০	৩১.০০
			১.১.২ ক্রয়কৃত শেয়ার	কোটি টাকা	৫	৪.২০	৪.২০	৪.৩০	৪.৪০
		১.২ সদস্যদের মাঝে সহজ শতে ঋণ বিতরণ	১.২.১ ঋণ গ্রহীতা সদস্য	কোটি টাকা	৫	৩.৮৫	৩.৮৫	৩.৯০	৪.০০
			১.২.২বিতরণকৃত ঋণ	কোটি টাকা	৬	১০১৫.০০	১০৬৫.০০	১০৭০.০০	১০৮০.০০
			১.২.৩ আদায়কৃত ঋণ	কোটি টাকা	৫	৯৭০.০০	১০৩৩.০০	১০৪০.০০	১০৫০.০০
			১.২.৪ বাৎসরিক ঋণ আদায়ের হার	%	৩	৯৫.৫৭%	৯৭%	৯৭%	৯৭%
			১.২.৫ খেলঅপী ঋণের পরিমান	কোটি টাকা	২	৩৬৮.০০	৩৫০.৫০	৩৪৯.০০	৩৫০.০০
		১.৩ আয়বধনমূলক কমকান্ডে অংশগ্রহন	১.৩.১ আয়বধনমূলক কমকান্ডে নিয়োজিত মহিলা	জন লক্ষ	৫	২.১৫	২.১৫	২.১৬	২.১৭
			১.৩.২আয়বধনমূলক কমকান্ডে নিয়োজিত পুরুষ	জন লক্ষ	৫	১.৬৩	১.৬৩	১.৬৪	১.৬৫
২. মানব সম্পদ উন্নয়ন	১৩	২.১ সমবায় সমিতি ও অনানুষ্ঠানিক দলের সদস্যদের মাঝে উদ্বুদ্ধকরণ আয়বধূনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান	২.১.১ আয়বধনমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী উপকারভোগীর সংখ্যা	জন লক্ষ	৫	০.৪৭	০.২৫	০.৫১	০.৫২
		২.২ সেমিনার কমশালার মাধ্যমে প্রচার/বিস্তার	২.১.২উদ্বুদ্ধকরণ মূলকপ্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	জন লক্ষ	৪	১.৩৭	১.৪৭	১.৪৮	১.৪৯
			২.১.৩অকৃষি পণ্য বিপণ	টাকা লক্ষ	২	২০০.০০	২৪০.০০	২৫০.০০	২৬০.০০
			২.২.১আয়োজিত সেমিনার কমশালার সংখ্যা	সংখ্যা	২	৩৫	৩৫	৪২	৪৫
৩.পল্লী জনগোষ্ঠির সক্ষমতা উন্নয়ন	১২	৩.১ সমবায় সমিতি ও অনানুষ্ঠানিক দলের সদস্যদের মাধ্যমে জনগনকে সংগঠিত করা। ৩.২ সংগঠিত সমবায় সমিতি অডিট	৩.১.১ সমবায় সমিতি সক্রিয়করন	সংখ্যা	৪	০০	৪৭৯	৪৮৫	৪৯০
			৩.১.২ গঠিত অনানুষ্ঠানিক দল	সংখ্যা	৪	৫০১	৫০১	৫০২	৫০৫
			৩.২.১ অডিটকৃত প্রাথমিক সমবায় সমিতি	সংখ্যা	৪	২৪০০০	২৪০০০	২৫০০০	২৬০০০
৪. সম্প্রসারণমূলক কাযক্রম	০৮	৪.১ ক্ষুদ্র অবকাঠামো ণিমান ৪.২ইউসিসিএম	৪.১.১ ভিডিসি স্কীন বাস্তবায়ন (পিআরডিপি-৩)	সংখ্যা	৪	২৬২৩	৩০০০	৩১০০	১৬০০
			৪.২.২ ইউসিসিএম সম্পন্নকরণ (পিআরডিপি-৩)	সংখ্যা	৪	৪৮০০	৬০০০	৬৫০০	৩৫০০

৮. বিআরডিবি'র বিভাগীয় কার্যক্রম

বিআরডিবি'র সামগ্রিক কার্যক্রম পাঁচটি বিভাগের সমন্বয়ে পরিচালিত হয়ে থাকে। এ ছাড়াও মহাপরিচালকের নিজস্ব দপ্তর রয়েছে।

- মহাপরিচালক মহোদয়ের দপ্তর
- প্রশাসন বিভাগ
- অর্থ বিভাগ
- সরেজমিন বিভাগ
- পরিকল্পনা বিভাগ
- প্রশিক্ষণ বিভাগ

৮.১ মহাপরিচালকের দপ্তর

বিআরডিবি'র সদরদপ্তর পল্লী ভবনের দ্বিতীয় তলায় মহাপরিচালকের দপ্তর অবস্থিত। এ দপ্তরে মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, একজন একান্ত সহকারী, একজন কম্পিউটার অপারেটর ও তিনজন অফিস সহায়ক মহাপরিচালকের সকল কাজে সহযোগিতা করে থাকেন। এছাড়া জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখাটি সরাসরি মহাপরিচালকের নিয়ন্ত্রণে কার্য সম্পাদন করে থাকে।

৮.২ জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা

জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা মহাপরিচালকের নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশনা অনুসারে একজন উপপরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এ শাখা বোর্ডের পক্ষে বর্হিমুখী জনসংযোগ এবং বিআরডিবি'র বিভিন্ন বিভাগ/শাখার সাথে আন্তঃযোগাযোগ রেখে সার্বিক সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করে। জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা নিম্নবর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে-

- বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদের সভা আহবানে মহাপরিচালক মহোদয়কে সহায়তা, কার্যবিবরণী প্রণয়ন ও প্রেরণ;
- সদর দপ্তরের মাসিক সমন্বয় সভা, জেলার উপপরিচালকগণের সম্মেলন এবং জাতীয় ও অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সকল প্রকার সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়;
- সংবাদ মাধ্যমের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয় এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিআরডিবি সংক্রান্ত সকল প্রকার সংবাদ/তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;
- জাতীয় সংসদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব তৈরি ও প্রেরণ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন তৈরি ও প্রেরণ;
- মন্ত্রণায়ে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যপত্র তৈরি এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ;
- তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য সরবরাহের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- বিআরডিবি'র অনলাইন নিউজলেটার "বিআরডিবি ই-বুলেটিন" সম্পাদনা ও প্রকাশ

সদর দপ্তরে মাসিক সমন্বয় সভায় মহাপরিচারক মহোদয়

৯. প্রশাসন বিভাগ

মোঃ হাসানুল ইসলাম, এনডিসি
পরিচালক (প্রশাসন)

প্রশাসন বিভাগের অন্যতম কাজ হলো বিআরডিবি'র সাংগাঠনিক কাঠামোর আওতায় মানবসম্পদ পরিকল্পনা (Human Resource Planning) প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা। পদ সৃজন, নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, সিলেকশন গ্রেড/টাইমস্কেল প্রদান, চাকুরি স্থায়ীকরণ, মন্ত্রণালয়ে প্রশাসনিক বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রেরণ ইত্যাদি কার্য সম্পাদন প্রশাসন বিভাগের আওতায় সম্পাদিত হয়ে থাকে। এ বিভাগে একটি অনুবিভাগের আওতায় পার্সোনেল শাখা ও সাধারণ পরিচর্যা শাখা নামে ২টি শাখা রয়েছে। পরিচালক (প্রশাসন) বিভাগের প্রধান এবং একজন যুগ্মপরিচালকের অধীনে দুইজন উপপরিচালক দুইটি শাখার দায়িত্ব পালন করেন। উপপরিচালকদের সহায়তা করার জন্য শাখাসমূহে রয়েছে সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ। প্রশাসন বিভাগের শাখা ভিত্তিক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

৯.১ পার্সোনেল শাখা

- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি, চাকুরি স্থায়ীকরণ ও গ্রেডেশন তালিকা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের টাইমস্কেল, সিলেকশন গ্রেড ও উচ্চতর গ্রেড প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- আইন/বিধি, চাকুরি প্রবিধানমালা সংক্রান্ত খসড়া প্রণয়ন কার্যক্রম;
- প্রশাসনিক বিন্যাস, স্তরভিত্তিক সংরক্ষণ ও স্থায়ীকরণ, পদ সৃজন প্রভৃতি মন্ত্রণালয়ের সাথে পত্রযোগাযোগ;
- জনবল সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রণয়নের পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থায় প্রেরণ;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের শিক্ষা, বিদেশ ভ্রমণ, ছুটি, পেনশন সংক্রান্ত আদেশ জারি;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন ও চাকুরিকালীন তথ্য সংগ্রহ;
- কল্যাণ তহবিল, পরিবার নিরাপত্তা তহবিল, গোষ্ঠীবীমা সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন।

বিআরডিবি'র রাজস্ব বাজেটের আওতায় জনবল (৩০ জুন, ২০১৮)

ক্রঃ নং	অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	কর্মরত সংখ্যা	শূণ্যপদের সংখ্যা
১	মহাপরিচালক	১	১	০
২	পরিচালক	৬	৫	১
৩	যুগ্মপরিচালক/সিনিয়র উপদেষ্টা	১০	১	৯
৪	উপপরিচালক/অনুদেষ্টা	৯২	৭৯	১৩
৫	উপ-প্রকল্প পরিচালক/ডিপিপি	৩০	২০	১০
৬	সহকারী পরিচালক	৩৯	৩৩	৬
৭	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	৪৮৯	৩৬৯	১২০
৮	ম্যানেজার	১	০	১
৯	লাইব্রেরিয়ান	২	১	১
১০	আর্টিস্ট	২	২	০
১১	সহকারী প্রোগ্রামার	১	১	০
১২	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	১	১	০
১৩	সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	৬০২	৪১৫	১৮৭
১৪	গবেষণা কর্মকর্তা	৬	৫	১
১৫	গবেষণা সহকারী	১	০	১
১৬	প্রশাসনিক কাম হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১	০	১
১৭	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১	০	১
১৮	উপসহকারী প্রকৌশলী	৫	৪	১
১৯	ক্যামেরাম্যান	১	০	১
২০	হিসাব রক্ষক	৬৩৯	৪৯০	১৪৯
২১	সহকারী আর্টিস্ট	১	০	১

২২	কেয়ারটেকার	**২**	২	০
২৩	ষাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর	**১২**	১২	০
২৪	গবেষণা অনুসন্ধানকারী/পরিসংখ্যান সহকারী	**৫**	৪	১
২৫	উচ্চমান সহকারী (ইউডিএ)	**২৮**	১৯	৯
২৬	অডিটর	**৮**	১	৭
২৭	হিসাব সহকারী	**৪২**	৩৪	৮
২৮	লাইব্রেরী সহকারী	**১**	১	০
২৯	ক্যাশিয়ার	**২**	১	১
৩০	হোস্টেল সুপার	**২**	২	০
৩১	প্রধান প্রশিক্ষক	**১**	০	১
৩২	প্রশিক্ষক	**২**	২	০
৩৩	মাঠ সংগঠক	**৪০০**	৩৬৭	৩৩
৩৪	ষাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	**১৪**	১২	২
৩৫	সাউন্ড টেকনিশিয়ান	**১**	১	০
৩৬	ড্রাফটসম্যান	**২**	১	১
৩৭	অফসেট প্রিন্টিং অপারেটর	**১**	০	১
৩৮	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক/ কম্পিউটার অপারেটর/ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	**৮৩**	৬৪	১৯
৩৯	প্রুফরিডার	**১**	০	১
৪০	ক্যাশ সরকার	**১**	১	০
৪১	টেলিফোন অপারেটর	**৩**	১	২
৪২	ইলেক্ট্রিশিয়ান	**২**	১	১
৪৩	স্টোরকিপার	**২**	১	১
৪৪	স্কীন প্রিন্টিং সহকারী	**১**	১	০
৪৫	ড্রাইভার	৫০	৪৭	৩
৪৬	ক্যাফেটেরিয়া ম্যানেজার	১	১	০
৪৭	পাম্প অপারেটর	১	০	১
৪৮	ডার্করুম সহকারী	১	১	০
৪৯	ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর	২	২	০
৫০	হেডকুক/প্রধান বাবুর্চি	১	১	০
৫১	সহকারী কুক/সহকারী বাবুর্চি	১	১	০
৫২	পাম্প ড্রাইভার	১	০	১
৫৩	অফিসসহায়ক/নিরাপত্তাপ্রহরী/বার্তাবাহক/পরিচ্ছন্নতাকর্মী(দপ্তরী/এমএলএসএস/পিয়ন/দারোয়ান/ ম্যাসেঞ্জার/নাইটগার্ড/মালী/সুইপার)	২৯১	২২৯	৬২
৫৪	আউট সোসিং	৪৯৫	০	৪৯৫
	মোট	**৩,৩৯১**	**২,২৩৭**	**১,১৫৪**

২০১৭-১৮ বছরের কার্যক্রম

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	পদের নাম		সংখ্যা	মন্তব্য
১	পদ সৃজন	১	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	১০	
		২	সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	১০	
		৩	হিসাব রক্ষক	১০	
			মোট	**৩০**	
২	নিয়োগ	১	সহকারী প্রোগ্রামার	১	
		২	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইন্জিনিয়র	১	
		৩	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	১	
			মোট	**৩**	
৩	পদোন্নতি	১	উপপরিচালক	৬	
		২	উপ- প্রকল্প রিচালক	১২	
			মোট	১৮	

৯.১.১ **পেনশন (প্রশাসন) উপশাখা**

- বিআরডিবি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেনশন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিল,পরিবার নিরাপত্তা তহবিল,গোষ্ঠীবীমা সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন;
- ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের পেনশন সংক্রান্ত নিম্নবার্ণত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	পদবী	পিআরএল এর আদেশ জারী	পেনশন নিষ্পত্তি
১	পরিচালক	০	১
২	যুগ্ম-পরিচালক	৫	৯
৩	উপপরিচালক	৪	২৫
৪	উপপ্রকল্প পরিচালক	১০	১২
৫	সহকারী পরিচালক/ইউআরডিও	৪০	৫৪
৬	লাইব্রেরীয়ান	১	০
৭	সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	৩৩	৩৫
৮	হিসাব রক্ষক	০	৫
৯	উপ- সহকারী প্রকৌশলী	০	১
১০	উচ্চমান সহকারী/নিম্নমান সহকারী	২	১৮
১১	অডিটর	২	১
১২	পাম্প অপারেটর	১	০
১৩	মাঠ সংগঠক	৭	০
১৪	স্টোরকিপার	০	১
১৫	অফিস সহায়ক	১২	১৫
	মোট	**১১৭**	**১৭৭**

বিআরডিবি'র মহাপরিচালক মহোদয় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে পেনশনের চেক প্রদান করছেন।

৯.১.২ শৃংখলা উপশাখা

- অফিস শৃংখলা বজায় রাখার স্বার্থে শৃংখলাজনিত কার্যক্রম গ্রহণ,বিভাগীয় মামলা রুজু ও নিষ্পত্তিকরণ;
- আদালতে বিআরডিবি'র পক্ষে ও বিপক্ষে দায়েরকৃত বিভিন্ন মামলা ও আপিল মোকদ্দমাসমূহ নিষ্পত্তি;
- বিআরডিবি'র সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, এর ত্রুটি বিচ্যুতি চিহ্নিত ও এতদসংক্রান্ত সম্পাদন;
- পদোন্নতি/সিলেকশন গ্রেড/টাইম স্কেল প্রদানের ক্ষেত্রে এসিআর সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি পার্সোনেল শাখাকে সরবরাহ করা।

২০১৭-১৮ বছরের শৃঙ্খলা শাখার কার্যক্রম

ক্রঃ নং	মামলার ধরণ	২০১৭-১৮ সনের মামলা দায়ের সংখ্যা	২০১৭-১৮ সনের মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা	৩০-০৬-১৮ তারিখ অনিষ্পন্নকৃত মামলা সংখ্যা
১	আদালতে মামলা	১২	২	১৩০
২	বিভাগীয় মামলা	২১	৮	৫১
	মোট	৩৩	১০	১৮১

৯.২ সাধারণ পরিচর্যা শাখা

- সকল মুদ্রণ কাজ ও সরবরাহ, মনিহারী দ্রব্য, আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়, মেরামত ও সংরক্ষণ;
- কর্মচারিবৃন্দের বাৎসরিক লিভারিজ সরবরাহ, বিভিন্ন ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত টেন্ডার কমিটির সভা আয়োজন;
- বিআরডিবি'র কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের গৃহনির্মাণ ও মোটরসাইকেল ক্রয় ঋণ প্রক্রিয়াকরণ;
- কর্মকর্তাবৃন্দের দাপ্তরিক টেলিফোন সংযোগ, অফিস কক্ষ বরাদ্দ, পানি ও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ;
- পল্লীভবনের কক্ষ ভাড়া প্রদানসহ পল্লীকানন আবাসিক কমপ্লেক্সের বাসা বরাদ্দ/বাতিল ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- সদর দপ্তরের ক্রয় বিক্রয় ও জেলা দপ্তরের বাড়িভাড়া সংক্রান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন;
- বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের যানবাহন ক্রয়, মেরামত, জ্বালানী সরবরাহ ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের মধ্যে যাতায়াতের জন্য যানবাহন বরাদ্দ প্রদান।

৯.২.১ যানবাহন উপশাখা

- বাজেট বরাদ্ধ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের যানবাহন ক্রয়,রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতকরণ;
- কর্মকর্তাদের মধ্যে যানবাহন বরাদ্দ;
- যানবাহনের সঠিক ব্যবহার,প্রয়োজনীয় জ্বালানী সরবরাহ;

৯.২.২ বিআরডিবি'র স্থাবর সম্পদ

৯.২.২.১ সদরদপ্তর ও ঢাকা মহানগরে অবস্থিত সম্পত্তি/স্থাপনা

ক্রঃ নং	দপ্তরের নাম/অবস্থান	অবকাঠামেরা বিবরণ	জমির পরিমাণ	মন্তব্য
১	সদর কার্যালয়, ৫ কাওরান বাজার, ঢাকা।	৭ তলা ভবন	০.৩ একর	সকল জায়গার খাজনা হালনাগাদ পরিশোধ
২	পল্লী কানন, উত্তরা মডেল টাউন।	৮টি আবাসিক ভবনে ১৩৮টি ফ্ল্যাট।	১.৩৫ একর	
৩	রামপুরা, ঢাকা (বিটিভি ভবন ও হাতিরঝিল সংলগ্ন), মৌজা-উলন।	খালি জমি	৭.৬৩ একর	

৯.২.২.২ জেলায় অবস্থিত সম্পত্তি/স্থাপনা

ক্রঃ নং	দপ্তরের নাম/ অবস্থান	জমির পরিমাণ	অকাঠামোর বিবরণ		
			অফিস বিল্ডিং	স্টাফ কোর্য়ার্টার	গুদাম ও অন্যান্য
১	পটুয়াখালী	০.৭৭ একর	এক তলা ভবন	-	ইউটিইউ ভবন
২	রাজশাহী	০.৩৫ একর	-	-	-
৩	টাঙ্গাইল	৩.১৬ একর	এক তলা ভবন-১টি দুই তলা ভবন-২টি	স্টাফ কোয়ার্টার-১টি	-
৪	নোয়াখালী	০.৮০ একর	তিন তলা ভবন-১টি	স্টাফ কোয়ার্টার-৩টি	অডিটোরিয়াম-১টি ক্যান্টিন-১টি
৫	কুমিল্লা	১.০০ একর	দুই তলা ভবন-১টি	-	-
৬	ফরিদপুর	০.১০ একর	দুই তলা ভবন-১টি	-	-
৭	ভোলা	২.৮৭ একর	তিন তলা ভবন-১টি	দুইতলা ভবন-২টি	দুইতলা বাংলো-১টি
৮	বিআরডিটিআই	১০.৬২ একর	প্রশাসনিক ভবন-২টি হোস্টেল ভবন-৪টি	আবাসিক ভবন-৫টি	অডিটোরিয়াম-১টি ক্যাফেটেরিয়া-১টি ও মসজিদ-১টি

৯.২.২.৩ উপজেলায় অবস্থিত সম্পত্তি/স্থাপনা

ক্রঃ নং	সম্পদের ধরন	সম্পদের বিবরণ	
		সংখ্যা/পরিমাণ	কাঠামোর ধরন
১	বিভিন্ন উপজেলায় জমির পরিমাণ	৫৭.২৭ একর	
২	অফিস ভবন	৩৮৮টি	এক তলা ভবন ২৯৬টি, দুই তলা ভবন ৯১টি ও তিন তলা ভবন ১টি।
৩	ইউটিইউ	১৮টি	দুই তলা ভবন ২৩টি
৪	কোয়ার্টার (জোড়াবাড়ি)	৩৫৭টি	দুই তলা ভবন (প্রতিটিতে ৪টি ইউনিট)
৫	গুদাম	১৬৮টি	
৬	ওয়ার্কসপ কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১০টি	
৭	মার্কেট/দোকান	৮৯টি	৩৯টি দোকান

১০. অর্থ ও হিসাব বিভাগ

মোঃ নিজাম উদ্দিন
পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)

অর্থ ও হিসাব বিভাগের মাধ্যমে বিআরডিবি'র আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি পরিচালিত হয়। বিভাগের অধীন (১) অর্থ ও হিসাব ও (২) নিরীক্ষা নামে ২টি অনুবিভাগ রয়েছে। অর্থ ও হিসাব অনুবিভাগের অধীন রয়েছে (ক) অর্থ ও বাজেট শাখা এবং (খ) হিসাব শাখা। নিরীক্ষা অনুবিভাগের অধীন (ক) নিরীক্ষা শাখা । বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পরিচালক (অর্থ) এবং ২টি অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন দুইজন যুগ্মপরিচালক। তিনটি শাখার প্রধান তিনজন উপপরিচালক। উপপরিচালকদের সহায়তা করেন সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ। এ বিভাগের শাখা ভিত্তিক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

১০.১ বাজেট শাখা

- বিআরডিবি'র রাজস্ব খাতের বার্ষিক ও সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন, অর্থ ছাড় ও বাজেট নিয়ন্ত্রণ;
- বিআরডিবি'র অপারেশনাল ইউনিটসমূহের বার্ষিক/সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন ও অর্থ ছাড়;
- জেলা দপ্তরসমূহের আবর্তক (কৃষি) ও সদাবিকের পরিচালন ব্যয়ের অংশ হতে ব্যয়ের বাজেট প্রক্রিয়াকরণ;
- বাজেট বরাদ্দের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয়।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিআরডিবি'র পরিচালনা ব্যায় বাবদ মোট বরাদ্দ ছিল ২০৭.২৫ কোটি টাকা যা উত্তোলন পূর্বক সমূদয় অর্থ ইউনিট পর্যায়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

১০.২ হিসাব শাখা

- বিআরডিবি'র বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী রাজস্ব খাত এবং মূলধনী খাতের সকল ধরণের আর্থিক লেনদেন সম্পাদন;
- সদরদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী বৃন্দের (পিআরএলগামীসহ) নিয়মিত বেতন ভাতা প্রদান;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের জিপিএফ, কর্মচারী কল্যাণ তহবিল, কর্মচারী পরিবার নিরাপত্তা তহবিল ও গোষ্ঠী বীমা সংক্রান্ত লেনদেন সম্পাদন ও হিসাব সংরক্ষণ;
- ছুটি নগদায়ন ,ভবিষৎ তহবিলের পাওনা, অবসরভোগীদের পেনশন দাবী, এককালীন আনুতোষিক পরিশোধ;

২০১৭-২০১৮ আর্থিক বছরের কার্যক্রমঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	২০১৭-১৮ বছরে পরিশোধ	
		জন	টাকা (লক্ষ)
১	অবসর ভাতা প্রদান	১,৮৪৩	১০৭৪৮.৩৬
২	জিপিএফএফ প্রদান অবসর জনিত	১৪৫	৮১০.৫৪
৩	পরিবার নিরাপত্তা তহবিল প্রদান	৯১	৩৭.০৩
৪	পরিবার কল্যান তহবিল প্রদান	১০	৪৫.৯২
৫	গোষ্ঠী বীমা	৪	১৭.৫২

১০.৩ নিরীক্ষা শাখা

- বিআরডিবি'র অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাসূচি প্রণয়ন, নিরীক্ষা সম্পাদন, প্রতিবেদন প্রকাশ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ;
- স্থানীয় ও রাজস্ব অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ব্রডশিট জবাব প্রেরণ;
- অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বিপক্ষীয়/ত্রিপক্ষীয় সভার আয়োজন;
- অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের বেতন নির্ধারণ (জাতীয় বেতন স্কেল, সিলেকশন গ্রেড, টাইম স্কেল, পদোন্নতি প্রভৃতি)।

আর্থিক বছরের কার্যক্রমঃ

ক্রঃ নং	নিরীক্ষার ধরণ	২০১৭-১৮ বছরে আপত্তির সংখ্যা	২০১৭-১৮ বছরে নিষ্পত্তির সংখ্যা	৩০-০৬-১৮ তারিখে অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা
১	অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা	৮৭	১১৫	১,৫১৯
২	স্থানীয় ও রাজস্ব নিরীক্ষা	০৯	০৭	১৪২
	মোট	৯৬	১২২	১,৬৬১

১১. সরেজমিন বিভাগ

মোঃ মাহমুদুল হোসাইন খান
পরিচালক (সরেজমিন)

সরেজমিন বিভাগ বিআরডিবি'র মাঠ কার্যক্রম তদারকি, নীতিগত সহায়তা প্রদান ও মাঠ প্রশাসন তত্ত্বাবধান করে। এছাড়া বিআরডিবি'র মাঠ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার সাথে সমন্বয়সাধন করে থাকে। মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এ বিভাগের অন্যতম কাজ। দ্বি-স্তর সমবায় কার্যক্রম, মানব সংগঠন সৃষ্টি, মূলধন গঠন, ঋণ ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন সমাপ্ত প্রকল্প/কর্মসূচি সরেজমিন বিভাগের আওতায় পরিচালিত হয়।

৩টি অনুবিভাগ ও ৬টি শাখার মাধ্যমে সরেজমিন বিভাগের দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদিত হয়ে থাকে। অনুবিভাগ ৩টি হলোঃ (১) ঋণ, সমবায় ও বাজারজাতকরণ অনুবিভাগ, (২) সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প অনুবিভাগ এবং (৩) মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ। সমবায়, ঋণ ও বাজারজাতকরণ অনুবিভাগের আওতায় রয়েছে ঋণ শাখা, সমবায় শাখা, বাজারজাতকরণ শাখা ও সেচ শাখাসহ মোট ৪টি শাখা। সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প অনুবিভাগের আওতায় রয়েছে যথাক্রমে সম্প্রসারণ শাখা ও বিশেষ প্রকল্প শাখা। পরিচালক (সরেজমিন) সরেজমিন বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ৩টি অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ৩জন যুগ্মপরিচালক এবং ৬টি শাখার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ৬জন উপপরিচালক। এছাড়া মহিলা উন্নায়ন অনুবিভাগের অধীন আলাদা শাখা না থাকলেও দুইজন উপপরিচালক দায়িত্ব পালন করেন। উপপরিচালকদের সহায়তা করার জন্য শাখাসমূহে রয়েছে সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ। সরেজমিন বিভাগের শাখা ভিত্তিক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

১১.১ ঋণ, সমবায় ও বাজারজাতকরণ অনুবিভাগ

১১.১.১ সমবায় শাখা

- সরেজমিন বিভাগের প্রশাসনিক ও সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- সমবায় আইন ও নীতিমালা মোতাবেক দ্বি-স্তর সমবায় কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে তদারকি ও পরিবীক্ষণ ;
- ইউসিসিএ'র কর্মচারীদের সার্ভিস রুল নিয়োগ ,বেতনভাতা, স্যালারী সার্পোট ও গ্রাইচুয়েটি সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন;
- পল্লী উন্নয়ন পদকের মনোনীত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়নসহ জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন পদকের জন্য মনোনয়ন প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ;
- জেলা ও উপজেলার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা।
- ইউসিসিএ'র জনবলের তথ্য (জুন ২০১৮)

ক্রঃ নং	পদের নাম	কর্মরত সংখ্যা
১	প্রধান পরিদর্শক /উচ্চমান সহকারী	৫৫
২	পরিদর্শক	৯৩৭
৩	হিসাব সহকারী	১৮৯
৪	অফিস সহকারী/কম্পিউটার অপারেটর	২৯৭
৫	অফিস সহায়ক	৪২১
৬	নৈশ প্রহরী	২৩১
	মোট	**২,১৩০**

১১.১.২ ঋণ শাখা

- সারাদেশে দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির আওতায় পরিচালিত ব্যাংক মাধ্যম, আবর্তক (কৃষি) ও ইউসিসিএর নিজস্ব তহবিল দ্বারা পরিচালিত ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা;
- বিআরডিবি'র বার্ষিক ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা প্রণয়ন;
- বিআরডিবি'র অভ্যন্তরীণ ঋণ সমন্বয় সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- প্রাথমিক সমবায় সমিতি ও উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সংযোগ সৃষ্টি;
- সুষ্ঠুভাবে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যাংক, বিআরডিবি, জেলা ও উপজেলা দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়সাধন;
- ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের ঋণ কার্যক্রম।

  ১) আবর্তক (কৃষি) ঋণ কর্মসূচির আওতায় ২০০৩-০৪ হতে এ পর্যন্ত ১৩১২৫.০০ লক্ষ টাকা ঋণ তহবিল পাওয়া গিয়েছে। টাঙ্গাইল কৃষি সেচ কর্মসূচ, এফএও, সরিষাবাড়ি উন্নয়ন প্রকল্প এবং আরএলএফ প্রবৃদ্ধিসহ মেট ঋণ তহবিল ১৯৯৮৯.০৮ লক্ষ টাকায় উন্নিত হয়েছে।২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ খাতে ১৩৬৩৩.৪০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

  ২) ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সোনালী ব্যাংক (ফসলী) ২৮ টি জেলায় ৬৯৩৪.৩৩ লক্ষ টাকা এবং (চিংড়ী) ৩টি জেলায় ২০৪৬.৫২ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

  ৩) নিজস্ব তহবিল হতে প্রতি উপজেলায় কমপক্ষে ২০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণের নির্দেশনা ও নীতিমালা দেয়া হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২৪ টি জেলায় এ খাতে ২২১১.৯৯ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছ।

১১.১.৩ বাজারজাতকরণ শাখা

- অবলুপ্ত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৬৮টি গুদামঘরের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং ইউসিসিএর বিনিয়োগ কার্যক্রম সমন্বয় ও তদারকি করা;
- সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য সুষ্ঠুভাবে বাজারজাতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- সমাপ্ত কিন্তু কার্যক্রম চলমান ২টি কর্মসূচি (আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি) বাস্তবায়ন।

১১.১.৩.১ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি

১) প্রকল্প এলাকাঃ ৬৪ জেলার সকল উপজেলা
২) প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই ২০০২ হতে জুন ২০২১
৩) প্রকল্প বরাদ্দঃ ৩৭৫০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)
৪) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ঃ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৫)উদ্দেশ্যঃবীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ, ঋণ সহায়তা প্রদান, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি,আয় বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন

১১.১.৩.২ আদর্শ গ্রাম প্রকল্প -২

১) প্রকল্প এলাকাঃ ৪১ জেলার ১০৫টি উপজেলা
২) প্রকল্প মেয়াদঃ এপ্রিল ২০০৭হতে জুন ২০২৫
৩) প্রকল্প বরাদ্দঃ ৯২৭.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)
৪) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ঃ ভূমি মন্ত্রণালয়
৫) উদ্দেশ্যঃ ভূমিহীন ও গৃহহীনদের আয়বর্ধক ও বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষন প্রদান, ঋণ সহায়তা প্রদান,আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি,আয় বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন

১১.১.৪ সেচ শাখা

- কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত সেচ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকি ও সমন্বয়;
- সেচ কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনা, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ;
- সেচযন্ত্রের বিপরীতে সোনালী ব্যাংকের পাওনা বকেয়া ঋণ আদায় ও পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মাঠ পর্যায়ের গভীর নলকূপ পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত সেচ কার্যক্রম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- উপজেলাসমূহে নির্মিত জোড়াবাড়ির কার্যক্রম তদারকি। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পটি তদাররকি করে।

১১.১.৪.১ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প।

১) প্রকল্প এলাকাঃপার্বত্য অঞ্চলের ০৩টি জেলার ২৫টি উপজেলা
২) প্রকল্প মেয়াদঃ এপ্রিল ১৯৯২হতে জুন ১৯৯৬
৩) প্রকল্প বরাদ্দঃ ৪২৬.৩১ লক্ষ টাকা (জিওবি)
৪) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ঃ পবর্ত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৫) উদ্দেশ্যঃ পাবর্ত্য অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধক ও বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষন প্রদান, ঋণ সহায়তা ,প্রদান আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি,আয় বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন

১১.১.৫ পরিদর্শন শাখা

- মাঠপর্যায়ে পরিদর্শন কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে নীতিমালা ও ছক প্রণয়ন;
- সদরদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান ও সংরক্ষণ;
- জেলা ও উপজেলা দপ্তর পরিদর্শনের তথ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

১) ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতিবেদন প্রাপ্তি ১০ টি এবংপরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ সংখ্যা ১০ টি

- জেলার উপপরিচালকগণের ভ্রমণ বিবরণী পর্যালোচনা, অনুমোদন ও অনুমোদিত বিল প্রেরণ;

১) ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জেলার ভ্রমণ বিবরণী ও বিল প্রাপ্তি ৫৮৫ টি, অনুমোদন ৫৭৫ টি এবং আপত্তি/ ব্যাখ্যা তলব ১০ টি

১১.২ সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প অনুবিভাগ

১১.২.১ সম্প্রসারণ শাখা

- বিআরডিবিভূক্ত সমবায়ীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন- বৃক্ষরোপণ, মৎস্য চাষ, উন্নত চুল্লী স্থাপন, জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন, গবাদি পশুর টিকাদান ও বিভিন্ন সামাজিক সচেতনামূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন;
- রাজস্ব বাজেটের আওতায় পরিচালিত বিআরডিবি'র সবচেয়ে বড় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক) ও গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্প বাস্তবায়ন;

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের সম্প্রসারণ কার্যক্রম (সংখ্যা)				
বৃক্ষ রোপন	**মৎস্য চাষ**	**উন্নত চুল্লী স্থাপন**	**জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন**	**পশুপাখির টিকা দান**
২০৪.১১লক্ষ	**১১.৫৭ লক্ষ**	**০.০৮ লক্ষ**	**০.৩৫ লক্ষ**	**২.৮৯ লক্ষ**

১১.২.১.১ সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)

১) প্রকল্প এলাকাঃ ৬৪ জেলার ৪৪৪টি উপজেলা
২) প্রকল্প মেয়াদঃ জুন ২০০৩ হতে জুন ২০০৬
৩) প্রকল্প বরাদ্দঃ ১৮৪২৫.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)
৪) উদ্দেশ্যঃ গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীদের সংগঠনের মাধ্যমে নিজস্ব তহবিল সৃষ্টি,নিরবিচ্ছন্ন জামানত বিহীন ঋণ প্রদান

৫) জনবল (৩০ জুন, ২০১৮)

ক্রঃ নং	অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	কর্মরত সংখ্যা	শূণ্যপদের সংখ্যা
১	**মাঠ সহকারী**	**১,৪৬৭**	**৮৮৭**	**৫৮০**

১১.২.১.২ গুচ্ছগ্রাম ২য় পর্যায়

১) প্রকল্প এলাকাঃ ৫৪ জেলার ১৩২টি উপজেলা
২) প্রকল্প মেয়াদঃ জানুযারী ২০০৯ হতে জুন ২০২৫
৩) প্রকল্প বরাদ্দঃ ১৯৬.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)
৪) উদ্দেশ্যঃ দেশের ভুমিহীন ও গৃহহীন পূনর্বাসিত সদস্যদের আয়বর্ধক ও বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষ প্রদান, ঋণ সহায়তা প্রদান,আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি,আয় বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন

১১.২.২ বিশেষ প্রকল্প শাখা

- সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের জন্য 'কন্টাক্ট সেল' হিসেবে দায়িত্ব পালন,যাবতীয় নথিপত্র, মালামালের হিসাব ও দলিলপত্র সংরক্ষণ এবং অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ;
- মবিকিউস, দুপউস, দুএদাবি, গ্রামউক ও গ্রামউকসকসহ ৫টি সমাপ্ত অথচ কার্যক্রম চলমান কর্মসূচি বাস্তবায়ন;

১১.২.২.১ মহিলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় উন্নয়ন সমিতি (মবিকেউস)

১) প্রকল্প এলাকাঃ ৬ জেলার ২০টি উপজেলা
২) প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই ১৯৮৫ হতে জুন ১৯৯৩
৩) প্রকল্প বরাদ্দঃ ৩৪১.৪১ লক্ষ টাকা (ইউনিসেফ)
৪) উদ্দেশ্যঃ গ্রামীণ বিত্তহীন মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয়বর্ধন মূলক কর্মকান্ডে জড়িত করা। সুফলভোগীদের স্বয়ংবর্তা আনয়নের লক্ষ্যে ঋণের ঘূর্ণায়মান তহবিল ব্যবহার নিশ্চিত করা।

১১.২.২.২ দুঃস্থ পরিবার উন্নয়ন সমিতি (দুপউস)

১) প্রকল্প এলাকাঃ ২২ জেলার ২৩টি উপজেলা
২) প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই ১৯৮২ হতে জুন ১৯৯৩ পর্যন্ত
৩) প্রকল্প বরাদ্দঃ ১৩৫.৪৫ লক্ষ টাকা (ইউনিসেফ)
৪) উদ্দেশ্যঃ গ্রামীণ বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয়বর্ধন মূলক কর্মকান্ডে জড়িত করা। সুফলভোগীদের স্বয়ংবর্তা আনয়নের লক্ষ্যে ঋণের ঘূর্ণায়মান তহবিল ব্যবহার নিশ্চিত করা।

১১.২.২.৩ দুর্যোগ পূর্ণ এলাকায় দারিদ্র বিমোচন কল্পে বিশেষ বহমুখী উন্নয়ন প্রকল্প (দুএদাবি)

১) প্রকল্প এলাকাঃ১২ জেলার ১২টি উপজেলা
২) প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই ২০০০ হতে জুন ২০০৩ পর্যন্ত
৩) প্রকল্প বরাদ্দঃ ১৩৫৭.৯৬ লক্ষ টাকা (ইফাদ)
৪) উদ্দেশ্যঃ দুর্যোগ পূর্ণ এলাকার জনগোষ্ঠীর জান মালের নিরাপত্তা

১১.২.২.৪ গ্রামীণ মহিলাদের উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (গ্রামউক)

১) প্রকল্প এলাকাঃ৩ জেলার ৩টি উপজেলা
২) প্রকল্প মেয়াদঃ জানুযারী ২০০৪ হতে ডিসেম্বর ২০০৪ পর্যন্ত
৩) প্রকল্প বরাদ্দঃ ২২.৩৮ লক্ষ টাকা (এএ আরডিও)
৪) উদ্দেশ্যঃ গ্রামীন দরিদ্র মহিলাদের আত্মকর্মর্সস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

১১.২.২.৫ গ্রামীন মহিলাদের জন্য উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি (গ্রামউসক)

১) প্রকল্প এলাকাঃ৩ জেলার ৩টি উপজেলা
২) প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১০ পর্যন্ত
৩) প্রকল্প বরাদ্দঃ ২০.০০লক্ষ টাকা (এএ আরডিও)
৪) উদ্দেশ্যঃ গ্রামীন দরিদ্র মহিলাদের আত্মকর্মর্সস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। আর্থ সামাজিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে হ্রাস করা।

১১.৩ মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ

নারীর ক্ষমতায়ন তথা উৎপাদন ও উন্নয়ননের মূল স্রোতধারায় নারীদের যুক্ত করার লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালে গ্রামীণ মহিলাদের উন্নয়নের জন্য CIDA ও বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বিআরডিবি'র অধীনে 'গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা পরিকল্পনা জোরদারকরণ' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত ৪ টি পর্যায়ের সফল বাস্তবায়নের পর ১ জানুয়ারী ১৯৯৭ সাল থেকে রাজস্ব বাজেটের থোক বরাদ্দের মাধ্যমে কর্মসূচি আকারে মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। ২০০৪ সাল থেকে বিআরডিবি'র মূল কাঠামোর আওতায় ১৩০ টি উপজেলায় মহিলা উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে । সার্বিক সাফল্য বিবেচনা করে১ জানিুযারী ১৯৯৭ সাল থেকে রাজস্ব বাজেটের থোক বরাদ্দের মাধ্যমে কর্মসূচি আকারে মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয় এবং বিগত ২২/৫/২০০৪ খ্রিঃ থেকে প্রকল্পের কার্যক্রম বিআরডিবির সরেজমিন বিভাগের আওতাধীন মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

কার্যক্রমঃ

- মহিলা সমবায় সমিতি গঠনপূর্বক সদস্যদের নিজস্ব পুঁজি গঠনে সহায়তা করা;
- মহিলাদের আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের জন্য ঋণ সহয়তা তদারকি;
- প্রসূতি মায়ের সেবা ও শিশু পরিচর্যা এবং প্রাথমিক চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সহায়তা করা;
- সামাজিক স্তর বিন্যাসে বিশেষ করে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নারীর অংশ গ্রহণ ও নেতৃত্ব সৃষ্টি;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা।
- অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং স্বাধীন ভাবে ভোট প্রদানে উদ্বুদ্ধ করা।সর্বোপরি অবহেলিত,বিধবা ও সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের দারিদ্র্য দূরীকরনের মাধ্যমে তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে কার্যকরী ভুমিকা পালন করা মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগের অন্যতম প্রধান কাজ।

মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগের সদস্যদের মাঝে জনসচেতনতামূলক উঠন বৈঠক করছেন উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

১১.৪ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের সরেজমিন বিভাগের কার্যক্রমের একীভূত তথ্য

ক্রঃ নং	প্রকল্প/কর্মসূচী	মানব সংগঠন (সংখ্যা)			সদস্য (জন)			মুলধন গঠন (লক্ষ টাকা)			ঋণ (লক্ষ টাকা)		ঋণ গ্রহনকারী সদস্য (জন)		
		পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	শেয়ার	সঞ্চয়	মোট	বিতরণ	আদায়	পুরুষ	মহিলা	মোট
১	মুলকর্মসূচি	১৩৪	৯৮	২৩২	৮৭৬৯	৭৬৮৩	১৬৪৫২	৬২১.০১	১৩১০.৬৩	১৯৩১.৬৪	২৪৮২৬.২৪	২৩০৪২.৬০	৯১৭১৭	২৮৩৭	৯৪৫৫৪
২	মউ	০০	৪৭	৪৭	০০	৬০৫১	৬০৫১	২৩৫.৬৮	৪২৬.৩৪	৬৬২.০২	১১৬৮৪.৮৫	১১৩২৬.১৪	০০	৪৬৭৬৬	৪৬৭৬৬
৩	সদাবিক	১০৬	১৩৮	২৪৪	৩৪৫৯	৩৯৮৭	৭৪৪৬	০০	২৩৬.০১	২৩৬.০১	১১৫২৪.৩৮	১০৯৫৯.৭৪	১০৪০৫	১২৭৩৭	২৩১৪২
৪	গুচ্ছগ্রাম	৭	৭	১৪	৪১৪	৩৯৫	৮০৯	০০	১২.৪১	১২.৪১	৩৬৬.৩৫	২৭৪.৩০	১৮৮৭	২৫০১	৪৩৮৮
৫	মুক্তিযোদ্ধা	০০	০০	০০	২৩৩৯	০০	২৩৩৯	০০	০০	০০	৯৩৩.৫৫	৮৮৩.৫৫	২৩৩৯	০০	২৩৩৯
৬	আদর্শগ্রাম	০০	১	১	৭০৬	৮৬২	১৫৬৮	০০	১.৩০	১.৩০	২৯৬.২৫	৩৫০.৬৭	৬০৬	৮৬২	১৫৬৮
৭	মবিকেউস	০০	১২১	১২১	০০	২০০৮	২০০৮	০০	১.৬৭	১.৬৭	৫১০.০৬	৫১৬.৭৩	০০	২০০৮	২০০৮
৮	গ্রামউক	১	০০	১	১৫	০০	১৫	০০	০.০১	০.০১	২.০০	৩.৫৫	০০	০০	১৫
৯	গ্রামউসক	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০.০১	০.০১	০০	১.১৩	০০	০০	০০
১০	দুপউস	১৮	৩২	৫০	২১৮	৩৯০	৬০৮	০.৬৫	০.৭৬	১.৪১	১২২.৭২	১১৪.৭৫	২১৮	৩৯০	৬০৮
১১	দুএদাবি	৬	৭	১৩	৬৫	৮৪	১৪৯	০.০৩	.০৫	০.০৮	১৭.৬৪	২০.২৪	৬৫	৮৪	১৪৯
১২	পার্বত্যচট্টগ্রাম	১	০০	১	৩৯	৬৭	১০৬	০০	২১.০২	২১.০২	৩৪০.৬১	৩২৪.৭৭	৪৯২	১২০৫	১৬৯৭
	মোট	**২৭৩**	**৪৫১**	**৭২৪**	**১৬০২৪**	**২১৫২৭**	**৩৭৫৫১**	**৯২৪.৬৯**	**২০১০.২১**	**২৯৩৪.৯০**	**৫০৬২৪.৬৫**	**৪৭৮১৮.১৭**	**১০৭৭২৯**	**৬৯৩৯০**	**১৭৭১১৯**

বিআরডিবি'র আওতাধীন ইছর উত্তর কেএসএস এর সদস্য মোঃ ইব্রাহীম এর সবজী খেত, টঙ্গী, গাজীপুর।

১১.৫ মানব সংগঠন সৃষ্টি

বিআরডিবি'র সূচানালগ্ন থেকে মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের **'দ্বি-স্তর'** সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সরবরাহ, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, গ্রামীণ নেতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষক শ্রেণির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মতামত প্রকাশের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সচেতনতা বৃদ্ধি। সর্বোপরি পল্লীর জনগোষ্ঠীকে সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতিকে পল্লীর সার্বিক উন্নয়নের প্লাট ফরম হিসেবে ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি সকল সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া। কিন্তু পরবর্তীতে একদিকে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের স্বীয় পদ্ধতি অনুযায়ী সেবাদান শুরু এবং অন্যদিকে গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের বাইরে বিপুল বিত্তহীন/দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিআরডিবি'র কার্যক্রমের বাইরে থাকায় নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে বিআরডিবি সমবায় পদ্ধতির পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক দল (সমবায় নিবন্ধন ছাড়া) গঠনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম শুরু করে। বিআরডিবি'র কার্যক্রমের শুরু থেকে সকল প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মানব সংগঠন সৃষ্টির সংখ্যা ১.৬১ লক্ষ টি এবং সদস্য অন্তর্ভুক্তি সংখ্যা ৪৬.২৩লক্ষ জন।

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে মানব সংগঠন সৃষ্টি

- মানব সংগঠন সৃষ্টি ১৭১৮টি
- আনুষ্ঠানিক সমিতি ৫৬৫ টি
- অনানুষ্ঠানিক দল - ১১৫৩টি
- পুরুষ মানব সংগঠন - ৪৫৬টি (২৫.৫৫%)
- মহিলা মানব সংগঠন- ১২৬২টি (৭৪.৪৫%)

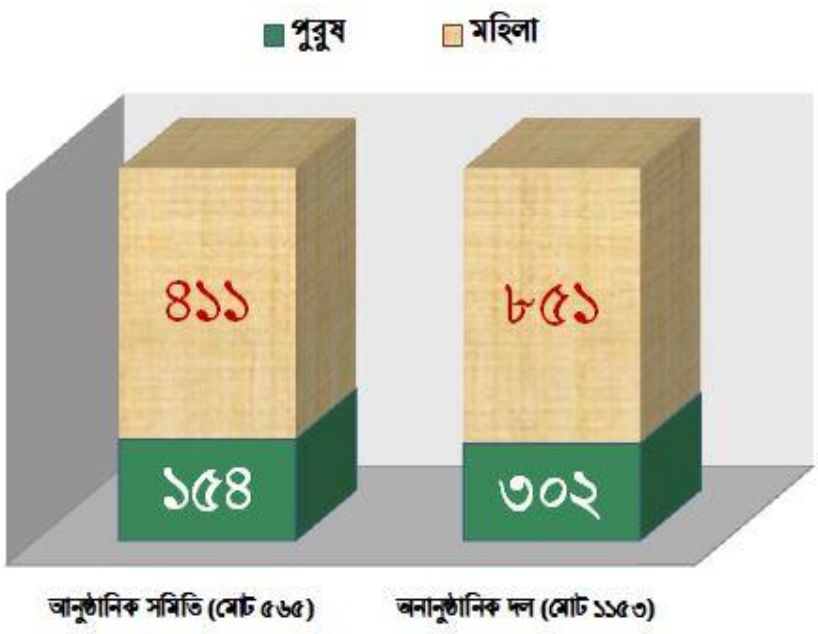

জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মানব সংগঠন সৃষ্টি

- ক্রমপুঞ্জিত মানব সংগঠন সৃষ্টি -১৬০৭২০ টি
- আনুষ্ঠানিক সমিতি -১০০৭৬৪ টি
- অনানুষ্ঠানিক দল -৫৯৯৫৬টি
- পুরুষ মানব সংগঠন- ৮৪২০৯ টি (৫১.৫৯%)
- মহিলা মানব সংগঠন- ৭৬৫১১টি (৪৮.৪১%)

১১.৬ সদস্য অন্তর্ভূক্তি

২০১৭-২০১৮অর্থবছরে সদস্য অন্তর্ভুক্তি

- বছরে নতুন সদস্য -৮৩৫৯৯ জন
- আনুষ্ঠানিক সমিতি – ৩২১২৮জন
- অনানুষ্ঠানিক দল -৫১৪৭১ জন
- পুরুষ -২৩৫৭৯জন (৪২.৮৩%)
- মহিলা - ৬০০২০ (৫৭.১৭%)

জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত সদস্য অন্তর্ভুক্তি

- ক্রমপুঞ্জিত সদস্য অন্তর্ভুক্তি - ৪৬২৩১৯৭জন
- আনুষ্ঠানিক সমিতির সদস্য - ৩১৫৯৪৮১ জন
- অনানুষ্ঠানিক দলের সদস্য - ১৪৬৩৭১৬ জন
- মোট পুরুষ সদস্য - ২৪৩৬০৫৮ জন (৫২.৯০%)
- মহিলা সদস্য - ২১৮৭১৩৯ জন (৪৭.১০%)

শুরু হতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত মানব সংগঠন সৃষ্টি

কার্যক্রমের ধরণ	২০১৭-২০১৮অর্থবছরে									ক্রমপুঞ্জিত								
	আনুষ্ঠানিক সমিতি			অনানুষ্ঠানিক দল			সর্বমোট সমিতি/দল			আনুষ্ঠানিক সমিতি			অনানুষ্ঠানিক দল			সর্বমোট সমিতি/দল		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
সমিতি	১৫৪	৪১১	**৫৬৫**	৩০২	৮৫১	**১,১৫৩**	৪৫৬	১,২৬২	**১,৭১৮**	৬২,৭১০	৩৮,০৫৪	**১,০০,৭৬৪**	২১,৪৯৯	৩৮,৪৫৭	**৫৯,৯৫৬**	৮৪,৫৫৭	৭৬,৫১১	**১,৬০,৭২০**
সদস্য	৯,৭৪৩	২২,৩৮৫	**৩২,১২৮**	১৩,৮৩৬	৩৭,৬৩৫	**৫১,৪৭১**	২৩,৫৭৯	৬০,০২০	**৮৩,৫৯৯**	১৯,০৩,৫৬১	১২,৫৫,৯২০	**৩১,৫৯,৪৮১**	৫,৩২,৪৯৭	৯,৩১,২১৯	**১৪,৬৩,৭১৬**	২৪,৩৬,০৫৮	২১,৮৭,১৩৯	**৪৬,২৩,১৯৭**

১১.৭ মূলধন গঠন

বিআরডিবি'র সদস্যদের মূলধন গঠনের মাধ্যমে বিনিয়োগ সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্পদের মালিকানা নিশ্চিত করার জন্য সমবায় সমিতির সদস্যদের নিয়মিত শেয়ার ক্রয়ে উৎসাহিত করে। এছাড়াও আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক উভয় সমিতি/দলের সদস্যদের পুঁজি গঠনের জন্য সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমায় উৎসাহিত করে। বিআরডিবি'র কার্যক্রমের শুরু থেকে সকল প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত সদস্যদের ক্রমপুঞ্জিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ১২৭.৪১ কোটি টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিত সঞ্চয় জমার পরিমাণ ৫৫৪.৮৩ কোটি টাকা। এছাড়াও সিভিডিপির আওতায় মূলধন গঠনের পরিমাণ ৪২.৮৭ কোটি টাকা।

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে মূলধন গঠন (লক্ষ টাকায়)

- বছরে মূলধন গঠন ৬৬২২.৩৪ লক্ষ টাকা
- বছরে শেয়ার জমা ৯৯২.১৯ লক্ষ টাকা (১৫%)
- পুরুষ সদস্যের শেয়ার জমা ৪০৭.১৭ লক্ষ টাকা (৪১%)
- মহিলা সদস্যের শেয়ার জমা ৫৮৫.০২ লক্ষ টাকা (৫৯%)
- সঞ্চয় জমা ৫৬৩০.১৫ লক্ষ টাকা (৮৫%)
- পুরুষ সদস্যের সঞ্চয় জমা ১৩৯৪.৬৩ লক্ষ টাকা (২৫%)
- মহিলা সদস্যের সঞ্চয় জমা ৪২৩৫.৫২ লক্ষ টাকা (৭৫%)

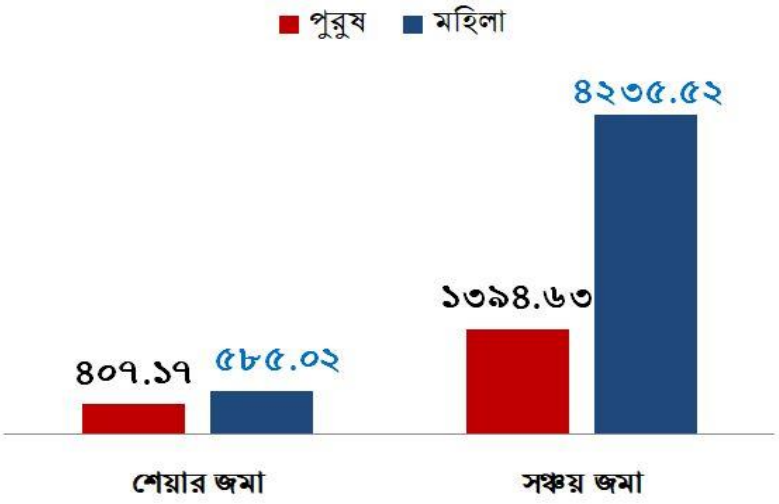

শুরু হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত মূলধন গঠন (লক্ষ টাকা)

পুঁজি গঠন কার্যক্রমের ধরণ	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে							ক্রমপুঞ্জিত						
	আনুষ্ঠানিক সমিতি		অনানুষ্ঠানিক দল		সর্বমোট সমিতি/দল			আনুষ্ঠানিক সমিতি		অনানুষ্ঠানিক দল		সর্বমোট সমিতি/দল		
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	মোট
শেয়ার জমা	৪০৭.১৭	৫৮৫.০২	০	০	৪০৭.১৭	৫৮৫.০২	**৯৯২.১৯**	৭২৪২.০৮	৫৪৯৮.৫৯	০	০	৭২৪২.০৮	৫৪৯৮.৫৯	**১২৭৪০.৬৭**
সঞ্চয় জমা	৭৫৪.৪৯	১৫৮৩.৩৬	৬৪০.১৪	২৬৫২.১৬	১৩৯৪.৬৩	৪২৩৫.৫২	**৫৬৩০.১৫**	১২৫৯৮.৯৩	১৫২৩৮.৫৬	৯০১৫.০৯	১৮৬৩০.৮৯	২১৬১৪.০২	৩৩৬৮৯.৪৫	**৫৫৪৮৩.৪৭**

১১.৮ ঋণ সহায়তা

"Money Begets Money"। কিন্তু সমস্যা হলো প্রাথমিকভাবে মানুষের নিকট অর্থ পৌঁছানো। পল্লীর জনগোষ্ঠী বিশেষ করে কৃষক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য তা আরও কঠিন। সত্তরের দশকে জামানতের অভাবে যখন পল্লীর প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণের সুযোগ ছিল না তখন দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে তদারকি ঋণ সুবিধা চালু হয়। পরবর্তীতে যা আরও পরিমার্জিত হয়ে 'ক্ষুদ্রঋণ' নামে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করে। দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালিত তদারকি ঋণ হিসেবে ফসলী ও বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি বিশেষ করে সেচযন্ত্রের বিপরীতে সমবায়ী কৃষকদের মধ্যে ঋণ সহায়তা চালু করা হয়। এর পাশাপাশি ১৯৭৫ সালে বিআরডিবি মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি চালুর মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের জন্য ঋণ সহায়তা চালু করে। কৃষি সমবায়ের পাশাপাশি আশির দশকে বিআরডিবি বিভিন্ন প্রকার দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে বিআরডিবি **২৬**টি প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষক, মহিলা ও দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকান্ডে ঋণ সহায়তা প্রদান করছে এবং সরকারি পর্যায়ে পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণের সিংহভাগ বিতরণ করে বিআরডিবি। শুরু হতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত বিআরডিবি কর্তৃক সদস্যদের মাঝে ক্রমপুঞ্জিত ঋণ সহায়তার পরিমাণ ১৫২৫৯.৬০ কোটি টাকা এবং একই সময়ে আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ ১৪১৬৬.৮৮ কোটি টাকা। এছাড়াও সিভিডিপির আওতায় ঋণ সহায়তার পরিমাণ **৩৪.০৮** কোটি টাকা এবং আদায়ের পরিমাণ **২৫.৫২** কোটি টাকা।

২০১৭-২০১৮অর্থবছরে ঋণ সহায়তা

বছরে মোট ঋণ সহায়তা -১২৫২.৮৬ কোটি টাকা
পুরুষ সদস্যের বিপরীতে- ৪৫০.৭৮ কোটি টাকা (৩৬%)
মহিলাদের সদস্যের বিপরীতে – ৮০২.০৯ (৬৪%)

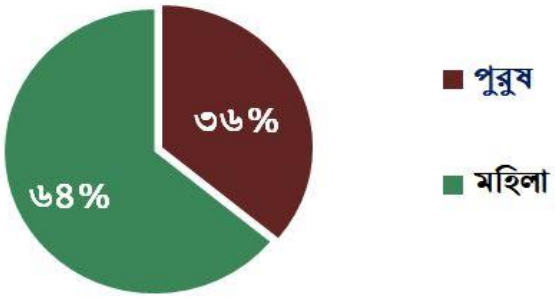

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে প্রকল্প/কর্মসূচির ধরণ অনুযায়ী ঋণ সহায়তা

- মূল কর্মসূচি -২০%
- মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি -৯%
- এডিপিভূক্ত প্রকল্প -২৪%
- চলমান সমাপ্ত প্রকল্প/কর্মসূচি-৪৫%
- অন্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/কর্মসূচি - ২%

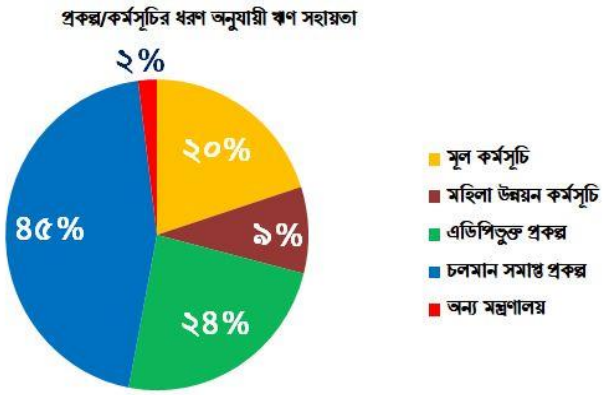

শুরু হতে জুন ২০১৮পর্যন্ত ঋণ সহায়তা

প্রকল্প/কর্মসূচির ধরণ	ঋণ সহায়তা (লক্ষ টাকায়)					
	২০১৭-২০১৭৮অর্থবছরে			ক্রমপুঞ্জিত		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
মূল কর্মসূচি	২৪০৮১.৪৬	৭৪৪.৭৮	২৪৮২৬.২৪	৩৪৬২৫২.৭২	১০৬৮৯.৭৫	৩৫৬৯৪২.৪৭
মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি	০	১১৬৮৪.৮৫	১১৬৮৪.৮৫	০	১২৮৯৪৮.৩৯	১২৮৯৪৮.৩৯
এডিপিভুক্ত প্রকল্প	৩৬২৪.৬৮	২৬০৫০.৪৪	২৯৬৭৫.১২	৫৬০৫৬.০২	২৬৪৫৭৭.৫২	৩২০৬৩৩.৫৪
চলমান সমাপ্ত প্রকল্প	১৬০৩২.২৭	৪১১১৩.২৮	৫৭১৪৫.৫৫	২৪৩৯৬৩.০০	৪৭৫৭৮৭.৭৮	৭১৯৭৫০.৭৮
অন্য মন্ত্রণালয়	১৩৩৯.১২	৬১৫.২৮	১৯৫৪.৪১	১২৫৪৭.৪৯	৭১৩৯.৬৬	১৯৬৮৭.১৫
সর্বমোট	**৪৫০৭৭.৫৩**	**৮০২০৮.৬৩**	**১২৫২৮৬.১৬**	**৬৫৮৮১৯.২৩**	**৮৮৭১৪৩.১০**	**১৫৪৫৯৬২.৩৩**

১১.৯ ঋণ আদায়

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ঋণ আদায়

- বছরে ঋণ আদায় ১১৬০.২৯ কোটি টাকা
- সমাপ্ত কিন্তু কার্যক্রম চলমান প্রকল্প/কর্মসূচির ৬৪৮.০৯ কোটি টাকা
- মূল কর্মসূচির ২৩০.৪৩কোটি টাকা
- এডিপিভূক্ত প্রকল্পের ২৬৩.২৪ কোটি টাকা
- মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি ১১৩.২৬ কোটি টাকা
- অন্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/কর্মসচি ১৮.৫৩ কোটি

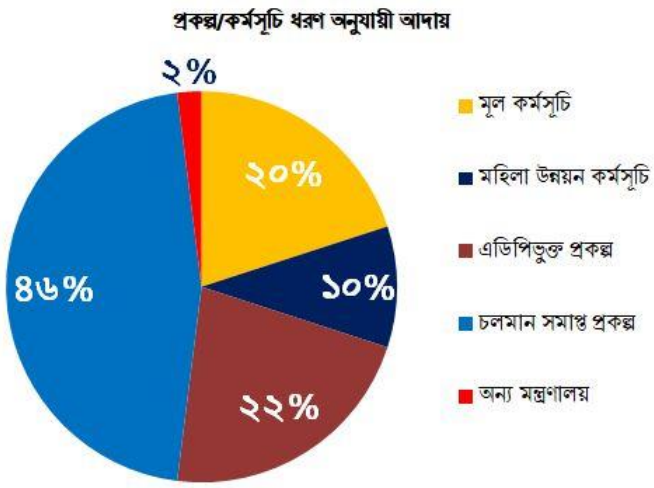

শুরু হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত ঋণ আদায়

প্রকল্প/কর্মসূচির ধরণ	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)					
	২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে			ক্রমপুঞ্জিত		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
মূল কর্মসূচি	২২৩৫১.৩৩	৬৯১.২৭	২৩০৪২.৬০	৩১৩০০৫.০০	৯৬৮০.৫৫	৩২২৬৮৫.৫৫
মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি	০	১১৩২৬.১৪	১১৩২৬.১৪	০	১১৬৬০১.৭৪	১১৬৬০১.৭৪
এডিপিভুক্ত প্রকল্প	৩৩৪৫.৬৯	২২৯৭৮.১২	২৬৩২৩.৮১	৫৬০১৭.২৩	২৩৪৭২৫.২৩	২৯০৭৪২.৪৬
চলমান সমাপ্ত প্রকল্প	১৪৮০০.১০	৩৮৬৮২.৭৮	৫৩৪৮২.৮৮	২০৬৯০৪.১১	৪৪৬৯২৭.৩২	৬৫৩৮৩১.৪৩
অন্য মন্ত্রণালয়	১২৭৩.৩০	৫৮০.২২	১৮৫৩.৫২	৬৮৯৩.৪৮	৫৬৬৯.১৭	১২৫৬২.৬৫
সর্বমোট	৪১৭৭০.৪২	৭৪২৫৮.৫৩	১১৬০২৮.৯৫	৫৮২৮১৯.৮২	৮১৩৬০৪.০১	১৩৯৬৪২৩.৮৩

বিগত ৫ বছরে ঋণ সহায়তা ও ঋণ আদায়ের তুলনামূলক চিত্র

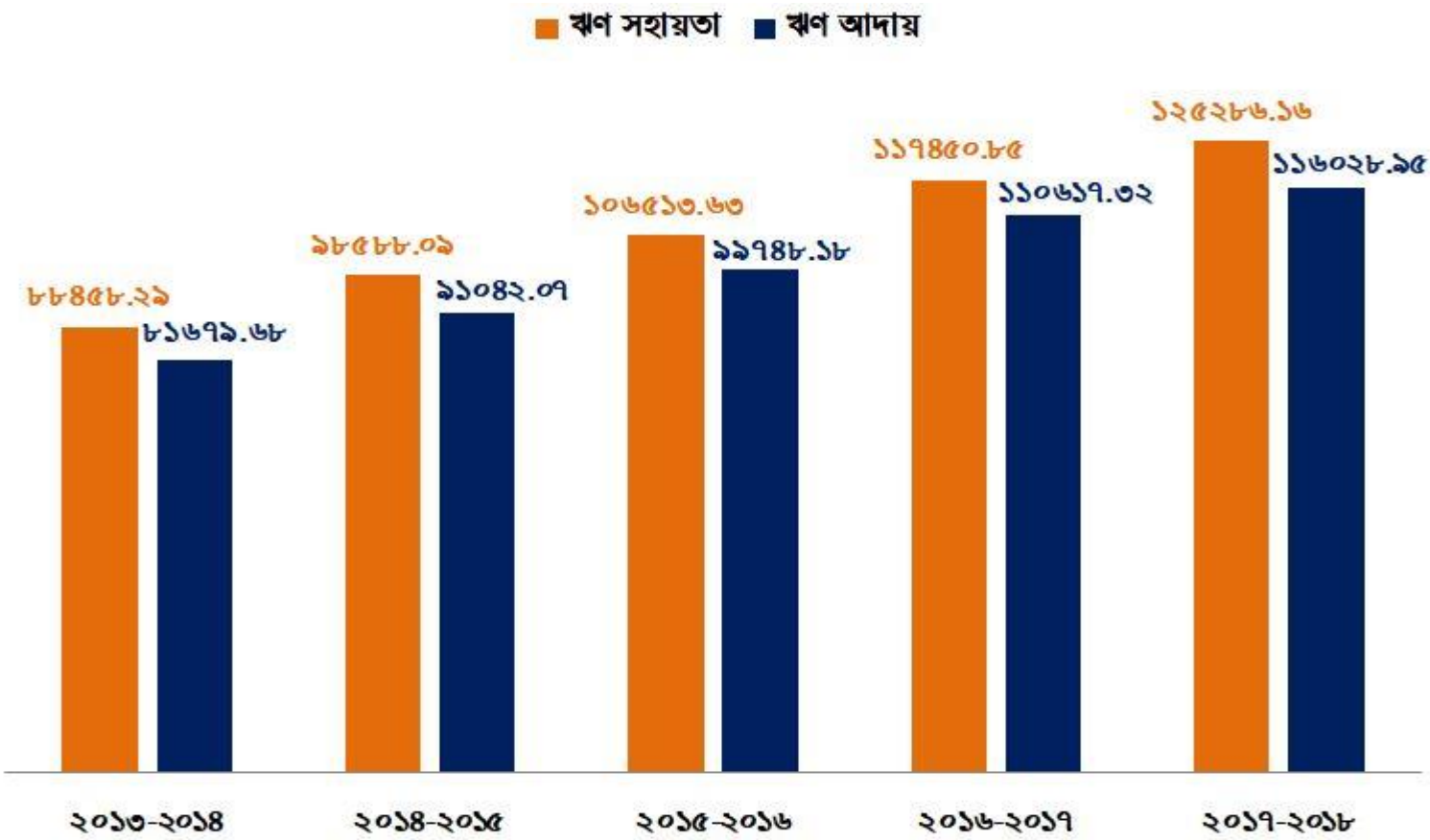

১১.১০ সম্প্রসারণ কার্যক্রম

বিআরডিবিভুক্ত সদস্যদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে বৃক্ষরোপণ, মৎস্য চাষ, উন্নত চুল্লী স্থাপন, জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন, গবাদিপশুর টিকাদান ও বিভিন্ন সামাজিক সচেতনামূলক কর্মকাণ্ড।

জুন ২০১৮ পর্যন্ত সম্প্রসারণ কার্যক্রম

বৃক্ষরোপণ (লক্ষ)		জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন (লক্ষ)		উন্নত চুল্লী স্থাপন (লক্ষ)		গৃহপালিত গবাদিপশুর টিকাদান (লক্ষ)		মাছের পোনা বিতরণ (লক্ষ)		নারিকেলের চারা রোপণ (লক্ষ)	
২০১৭-২০১৮	ক্রমপুঞ্জিত	২০১৭-২০১৮	ক্রমপুঞ্জিত	২০১৭-২০১৮	ক্রমপুঞ্জিত	২০১৭-২০১৮	ক্রমপুঞ্জিত	২০১৭-২০১৮	ক্রমপুঞ্জিত	২০১৭-২০১৮	ক্রমপুঞ্জিত
২০৪.১১ লক্ষ	২৫৭৫.০৮ লক্ষ	০.৩৫ লক্ষ	২২.৬০ লক্ষ	০.০৮ লক্ষ	৫.০৭ লক্ষ	২.৮৯ লক্ষ	৩২২৫.০৮ লক্ষ	১১.৫৭ লক্ষ	৪৬১৮.০৬ লক্ষ	০.০২ লক্ষ	১.৫৪ লক্ষ

বিআরডিবি'র আওতাধীন এর শিবরামপুর বিত্তহীন দলের সদস্য সরাফত আলীর নার্সারী, রুড়িচং, কুমিল্লা।

১১.১১ নারীর ক্ষমতায়নে বিআরডিবি

২০১৭-২০১৮ সালে বিআরডিবি'র সার্বিক কার্যক্রমে নারী ৬৫% অগ্রগতি সক্ষম হয়েছে আর পুরুষের অর্জন ৩৫%। যার তথ্য নিম্নরূপঃ

কার্যক্রম	বিবরণ	অগ্রগতির হার
মানব সংগঠন	পুরুষ	২৭%
	মহিলা	৭৩%
সদস্য ভর্তি	পুরুষ	২৮%
	মহিলা	৭২%
শেয়ার	পুরুষ	৪১%
	মহিলা	৫৯%
সঞ্চয়	পুরুষ	২৫%
	মহিলা	৭৫%
ঋণ সহায়তা	পুরুষ	৩৬%
	মহিলা	৬৪%
ঋণ আদায়	পুরুষ	৩৬%
	মহিলা	৬৪%
প্রশিক্ষণ	পুরুষ	৩৭%
	মহিলা	৬৩%

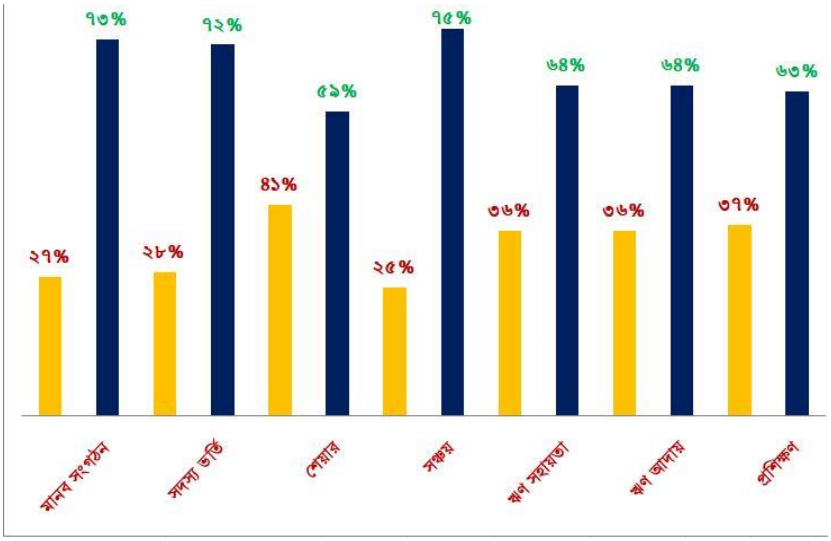

শ্রেণী,ধর্ম,সমাজ,শিক্ষা,দক্ষতা প্রায় সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষ অসমতা বিরাজ করছে। নারীরা শোষিত,বঞ্চিত ও অবহেলিত। সংসার,সমাজ ও দেশ গঠনে নারীদের ভূমিকা নেই। বৈষম্যমূলক আইন,সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর জন্য নারীরা বাধাগ্রস্থ। এ অবস্থা হতে উত্তরনের এবং উন্নয়নের মূলধারায় নারীকে সমপৃক্ত করার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রথম পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়। এ লক্ষ্যে বিআরডিবি নারীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহন করে আসছে। নারীদের সর্বক্ষেত্রে অংশগ্রহন অংশগ্রহন এবং তাদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য সর্বপ্রথম বিআরডিবি ১৯৭৫ সালে দেশের ১৩০ টি উপজেলায় মহিলা উন্নয়নকর্মসূচি চালু করে। বাংলার সুবিধা বঞ্চিত,অসহায়,দুঃস্থ, বিধবা,এতিম,দারিদ্র,বিত্তহীন নারীদের দলভূক্ত করে তাদের প্রশিক্ষণ,পুজিঁগঠনে সহায়তা,ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে উপার্জনমুখী নানা কর্মকান্ডে সমপৃক্ত করা হয়। আজ তারা কর্মমুখী আত্মনির্ভরশীল এবং পরিবার ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিআরডিবির মাধ্যমে দেশের সকল উপজেলায় নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের সাথে নারী স্বাস্থ্যশিক্ষা,মাতৃকালীন স্বাস্থ্যপরিচর্যা, পরিবার পরিকল্পনা, বাল্যবিবাহ রোধ, নারী নির্যাতন রোধ,যৌতুক প্রথা নির্মূল, সঠিক সময়ে সন্তান নেয়া সহ সকল বিষয়ে তারা সচেতন।

গাড়াডোবা, পোড়াপাড়া মহিলা দলের উঠান বৈঠক,গাংণী

বিআরডিবি জুন/১৮ পর্যন্ত ২১.৮৭ লক্ষ পল্লীর নারীকে ৭৬৫১১ টি সমিতি/ পল্লী উন্নয়ন দলের মাধ্যমে সংগঠিত করেছে। তাঁদের শেয়ার সঞ্চয়সহ মোট মূলধন ৩৯১.৮৮ লক্ষ টাকা। বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে ৮৮৭১.৪৩ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা গ্রহন করেছে যা ব্যবহারের পর সঠিক সময়ে ৮০৯৪.৯৪ কোটি টাকা পরিশোধ করেছে। খেলাপী ঋণের পরিমান নেই বললেই চলে। বিআরডিবি ভূক্ত নারীরা দারিদ্র বিমোচনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের অবদান বেড়েছে। বর্তমান সরকারের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহনে বিআরডিবি মূখ্যভূমিকা পালন করছে। বিআরডিবি ভূক্ত নারী নেত্রীগণ স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পদে নির্বাচিত হয়ে উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। আর সংরক্ষিত সদস্য (মহিলা) পদে অংশগ্রহনকারী ও নির্বাচিত অধিকাংশই বিআরডিবি ভূক্ত সমিতি/দলের সদস্য।

১২.৬ কৃষি প্রযুক্তি উন্নয়নে সেচ ব্যবস্থাপনা

পল্লী উন্নয়নে 'কুমিল্লা মডেল' এর প্রধান চারটি উপাদানের মধ্যে সেচ কার্যক্রম অন্যতম। বিআরডিবি'র সূচনালগ্ন থেকেই অধিক ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে তৎকালীন সর্বাধুনিক কৃষি প্রযুক্তি নির্ভর চাষাবাদ পদ্ধতি প্রচলনের জন্য কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষকদের সংগঠিত করে বিএডিসি, ব্যাংক ও বিআরডিবি'র যৌথ প্রচেষ্টায় কৃষকদের মাঝে সেচযন্ত্র বিতরণ করেছে। এক্ষেত্রে

বিআরডিবি কৃষকদের সংগঠিত করার মাধ্যমে সেচযন্ত্র গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে বিএডিসি ও ব্যাংকের মধ্যে সংযোগের সাথে সাথে মাঠপর্যায়ের সেচযন্ত্রের পরিচালনায় মূল অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে।

ব্যাংক ও বিআরডিবি'র যৌথ চুক্তির মাধ্যমে সম্পাদিত ব্যাংকিং পরিকল্পনা মোতাবেক বিআরডিবি নিয়ন্ত্রিত ইউসিসিএ গুলোতে ব্যাংক সেচযন্ত্র খাতে মেয়াদী ঋণ বিনিয়োগ করে। বিতরণকৃত সেচযন্ত্রের মাধ্যমে বিআরডিবি দেশের বিপুল পরিমাণ এলাকা চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসে। আশি ও নব্বই দশকে বিআরডিবি সেচযন্ত্র ঋণের মাধ্যমে সমবায়ী কৃষকদের সেচযন্ত্র বিতরণ করে কৃষি উৎপাদনে বিপ্লব ঘটায়।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের শুরুর দিকে সরকার বেসরকারি খাতকে গতিশীল করার লক্ষ্যে সেচযন্ত্র বাজারজাতকরণ বেসরকারি খাতের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। এর ফলে বিআরডিবি-বিএডিসি-ব্যাংক এর সম্মিলিত উদ্যোগে সেচযন্ত্র বিতরণ কার্যক্রম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হওয়ায় বিআরডিবি'র সেচযন্ত্র বিতরণ কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে পড়ে। জুন, ২০১৭ পর্যন্ত সেচ সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমের আওতায় বিআরডিবি মোট ৩৫৫২৮৮ টি সেচযন্ত্র বিতরণ করে। বিতরণকৃত সেচযন্ত্রের মধ্যে গভীর নলকূপ ১৮৩৬০ টি, অগভীর নলকূপ ৪৪৫২৩ টি, শক্তিচালিত পাম্প ১৯৪০৫টি এবং হস্তচালিত পাম্প ২৭৩০০০ টি। এছাড়া সেচযন্ত্র খাতে মোট বিরণকৃত ঋণের পরিমাণ ২১০৭৮.৩৭ কোটি টাকা।

বিআরডিবি'র মাধ্যমে বিতরণকৃত সেচযন্ত্রসমূহ দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে অনেক নলকূপ অকেজো হয়ে যায়। ফলে অকেজো নলকূপের মধ্যে মেরামতযোগ্য নলকূপগুলোকে সচল করার লক্ষ্য বিআরডিবি বিগত ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ 'সেচ সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২০টি জেলার ৬১ টি উপজেলায় বিআরডিবিভূক্ত ৫২৪ টি অচল/অকেজো কিন্তু মেরামত যোগ্য গভীর নলকূপ মেরামত করে সচলকরণ ও সেচ এলাকা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে দারিদ্র্য বিমোচন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় মোট সচলকৃত গভীর নলকূপের সংখ্যা ৩৩৪ টি।

বিতরণকৃত সেচযন্ত্রের ধরণ

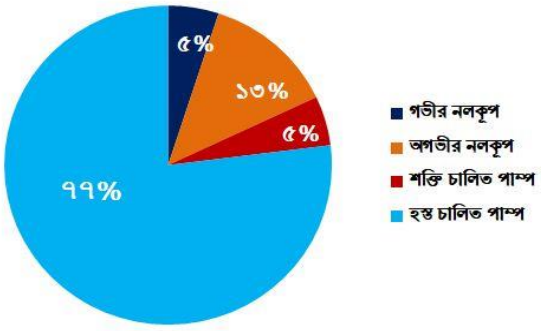

১২. পরিকল্পনা বিভাগ

সৈয়দ মজিবুল হক
পরিচালক (পরিকল্পনা)

পরিকল্পনা বিভাগের মাধ্যমে বিআরডিবি'র ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ও প্রকল্প/কর্মসূচির প্রস্তাবনা তৈরি, চলমান প্রকল্পসমূহের যথাযথ পরিবীক্ষণ, গবেষণা ও মূল্যায়ন করা, আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সকল প্রকার ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ/মেরামত/সংস্কার সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়। বিভাগের অধীন ২টি অনুবিভাগ ও ৫টি শাখা রয়েছে। অনুবিভাগ ২টি হলোঃ (১) গবেষণা, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগ ও (২) পরিকল্পনা অনুবিভাগ। বিভাগের আওতায় শাখা ৫টি হলো (ক) পরিকল্পনা শাখা (খ) গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা (গ) পরিবীক্ষণ শাখা (ঘ) প্রোগ্রামিং শাখা ও (ঙ) নির্মাণ শাখা। বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পরিচালক (পরিকল্পনা) এবং ২টি অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন দুইজন যুগ্মপরিচালক। শাখাসমূহের প্রধান হিসেবে উপপরিচালকগণ দায়িত্ব পালন করেন। উপপরিচালকদের সহায়তা করার জন্য প্রতিটি শাখায় রয়েছে সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ। পরিকল্পনা বিভাগের শাখা ভিত্তিক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

১২.১ পরিকল্পনা শাখা

রূপকল্প ও সমসাময়িক উন্নয়ন নীতি ও কৌশলের সাথে সংগতি রেখে বিআরডিবি'র প্রাতিষ্ঠানিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এ শাখার প্রধান কাজ। এ কর্মধারার প্রধান অংশ হচ্ছে-

- উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি, টিপিপি, আরডিপিপি, আরটিপিপি, পিডিপিপি ও প্রকল্প সারসংক্ষেপ প্রণয়ন ও প্রণীত প্রস্তাবসমূহ প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিভাগ বা কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয়সাধন;
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি), সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) ও মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ও সমন্বয়;
- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাথে বিআরডিবি'র বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির খসড়া প্রণয়ন ও চুড়ান্তকরণ;
- মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, ইআরডি, উন্নয়ন সংস্থা ও সহযোগী দেশের প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়;
- সরকারের চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে (যেমন-আইন, বিধি, নীতিমালা ইত্যাদি) মতামত প্রদান।

২০১৭-১৮ বছরে অনুমোদন পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদ	বরাদ্দ	প্রকল্পের এলাকা
১	পল্লী উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে বিআরডিবি'র নবজাগরণ প্রকল্প	(জুলাই,২০১৮ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত)	৩৬৬০০২.৬১ (লক্ষ টাকা)	বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার ৪৯৪ টি উপজেলাধীন দরিদ্র প্রবণ অঞ্চল।
২	লালমনিরহাট, নীলফামারী,কুড়িগ্রাম ও পঞ্চগড় জেলার দরিদ্রদের জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প	(জুলাই,২০১৮ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত)	৯৩৮২.১৪ (লক্ষ টাকা)	রংপুর বিভাগের ০৪ টি জেলার ০৮টি উপজেলা
৩	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ	(জুলাই,২০১৮ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত)	২০৬৩৫.০৫ (লক্ষ টাকা)	বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার ২৫৬ টি উপজেলা
৪	মহিলা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট,টাংগাইল এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রকল্প।	(জুলাই,২০১৮ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত)	৪২৩৮.১০ (লক্ষ টাকা)	মহিলা প্রশিক্ষন ইনস্টিটিউট,দেওলা,টাংগাইল সদর, টাংগাইল।
৫	বিআরডিবি জোরদার ও ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প	(জুলাই,২০১৮ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত)	৫৯৩৭৪.৪৪ (লক্ষ টাকা)	বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার ৪৯৪ টি উপজেলাধীন দরিদ্র প্রবণ অঞ্চল।
৬	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়	(জুলাই,২০১৮ হতে জুন ২০২৩পর্যন্ত)	১৫৮১৮৯.২১ (লক্ষ টাকা)	৮টি বিভাগের ৪৮টি জেলার ২২২ টি উপজেলা
৭	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)-২য় পর্যায়	(জুলাই,২০১৮ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত)	৭২৫৮৪.০০ (লক্ষ টাকা)	খুলনা,বরিশাল,চট্টগ্রাম,ঢাকা, ময়মনসিংহ বিভাগের ২৭ টি জেলার ও ১২০ টি উপজেলা।
৮	বিআরডিটিআই'র শক্তিশালী ও আধুনিকায়ন প্রকল্প	(জুলাই,২০১৮ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত)	৪৭৩৪.০৪ (লক্ষ টাকা)	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই),খাদিমনগর,সিলেট।

১২.২ গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের পরিকল্পনা বিভাগের গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখার কার্যক্রম ও দায়িত্ব অতিব গুরুত্বপূর্ণ। এ শাখার প্রধান কাজ হল বিআরডিবির বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির কার্যক্রম মূল্যায়ন, গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও বিআরডিবি'র বার্ষিক প্রতিবেদন (বাংলা ও ইংরেজী) প্রকাশ। গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা কর্তৃক নিয়মিতভাবে যে সকল উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম করে থাকে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

- বিআরডিবির বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির কার্যক্রম মূল্যায়ন;
- বিআরডিবির কর্মকান্ড ভিত্তিক ছোট পরিসরে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
- বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত, সম্পাদনা ও প্রকাশ;
- জাতীয় সংসদে বছরের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে অন্তভুক্তির জন্য বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর তথ্য প্রেরণ;
- সরকারের সাফল্যের বিআরডিবি অংশের তথ্য প্রেরণ;
- অর্থনৈতিক সমীক্ষার তথ্য প্রেরণ;
- মন্ত্রণালয়ের কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনের তথ্য প্রেরণ;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক সময়ে সময়ে যাচিত তথ্য প্রেরণ;
- KOICA - বিআরডিবির সহযোগিতামূলক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়নে সহায়তা।

১২.২.১ লাইব্রেরি

বিআরডিবির লাইব্রেরি গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। লাইব্রেরির কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- পল্লী উন্নয়নসহ বিভিন্ন প্রকার বই-পুস্তক, জার্নাল, প্রতিবেদন ও অন্যান্য পাঠোপকরণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ;
- বিভাগীয় পাঠকসহ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকদের গ্রন্থাগার সেবা প্রদান;
- বিআরডিবির বার্ষিক প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রকাশনা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থাসমূহে প্রেরণ।

* লাইব্রেরী শাখার বই এর তালিকা নিম্নরূপ

ক্রঃ নং	বই এর ধরণ	সংখ্যা	ক্রঃ নং	বই এর ধরণ	সংখ্যা
১	বিআরডিবি'র প্রকাশনা	১৩৪	১০	আইন	১২০
২	বোর্ড কর্তৃক প্রকাশনা	২৪৪	১১	সমবায়	১৯০
৩	কৃষি	৩৪৮	১২	পরিসংখ্যান	২০৮
৪	কম্পিউটার	৬০২	১৩	চাকুরীবিধি/ আইন	১১৫
৫	অর্থনীতি	৮৪৮	১৪	টেকনোলজি	১১৬
৬	ইতিহাস	২০৭	১৫	ধর্ম	৮০
৭	সাহিত্য	১০৫	১৬	বিবিধ	৭৮২
৮	মুক্তযুদ্ধ	৯৫		**মোট**	**৪৫৮২**
৯	গবেষনা	৪৮৮			

১২.৩ পরিবীক্ষণ শাখা

- বিআরডিবি'র সার্বিক কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;
- বিআরডিবি'র কার্যক্রমের তথ্য সম্বলিত নিয়মিত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সংরক্ষণ;
- বিআরডিবি'র কার্যক্রমের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিতকরণে কর্তৃপক্ষকে তথ্য সহায়তা প্রদান;
- নির্ধারিত ফরম্যাট ও সময়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক যাচিত প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করা;
- এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের সার্বিক অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও পর্যালোচনা সভা আয়োজন।

মনিটরিং নেটওয়ার্ক

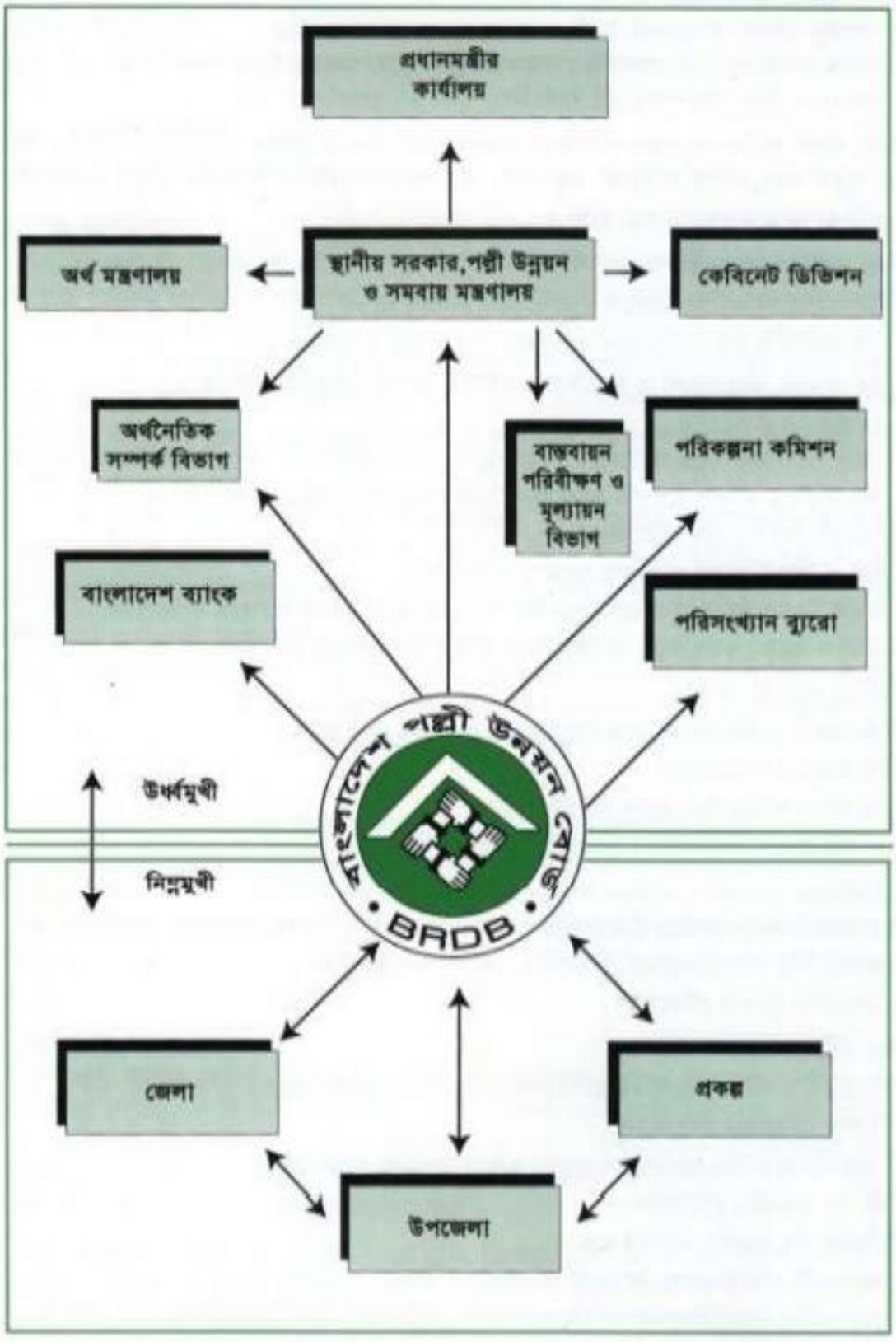
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
অর্থ মন্ত্রণালয়
কেবিনেট ডিভিশন
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন
বাংলাদেশ ব্যাংক
পরিসংখ্যান ব্যুরো
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
BRDB
ঊর্ধ্বমুখী
নিম্নমুখী
জেলা
প্রকল্প
উপজেলা

১২.৪ প্রোগ্রামিং শাখা

- সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ঘোষণার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিআরডিবি'র তথ্য প্রযুক্তি কার্যক্রম পরিচালনা;
- এমআইএস ব্যাবস্থাপনার মাধ্যমে বিআরডিবি'র কার্যক্রমের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য পরিবীক্ষণ শাখাসহ সংশ্লিষ্ঠ দপ্তরসমূহকে সরবরাহ করা;
- তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা (হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, মানব সম্পদ) ;
- National web Portal এর আওতায় বিআরডিবি'র ওয়েবসাইট (Interactive) ব্যবস্থাপনা;
- সার্ভিস ইনোভেশনের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- বিআরডিবি'র তথ্য প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন।
- বিআরডিবি'র কম্পিউটার ক্রয় ও ব্যবস্থাপনা
- APA, NIS সহ বিভিন্ন সময়ে চাহিত তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কিত রির্পোট প্রদান

১২.৫ নির্মাণ শাখা

- বিআরডিবি'র রাজস্ব বাজেট ও উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে সকল ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন;
- ভবিষ্যত প্রকল্পসমূহের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত নক্সা প্রস্তুত ও ব্যয় প্রাক্কলন।
- নির্মাণ শাখা ২০১৭-২০১৮ বছরে কার্যক্রমের বিবরণ

ক্রঃ নং	রাজস্ব/প্রকল্প/ কর্মসূচির নাম	সম্পাদিত/চলমান কাজের নাম	অগ্রগতি% হার
ক)	**রাজস্ব বাজেট**		
১		মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলা পল্লী ভবন মেরামত/সংস্কার কাজ।	১০০%
২		রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলা পল্লী ভবন মেরামত/সংস্কার কাজ।	১০০%
৩		টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলা পল্লী ভবন মেরামত/সংস্কার কাজ।	১০০%
৪		চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচর উপজেলা পল্লী ভবন মেরামত/সংস্কার কাজ।	১০০%
৫		চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলা পল্লী ভবন মেরামত/সংস্কার কাজ।	১০০%
৬		নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা পল্লী ভবন মেরামত/সংস্কার কাজ।	১০০%
৭		বাগেরহাট জেলার শরণখোলা উপজেলা পল্লী ভবন মেরামত/সংস্কার কাজ।	১০০%
৮		বরিশাল জেলার মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলা পল্লী ভবন মেরামত/সংস্কার কাজ।	১০০%
৯		বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলা পল্লী ভবন মেরামত/সংস্কার কাজ।	১০০%
১০		মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গার উপজেলা পল্লী ভবন মেরামত/সংস্কার কাজ।	১০০%
১১		নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলা পল্লী ভবন মেরামত/সংস্কার কাজ।	১০০%
১২		কিশোরগঞ্জ জেলার কোটিয়াদি উপজেলা পল্লী ভবন মেরামত/সংস্কার কাজ।	১০০%
১৩		পল্লীকানন জামে মসজিদ,বাউন্ডারী,রাস্তা, অতিথি কক্ষ টাইল্স ও বাথরুম মেরামত/সংস্কার কাজ।	১০০%
১৪		বিআরডিবি পরিচালক (প্রশাসন/পরিকল্পনা) যুগ্মপরিচালক (অর্থ ও হিসাব এবং নীচতলা কক্ষ নং ১০৮-১১১ মেরামত/সংস্কার কাজ।	১০০%
১৫		পল্লী ভবণের সম্মুখে গাড়ী রাখার প্রবেশ পথে নতুন এসএস পাইপ কলাপসিবল গেট মেরামত/সংস্কার কাজ।	১০০%
খ)	**বিআরডিটিআই,সিলেট এর রাজস্ব বাজেটঃ**		
১		বিআরডিটিআই এর ৩ নং হোস্টেল ভবন মেরামত/সংস্কার কাজ।	১০০%
২		বিআরডিটিআই এর প্রশাসনিক ভবণ এর বাইরে রং করন ও ভবন মেরামত/সংস্কার কাজ।	১০০%

১২.৬ বিআরডিবি ও আইসিটি

২০০৯ সালে জাতীয় দারিদ্র্য হার হ্রাস কৌশলপত্রে (NSAPR) বাংলাদেশের উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্বপ্রাপ্ত অনুঘটক হলো আইসিটি। পল্লী এলাকার অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে আইসিটিকে অন্যতম সহায়ক (Tool) হিসেবে গণ্য করে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার ক্ষেত্রে 'ভিশন-২০২১' ও 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর কর্ম-পরিকল্পনাসমূহ বিবেচনায় নিয়ে বিআরডিবি'র উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। সেবা প্রদান পদ্ধতির উন্নয়নসাধনের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস ও পল্লী এলাকায় বসবাসরত পুরুষ ও মহিলাদের ভাগ্যোন্নয়নে বিআরডিবি আইসিটিকে অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে। পল্লী এলাকার তৃণমূল পর্যায়ের নেতৃত্বের বিকাশে উৎসাহ প্রদান এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দারিদ্র্য হ্রাসের ক্ষেত্রে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর কৌশলপত্র অনুযায়ী বিআরডিবি'র কর্মকাণ্ডে আইসিটির প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য। ২০১০ সালে বিআরডিবি'র আইসিটি সেল গঠন করা হয়, বিগত অক্টোবর ২০১৭ সালে আইসিটি সেলের কার্যক্রম শুরু হয়, প্রোগ্রামিং শাখার মাধ্যমে এ সেলের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ সেল সরকারের আইসিটি নীতিমালা-২০১৫ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিআরডিবি'র আইসিটি নীতি, কৌশল ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে সহায়তা করে থাকে।

৩.১২.১ বিআরডিবি'র উন্নয়ন প্রচেষ্টায় আইসিটির প্রভাব

এটা প্রত্যাশিত যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর ভিশনসমূহ বাস্তবায়িত হলে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। ফলে দেশের সকল নাগরিক সমতা ভিত্তিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমভাবে ক্ষমতাবান হতে পারবে। বিআরডিবি'র আইসিটি নীতির কারণে পল্লী এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সকল উদ্যোগে আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছে। ফলে বিআরডিবি দ্রুত, কম খরচে এবং কম ভিজিটে গুণগতমানের সেবা প্রদানের মাধ্যমে পল্লী এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার গুণগত মানে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে।

৩.১২.২ ডিজিটাল বিআরডিবি'র কৌশলগত অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রসমূহ ও অগ্রগতি

(ক) আইসিটি প্রশিক্ষণ

বিআরডিবি কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের আইসিটি প্রশিক্ষণের বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করে আসছে। ২০১৭-২০১৮অর্থবছরে ১২০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারিকে কম্পিউটার ব্যবহার, ৪০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারিকে ই-ফাইল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ২৫০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারিকে বাংলা ইউনিকোড ও নিকষ ফন্ট ব্যবহার এবং বিভিন্ন মৌলিক প্রশিক্ষণে ২০৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারিকে আইসিটি (কম্পিউটার পরিচালনা) বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় সুবিধাভোগীদের কম্পিউটার পরিচালনা, মোবাইল ও কম্পিউটার মেরামত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(খ) ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ও টোল ফ্রি আইপি টেলিফোন সংযোগ

বিআরডিবি'র সদরদপ্তরে ওয়াই-ফাই (Wi-Fi) প্রযুক্তির সুবিধাসহ ৬০ এমবিপিএস গতি সম্পন্ন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ চালু এবং সকল জেলা ও উপজেলাদপ্তরে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ চালু করা হয়েছে। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর/সংস্থার সাথে সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ০৩ টি টোল ফ্রি আইপি টেলিফোন সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।

(গ) ওয়েবসাইট ও ই-মেইল

বিআরডিবি'র সকল কার্যক্রম জনসম্মুখে প্রকাশের প্লাটফর্ম হিসেবে National Web portal এর আওতায় একটি Interactive ওয়েবসাইট (www.brdb.gov.bd) চালু আছে। দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল প্রকার মৌলিক তথ্য, বিআরডিবি'র কার্যক্রম ও নাগরিক সেবা সংক্রান্ত তথ্য, দাপ্তরিক সংবাদ ও অফিস আদেশসমূহ, প্রয়োজনীয় ফরম, প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালা ইত্যাদি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া, বিআরডিবি'র ৪৮৯টি উপজেলা ও ৬৪টি জেলাদপ্তরের ওয়েব পোর্টাল ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টালে যুক্ত করা হয়েছে। সহজ ইলেকট্রনিক যোগাযোগের লক্ষ্যে বিআরডিবি'র সদরদপ্তর, জেলা ও উপজেলা দপ্তরসমূহের জন্য ৭৫০টি অফিসিয়াল ওয়েবমেইল (যেমন: ddprog.brdb.gov.bd) ব্যবহার করা হচ্ছে। যেকোন স্থান থেকে বিআরডিবি'র কার্যক্রম বিষয়ে বা অন্য যে কোন বিষয়ে জানা বা মতামত প্রদানের জন্য ওয়েব সাইটে কমেন্ট বক্স যুক্ত করা হয়েছে। বিআরডিবি'র ওয়েবসাইটে বার্ষিক ভিজিটরের সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ।

বিআরডিবি ওয়েবসাইটের হোম পেজ

(ঘ) পিডিএস

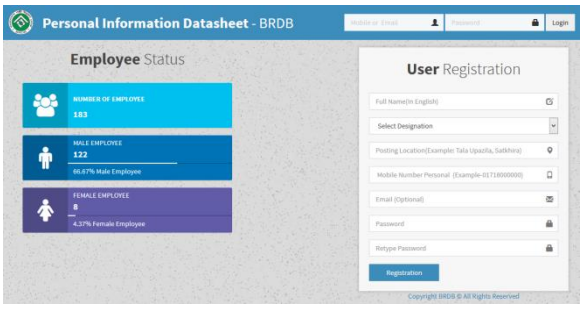

বিআরডিবি'র কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের চাকরিকালীন সকল রেকর্ড সংরক্ষণের লক্ষ্যে অনলাইন ভিত্তিক পিডিএস সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। একজন কর্মকর্তা/কর্মচারির চাকরি সংক্রান্ত রেকর্ড বুক হিসেবে পিডিএস কাজ করবে। কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের অনলাইন সফটওয়্যারে রেজিস্ট্রেশন আবেদন ও সফটওয়্যারের Administrator কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে এ সফটওয়্যারে প্রবেশ (Access) করা এবং ব্যক্তিগত/চাকরি সংক্রান্ত তথ্য এন্ট্রি করা যায়। এ পর্যন্ত ২৩৯৮ কর্মকর্তা/কর্মচারী পিডিএস সম্পূর্ন হয়েছে। উল্লেখ্য পিডিএস সফটওয়্যারের অধিকতর উন্নয়ন কাজ অব্যাহত রয়েছে।

(ঙ) এমআইএস

অনলাইন এমআইএস সফটওয়্যার ব্যবহার করে বিআরডিবি'র এমআইএস রির্পোটিং ব্যবস্থা প্রবর্তণ করা হয়েছে। এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায় থেকে অনলাইন এন্ট্রিকৃত ডাটা সদরদপ্তরে প্রক্রিয়াকরণ এবং আউট সোর্সিং সার্ভারে এ ডাটা সংরক্ষণ করা হয়। উল্লেখ্য এমআইএস সফটওয়্যারের অধিকতর উন্নয়ন কাজ অব্যাহত আছে।

(চ) সার্ভিস প্রোফাইল বুক

বিআরডিবি'র সকল সেবা সম্পর্কে জানতে সার্ভিস প্রোফাইল বুক তৈরি করা হয়েছে। এতে বিআরডিবি'র প্রোফাইল, নাগরিক সেবাসমূহের পরিচিতি ও সেবা প্রদান পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। ওয়েবসাইটের http://brdb.gov.bd/images/Demo/book no ১৭ brdb.pdf লিংকে বিআরডিবি'র সার্ভিস প্রোফাইল বুক এর সফটকপি পাওয়া যায়। এই লিংকে গিয়ে যে কেউ বিআরডিবি'র সেবাসমূহ ও সেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারেন এবং কর্মস্থলে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে কর্মকর্তা/কর্মচারিগন এ লিংকের সাহায্য নিতে পারেন।

(ছ) সেবা প্রদান পদ্ধতি সহজিকরণ (SPS)

তথ্য ও প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দ্রুত, কম খরচে এবং কম যাতায়াতে (Visit) নাগরিক সেবা সরবরাহ করার লক্ষ্যে বিআরডিবি সেবা প্রদান পদ্ধতি সহজিকরণে কাজ করে আসছে। সেবা প্রদানে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় ইতোমধ্যে কর্মকর্তাগণ সেবা পদ্ধতি সহজিকরণে বেশ কিছু উদ্ভাবনী আইডিয়া (Idea) তৈরি করেছেন। এগুলোর মধ্যে 'ঋণ বিতরণ সহজিকরণ' আইডিয়াটি প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করে বিদ্যমান ঋণ বিতরণ পদ্ধতিকে সহজ করে দ্রুত, কম খরচে এবং কম যাতায়াতে (TCV) ঋণ বিতরণ পদ্ধতি প্রবর্তণের জন্য কাজ চলছে। তাছাড়া পেনশন সেবা সহজীকরণীয় পদ্ধতিও হাতে নেয়া হয়েছে।

(জ) নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন

সিভিল সার্ভিস ইন ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশান-২০১৬ এ সফল ইনোভেশান আইডিয়া বাস্তবায়ন স্বীকৃতি সনদ গ্রহণ করছেন ইউআরডিও সিংগাইর, মানিকগঞ্জ

মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ ও এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি ও উদ্ভাবনী সংস্কৃতিকে উৎসাহ প্রদানে বিআরডিবি'র উদ্যোগ প্রশংসনীয়। নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের জন্য বিআরডিবি'র ক্রমপুঞ্জিত প্রায় ১০০ জন কর্মকর্তাকে এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় 'নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন', মেন্টরিং ও ToT প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দের গৃহীত মোট ১২ টির মধ্যে ০৩টি ইনোভেশন আইডিয়া ০৩টি উপজেলায় পাইলটিং চলছে। মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী বিআরডিবি'র সদরদপ্তরে ইনোভেশন কমিটি গঠন করা হয়েছে। গঠিত কমিটি কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের ইনোভেশন আইডিয়া গ্রহণে উৎসাহ প্রদান করে থাকে।

(ঝ) মাইক্রোফাইন্যান্স সফটওয়্যার (MFS)

বিআরডিবি'র বাস্তবায়নাধীন ইরেসপো প্রকল্পে MFS প্রবর্তণ করা হয়েছে। এটি মূলত সদস্যদের ডাটাবেইজ, MIS and AIS সমন্বিত সফটওয়্যার যার মাধ্যমে সদস্যদের তথ্য, সঞ্চয় ও ঋণের তথ্য এবং যাবতীয় হিসাব সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়। বিআরডিবি এ সফটওয়্যারটিকে মূল কর্মসূচিসহ অন্যান্য প্রকল্পে চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

(ঞ) সোস্যাল মিডিয়ার ব্যবহার

উদ্ভাবনী উপায়ে কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিআরডিবি কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের উদ্ভাবনী আইডিয়া সৃর্জন ও তা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি (Share) করার জন্য সোস্যাল মিডিয়ার ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করে থাকে। সোস্যাল মিডিয়া 'ফেসবুক' জীবনের অনেক ক্ষেত্রে ও নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনের অন্যতম অবলম্বন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বিআরডিবি'র অফিসিয়াল গ্রুপ পেজ facebook.com/groups/brdb.gov নাগরিক সমাজ ও কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের মধ্যে চিন্তাভাবনার ভাগাভাগিতে (Sharing) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এতে করে বিআরডিবি'র নাগরিক সেবাসমূহ স্বল্প সময়ে, অল্প খরচে এবং কম যাতায়াতে সরবরাহ করা সম্ভব **হচ্ছে। বিআরডিবি'র ৪৭৯ উপজেলা ও ৬৪ টি জেলাদপ্তরের 'ফেসবুক পেজ' খোলা হয়েছে।** সকল উপজেলা ও জেলাদপ্তর এবং বিআরডিবি'র কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ অফিসিয়াল গ্রুপ পেজ এ যুক্ত আছেন। দেশের যে কোন নাগরিক 'ফেসবুক পেজ' এ যুক্ত হতে পারেন।

(ট) ই-ফাইল (নথি) ব্যবস্থাপনা

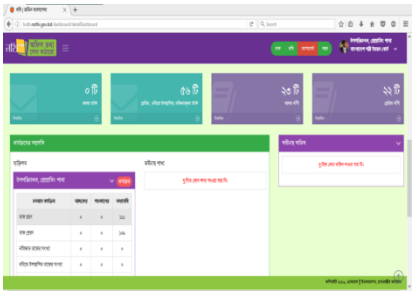

সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মস্থলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে বিআরডিবি এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় সদরদপ্তরে ই-ফাইলিং কার্যক্রম শুরু করেছে। ফাইলে লাল ফিতার দৌরাত্ন কমানোর লক্ষ্যে কাগজের কম ব্যবহারের (less paper not paper less) মাধ্যমে সেবাগ্রহিতা বান্ধব অফিস তৈরি করা ই-ফাইল এর অন্যতম উদ্দেশ্য। সদরদপ্তরের সকল বিভাগের সকল শাখয় ই-ফাইল ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

(ঠ) কর্পোরেট মোবাইল সীম ও ফিল্ডফোর্স লোকেটর সফটওয়্যার ব্যবহার

সদরদপ্তর, জেলাদপ্তর ও উপজেলা দপ্তর সমূহের মধ্যে টেলিফোন নেটওয়ার্ক সচল রয়েছে। কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের মধ্যে আন্ত:যোগাযোগ ও সুবিধাভোগীদের সাথে নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রক্ষার জন্য ২০১৭-২০১৮অর্থবছরে সদরদপ্তর ও মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের মধ্যে ২২৫০টি কর্পোরেট মোবাইল সিম সরবরাহ করা হয়েছে। মোবাইল অপারেটর বাংলালিংক এর সহযোগিতায় কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের অবস্থান জানার মাধ্যমে মাঠ কার্যক্রম অনুসরণের জন্য ফিল্ডফোর্স লোকেটর সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে।

(ড) ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম

সদরদপ্তরে স্থাপিত ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেমের মাধ্যমে উপজেলা ও জেলাদপ্তর এবং প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটগুলোর সাথে যুক্ত হওয়া যায়। সদরদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনা, মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে আলোচনা, জেলাদপ্তরসমূহের মাসিক সমন্বয় সভায় যুক্ত হওয়া এবং পল্লী এলাকার সুবিধাভোগীদের সাথে মত বিনিময় ইত্যাদি ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সদরদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে যুক্ত হয়ে তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধানের নির্দেশনা পাচ্ছেন। বিআরডিবি'র মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে এটা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। সম্প্রতি সদরদপ্তর থেকে সরাসরি ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে পল্লী এলাকায় বসবাসরত বিআরডিবি'র সুবিধাভোগীদের সাথে মত বিনিময় ও প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(ত) ডিজিটাল হাজিরা ব্যবস্থাপনা ও সিসি ক্যামেরা স্থাপন

সদরদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের সময়মতো অফিসে হাজিরা ও প্রস্থান নিশ্চিতকল্পে সম্প্রতি ফিংগার প্রিন্ট মেশিনে ডিজিটালাইজড হাজিরা ব্যবস্থা প্রবর্তণ করা হয়েছে। এছাড়া সদরদপ্তরের নিরাপত্তা, কর্মকর্তা/কর্মচারি ও সদরদপ্তরে আগত সেবাগ্রহিতা/অতিথিদের গতিবিধি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষেণ করার জন্য প্রবেশ দ্বারসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ফ্লোর, করিডোর ও শাখায় সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

(থ) **ই-বুলেটিন প্রকাশ:** সদরদপ্তরের জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক বুলেটিন ওয়েবসাইটে ই-বুলেটিন হিসেবে প্রকাশ করা হয়। এতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান/কর্মকান্ডের প্রতিবেদন, কার্যক্রমভিত্তিক সংবাদ, কর্মক্ষেত্রে কর্মকর্তাবৃন্দের সাফল্য ও স্বীকৃতি, সুবিধাভোগীদের সাফল্য কথা এবং পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণাপত্র/লেখাসমূহ প্রকাশ করা হয়।

১২.৭ বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূল্যায়নঃ

সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন গবেষণা সংস্থা ও দল কর্তৃক বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূল্যায়ন করা হয়েছে। বিগত দশ বছরে বিআরডিবি'র সামগ্রিক কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন ও সমীক্ষায় প্রাপ্ত কিছু ফলাফল/মতামত নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	সমীক্ষার বিবরণ	প্রাপ্ত ফলাফল/মতামত
১	সমীক্ষার নাম: পজীপ এর অভিঘাত নিরূপণ (Impact study)। গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএমইডি সময়: ২০০৬	(১) সরকারের 'দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল পত্র' এর লক্ষ্য অর্জনে পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ) বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। প্রকল্পটির কার্যক্রম সারা দেশে বিস্তৃত করার বিষয়টি সরকারের বিবেচনা করা উচিত। (২) প্রকল্পের মাধ্যমে উপকারভোগীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে।
২	সমীক্ষার নাম: বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: বিআইডিএস সময়: ২০১০	(১) বিআরডিবি সুবিধাভোগীদের দারিদ্র্য বিমোচনে সফলভাবে সহযোগিতা করে আসছে। বিআরডিবি'র কর্ম এলাকায় দারিদ্র্যের হার ১১% যা কর্ম এলাকা বহির্ভূত তথা জাতীয় গড়ের চেয়ে কম। (২) জিডিপিতে বিআরডিবি'র অবদান (১.৯৩%)। (৩) বিআরডিবি সুবিধাভোগীদের সম্পদ আহরণে সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নত জীবনযাত্রা এবং নারী ক্ষমতায়নে সহযোগিতা করছে।
৩	সমীক্ষার নাম: 'দ্বি-স্তর' সমবায় ব্যবস্থার মূল্যায়ন। গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএআরডি সময়: ২০১০	(১) সত্তর থেকে আশির দশকে টিসিসিএ ও কেএসএস এর মাধ্যমে ঋণ ও কৃষি উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিআরডিবি'র অবদান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।
৪	সমীক্ষার নাম: জনসেবার মানোন্নয়নে পিআরডিপি-২ প্রকল্পের অভিঘাত নিরূপণ। গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএমইডি সময়: ২০১০	(১) জনসেবার স্বার্থে সরকারি/বেসরকারি সংস্থাসমূহের সেবার মান বৃদ্ধিতে পিআরডিপি-২ প্রকল্পটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। (২) হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদানে জনগণকে উৎসাহী করতে জোরালো ভূমিকা পালন করছে। (৩) ইউনিয়ন পরিষদের উন্মুক্ত বাজেট সভানুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
৫	সমীক্ষার নাম: পিইপি এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন। গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএমইডি সময়: ২০১১	(১) জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ৭৩% উপকারভোগী উন্নত ও নতুন পেশায় সম্পৃক্ত হয়েছেন; (২) সুবিধাভোগীদের সম্পদ ১৪% থেকে ৬২%এ উন্নীত হয়েছে, বার্ষিক আয় ৬০০% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার ৫% থেকে ৯৯% এ উন্নীত হয়েছে।
৬	সমীক্ষার নাম: সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির অভিঘাত নিরূপণ। গবেষণা প্রতিষ্ঠান: স্টারলিং ইউনির্ভাসিটি, ইউকে। সময়: ২০১১।	(১) সুবিধাভোগীদের দারিদ্র্য দূরীকরণে আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে বিআরডিবি স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করে যাচ্ছে; (২) ভূমিহীনদের তুলনায় প্রান্তিক কৃষক সম্প্রদায় বিআরডিবি'র ঋণ সুবিধা বেশি পাওয়ায় কৃষি উন্নয়নে বিআরডিবি'র প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে, (৩) নেতৃত্ব বিকাশে বিআরডিবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করায় সমাজ উন্নয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জন অংশগ্রহণের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে; (৪) অন্যান্য সংস্থার তুলনায় বিআরডিবি'র সুবিধাভোগীগণ ক্ষুদ্রঋণের টাকা অধিক হারে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ করে থাকে।
৭	সমীক্ষার নাম: পিআরডিপি-২ এর অন্তর্বর্তী মূল্যায়ন। গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আরডিসিডি মূল্যায়ন দল। সময়: ২০১২	(১) প্রকল্পের প্রশিক্ষণ, গ্রাম কমিটি সভা ও ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভার মাধ্যমে কর্মএলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে; (২) বিআরডিবি'র কর্ম এলাকার জনগণ কর্ম এলাকার বাইরের জনগণের চেয়ে অধিক পরিমানে সরকারি/বেসরকারি সেবা সংস্থার সেবা পেয়েছে; (৩) গ্রামবাসী, সরকারি/বেসরকারি সেবা সংস্থা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হওয়ায় সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম সহজেই বাস্তবায়িত হচ্ছে।
৮	সমীক্ষার নাম: পজীপ ২য় পর্যায় এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন। গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আরডিসিডি মূল্যায়ন দল। সময়: ২০১৫	(১) প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অপেক্ষাকৃত ভালো। বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে ঋণের ব্যবহার সঠিকভাবে করা হয়েছে, নিজস্ব পুঁজি গঠনে (শেয়ার ও সঞ্চয়), সদস্যবৃন্দ উদ্বুদ্ধ হয়েছে, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণ, সামাজিক সচেতনতামূলক কাজে সদস্যবৃন্দ উপকৃত হয়েছে বলে পরিলক্ষিত হয়। (২) প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপকারভোগীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। (৩) দেশের সার্বিক উন্নয়নে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে হলে এ প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান থাকা প্রয়োজন।

মোঃ ইসমাইল হোসেন
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)

১৩ প্রশিক্ষণ বিভাগ

প্রশিক্ষণ বিভাগ যুগোপযুগী মানব সম্পদ তৈরির জন্য বিআরডিবি'র সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিসহ মাঠ পর্যায়ের উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ আয়োজনের লক্ষ্যে বাজেট প্রণয়নসহ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা/নির্দেশনা দিয়ে থাকে। এছাড়া বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত কর্মকতা মনোনয়ন ও এ সম্পর্কিত দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদন এবং বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক সেমিনার ও কর্মশালা এ বিভাগ কর্তৃক আয়োজন করা হয়। পরিচালক (প্রশিক্ষণ) এর নেতৃত্বে এ বিভাগ পরিচালিত হয়। পরিচালককে সহায়তা করার জন্য রয়েছে একজন উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ। বিআরডিবি'র আওতায় বর্তমানে তিনটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ২০১৭-২০১৮অর্থবছরে প্রশিক্ষণ বিভাগের তত্বাবধানে পরিচালিত প্রশিক্ষণ তথ্য নিম্নরুপঃ

ক) বিআরডিবিভুক্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান

ক্রঃনং	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রশিক্ষনের ধরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
			২০১৭-১৮	ক্রমপুঞ্জিত
১	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনিষ্টটিউট (বিআরডিটিআই)	দক্ষতা উন্নয়ন	৪৪৯৫	৮৯৯৩২
২	নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনিষ্টটিউট (এনআরডিটিআই)	দক্ষতা উন্নয়ন	৪৫০	৬৩৩০
৩	টাঙ্গাইল মহিলা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এলএমটিসি)	দক্ষতা উন্নয়ন	৩৩২	৯৬২৬
	মোট		**৫২৭৭**	**১০৫৮৮৮**

খ) বিআরডিবি বহিভুত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রশিক্ষণের ধরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
			২০১৭-১৮	**ক্রমপুঞ্জিত**
১	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে (বার্ড) Bangladesh Academy of Rural Development (BARD)	বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক	১৭ জন	
২	আঞ্চলিকলোকপ্রশাসনকেন্দ্র Regional Public Administration Training centre (RPATC)	বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক	৯ জন	
৩	বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন সমিতি Bangladesh Society for training and Development (BSTD)	বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক	২৩ জন	
৪	বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র Bangladesh Public Administration Training centre (BPATC)	বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক	১ জন	
৫	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট Bangladesh Institute of Management (BIM)	বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক	৬ জন	
৬	বিজেম এ প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী সংখ্যা ও অন্যান্য	বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক	৩ জন	
	মোট		**৬৩ জন**	

গ) বিআরডিবি সদর দপ্তরের প্রশিক্ষণ

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণের ধরণ	ব্যাচ সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
			২০১৭-১৮	ক্রমপুঞ্জিত
১	ই-ফাইল (নথি) ব্যবস্থাপনাঅবহিতকরণকোর্স	০২ ব্যাচ	৮০ জন	
২	রিফ্রেসার্সকোর্স	০১ ব্যাচ	৭২ জন	
৩	অবহিতকরণকোর্স	০৩ ব্যাচ	১৬০ জন	
		মোট	৩১২ জন	

ঘ) বিআরডিবি জেলা,উপজেলায় প্রশিক্ষণের

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণের ধরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
		২০১৭-১৮	ক্রমপুঞ্জিত
১	কর্মকর্তা,কর্মচারী	৬৮৯২	১৯৫৪২
২	সুফলভোগী		
ক)	দক্ষতা উন্নয়ন	১৭৫৯৭১	৯০১৪০৫
খ)	মানব উন্নয়ন	৪৫৩৪৬০	২০২৮৫৭৫

ঙ) ২০১৭-১৮ বছরে বৈদেশিক প্রশিক্ষণের কার্যক্রমের তথ্য

ক্রঃ নং	দেশের নাম	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
				২০১৭-১৮	ক্রমপুঞ্জিত
১	চায়না	Workshop at International Cooperation for Development Fund, on ÔÔClean Energy Development StrategiesÕÕR.o. China	12-25 October 2017	১ জন	
২	ভারত	Workshop on Advanced Farm Mechanization: Crop Sector" Hyderabad, India,	25-29 September 2017	১ জন	
৩	কোরিয়া	KOICA–Yonsei Master's Degree Program in Commuinity Development	০৭ আগস্ট, ২০১৭ হতে ২১ ডিসেম্বর, ২০১৮	১ জন	
৪	ভারত	Promotion Of Micro Enterprises (POME). (CIRDAP)	22-01-2018 to 16-03-2018	১ জন	
৫	ভারত	Management of Rural Employment Projects And Poverty Alleviation. (CIRDAP)	01-03-2018 to 28-03-2018	১ জন	
৬	ভারত	Invitation to CIRDAP-NIRD & PR Collaborative International training programme on "Decentralized Governance	12-21 March, 2018	১ জন	
৭	মিশর	Visit of the Hon'ble State Minister for Ministry of LGRD & Cooperatives to Egypt		৩ জন	
			মোট	৯ জন	

১৩.১ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ

১৩.১.১ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই), সিলেট

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই) পল্লী উন্নয়ন সেক্টরে দেশের প্রাচীনতম প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও গবেষণামূলক কাজে ভূমিকা পালন করে চলেছে। স্বাধীনতাপূর্বকালে গ্রাম উন্নয়নের জন্য প্রণীত ভি-এইড কর্মসূচির কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠানটির জন্ম। স্বাধীনতার পর পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের গুরুত্ব বৃদ্ধি ও সম্প্রসারিত হওয়ায় স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ১৯৭৪ সালের মে মাসে ইনস্টিটিউটকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের পূর্বসূরি সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির (আইআরডিপি) নিকট হস্তান্তর করে। পরবর্তীতে ১৯৯২ সনে এটিকে বিআরডিবি'র অধীনে জাতীয় পর্যায়ের ইনস্টিটিউটের মর্যাদা দিয়ে নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই)'।

বিআরডিটিআই একাডেমিক ভবন

বিআরডিটিআই'র অবস্থান

সিলেট জেলা সদর হতে ৮ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণে খাদিমনগরে সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের উত্তর পার্শ্বে ১০.৬২ একর জমির উপর নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক পরিবেশে বিআরডিটিআই অবস্থিত। ইনস্টিটিউটের আশপাশে রয়েছে কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই), বিসিক শিল্পনগরী, মৎস্য খামার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খাদিম টি এস্টেট, সিলেট সদর উপজেলা পরিষদ এবং প্রখ্যাত সুফি সাধক হযরত শাহ্ পরানের (রঃ) মাজার শরীফ।

বিআরডিটিআই'র বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা

একাডেমিক ভবন: বিআরডিটিআই'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের কেন্দ্রস্থল দ্বি-তলবিশিষ্ট আধুনিক প্রশাসনিক-কাম-একাডেমিক ভবন। এর নিচতলায় কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দের ৩৫টি অফিস কক্ষ ও ০১টি অনুষদ সভাকক্ষ অবস্থিত। দ্বিতীয় তলায় রয়েছে ৪টি শ্রেণীকক্ষ, যার প্রতিটির সঙ্গে একটি করে সিন্ডিকেট কক্ষ আছে। এছাড়া রয়েছে আধুনিক প্রশিক্ষণ সামগ্রী সংরক্ষণাগার এবং পিএ সিস্টেম সম্বলিত ১০০ আসনবিশিষ্ট একটি সম্মেলন কক্ষ। এগুলো সম্পূর্ণভাবে মাল্টিমিডিয়া, সাউন্ড সিস্টেম ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ সুবিধার আওতায় রয়েছে। বিআরডিটিআই একাডেমিক ভবন একসঙ্গে পাঁচটি ব্যাচে ২৪০ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদানে সক্ষম।

বিআরডিটিআই লাইব্রেরি *বিআরডিটিআই অডিটোরিয়াম*

প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট বিআরডিটিআই'র অন্যান্য সুবিধা: প্রায় ১০ হাজার পাঠ্যসামগ্রী সম্বলিত বিআরডিটিআই লাইব্রেরি এবং আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব একাডেমিক ভবনের দোতলায় অবস্থিত। ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য চারটি হোস্টেলে ১৬২ জনের থাকার ব্যবস্থা আছে। দ্বিতল বিশিষ্ট মডার্ন ক্যাফেটারিয়ার দুটি হলে একসঙ্গে ৩৫০ জনকে খাবার পরিবেশন করা যায়। বিনোদনের জন্য রয়েছে টেলিভিশন ও খেলাধুলার উপকরণ সমৃদ্ধ তিনটি কমনরুম। জুলাই ২০০৭ সনে ৬০০ আসনবিশিষ্ট একটি অত্যাধুনিক অডিটোরিয়াম বিআরডিটিআই-এর সুবিধাদিকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। অডিটোরিয়ামের সুবিধাদির মধ্যে রয়েছে সার্বক্ষণিক জেনারেটর, আধুনিক শব্দ ও আলোক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রীয়ভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। এছাড়া বিআরডিটিআই জামে মসজিদে প্রায় ১৫০ জন মুসল্লী একসঙ্গে নামাজ আদায় করতে পারেন। ইনস্টিটিউটের কেন্দ্রস্থলে প্রায় দুই একর আয়তনের পুকুর রয়েছে। কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দের আবাসিক ভবনগুলোও ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে অবস্থিত।

বিআরডিটিআই'র জনবল কাঠামো

রাজস্ব খাতে বিআরডিটিআই'র মোট জনবল মাত্র ৪১। এদের মধ্যে পরিচালক, ২ জন যুগ্মপরিচালক, ৮ জন অনুদেষ্টা/উপপরিচালক, লাইব্রেরিয়ান, আর্টিস্ট ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ মোট সদস্য ১৪ জন। অবশিষ্ট ২৭ জন কর্মচারী রুটিন দাপ্তরিক কার্যক্রমে সহায়তা করে থাকেন। অনুমোদিত ৪১ জনবলের মধ্যে ৩০ জুন, ২০১৮ তারিখে ৮ জন কর্মকর্তা ও ১৩ জন কর্মচারীসহ ২১ জন কর্মরত আছেন। উপরন্তু, শ্রেণিকক্ষ, হোস্টেল, ক্যাফেটিরিয়া, অডিটোরিয়াম, নিরাপত্তা রক্ষা, বাগান ও ক্যাম্পাস পরিচ্ছন্নতার মত নিয়মিত কাজের জন্য রাজস্ব খাতে কোন সহায়ক কর্মচারীর পদ না থাকায় নিজস্ব আয় হতে সেবামূল্য পরিশোধের শর্তে অথবা সাকুল্য বেতনে অনিয়মিত কর্মচারী দিয়ে জরুরী সেবাকার্য চালিয়ে নিতে হচ্ছে।

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বিআরডিটিআই'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বিআরডিটিআই মূলতঃ বিআরডিবি'র বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারি ও সুফলভোগীদের পল্লী উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও আইজিএ-নির্ভর বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। এখানে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, রিফ্রেসার্স কোর্স, পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত 'বিআরডিটিআই-সংযুক্তি কোর্স এবং অন্যান্য সংক্ষিপ্ত কোর্স উপলক্ষ্যে বিআরডিবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারি ও সুফলভোগী এবং জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম), বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), বিসিএস প্রশাসন একাডেমী, বিয়াম ফাউন্ডেশন, বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় হতে বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসের কর্মকর্তা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সরকারি কর্মকর্তাগণ নিয়মিত আগমন করে থাকেন।

২০১৭-২০১৮অর্থবছরে বিআরডিটিআই মোট ৪,৪৯৫ জন প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে, তন্মধ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের (একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প ও পিআরডিপি-৩ প্রকল্প) প্রশিক্ষণার্থী ছিল ২০২৩ জন (৪৫%)। এছাড়া 'পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ' বিষয়ক ইনস্টিটিউটের নিজস্ব মডিউলের অধীনে বিপিএটিসি ও বিসিএস প্রশাসন একাডেমী হতে আগত বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তা এবং অন্যান্য সংস্থার ক্যাডার ও নন-ক্যাডার কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ৫৯৩ জন (১৩%) কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৮৭৯ জন প্রশিক্ষণার্থী (৪২%) ছিল এনজিও এবং অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারি/সুফলভোগী ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ এর ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দ।
বিআরডিটিআই সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুনঃ http://www.brdti.brdb.gov.bd/

১৩.১.২ নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

পরিচিতিঃ নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি (এনআরডিটিসি) ডানিডার অর্থায়নে নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ এর আওতায় ১৯৮৭ সালে নোয়াখালী জেলা শহরের প্রাণকেন্দ্র মাইজদীতে ০.৮৭ একর জামির উপর নির্মিত হয়। ১৯৯২ সালে নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প -২ সমাপ্ত হলে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ১৯৯৫ সাল থেকে বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী দারিদ্র্য সমবায় সহায়তা প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ২০০১ সাল হতে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক) এর নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এনআরডিটিসি প্রতিষ্ঠাকালীন থেকে গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে চলেছে। এছাড়াও এখানে বুক কিপিং, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ, নারী ক্ষমতায়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, ওরিয়েনটেশন কোর্স, রিফ্রেসার্স কোর্সসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধাঃ দ্বি-তল বিশিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিতে ৪০ আসনবিশিষ্ট ২টি শ্রেণী কক্ষ, ১০০ আসনবিশিষ্ট অডিটোরিয়াম, ৫০ আসন বিশিষ্ট ডাইনিং হল, ২টি ফেসিলিটেটর কক্ষ ও ৮০ জন প্রশিক্ষণার্থীর আবাসিক ব্যবস্থা রয়েছে।

১৩.১.৩ টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ডব্লিউটিআই)

টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ১৯৮৪ সালে জার্মান কারিগরী সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৭ সালে মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটি বিআরডিবি'র মহিলা কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত হয়। জুলাই ২০০৫ সালে প্রকল্প মেয়াদকালের জন্য এটি বিআরডিবি-জাইকার যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত পিআরডিপি প্রকল্পের নিকট ন্যস্ত করা হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানটি লিংক মডেল ট্রেনিং সেন্টার (এলএমটিসি) হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

লিংক মডেল ট্রেনিং সেন্টারটি রাজধানী ঢাকা হতে ১০০ কিলোমিটার দূরে টাঙ্গাইল জেলা শহরের নতুন বাস টার্মিনাল হতে ২০০ মিটার উত্তরে দেওলাতে টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ মূল সড়কের পাশে বৃক্ষরাজি পরিবেষ্টিত ৩.১৬৮ একর জমির উপর স্থাপিত।

এখানে পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের প্রশিক্ষণ ছাড়াও প্রকল্পভূক্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং বিআরডিবি'র সুবিধাভোগীদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠানটিতে সুফলভোগীদের যে সকল বিষয়ের উপর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সেগুলি হলোঃ দর্জিবিদ্যা, ব্লক, বাটিক, এমব্রয়ডারী, হাঁস-মুরগী ও পশু পালন, সবজি চাষ, নার্সারী ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানটি দ্বি-তল ভবন বিশিষ্টি একটি আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ভবনে মোট ২৩টি কক্ষ আছে। এখানে ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণের সুবিধা সম্বলিত একটি কক্ষ ও সমমাপের অফিস কক্ষ রয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের থাকার জন্য ১০টি আবাসিক কক্ষ রয়েছে যেখানে মোট ২০জন প্রশিক্ষণার্থী অবস্থান করতে পারে। এছাড়া এখানকার ডাইনিং এ একসঙ্গে ৩০ জন খাওয়ার সুব্যবস্থা রয়েছে।

২০০৫-০৬ সাল থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানটিতে বিভিন্ন বিষয়ে সর্বমোট ৫৮৭২ জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে একটি প্রশিক্ষণ সেশন

১৩.২ মানব সম্পদ উন্নয়ন

প্রশিক্ষণ মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা ও মানসিকতাকে পরিবর্তন করে। গ্রামবাংলার পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনসম্পদে রূপান্তরের জন্য বিআরডিবি সূচনালগ্ন থেকেই কাজ করছে। বিআরডিবি সমবায়ের মাধ্যমে পল্লীর জনগণকে একটি সাংগঠনিক শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ করে। অতঃপর সংগঠিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় সমবায় ব্যবস্থাপনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, মতামত প্রকাশের সক্ষমতা বৃদ্ধি, নেতৃত্বের বিকাশ, আয়বর্ধক ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, স্বাক্ষরতা, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহারসহ প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন করে থাকে। এছাড়াও সমিতি/দলের সাপ্তাহিক সভায় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডসহ স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিশু পুষ্টি, মাতৃস্বাস্থ্য, জন্মনিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং এর কুফল, আর্সেনিক সমস্যা দূরীকরণ, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন ও ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়।

মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগের সুফলভোগীদের মাঝে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন, দেলদয়ার, টাংগাইল

বিআরডিবি পল্লীর মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য উপকারভোগী সদস্যদের দারিদ্র্য বিমোচন ও আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড নির্ভর বিভিন্ন প্রশিক্ষণের পাশাপাশি পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এছাড়া জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম), বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), বিসিএস প্রশাসন একাডেমী, বিয়াম ফাউন্ডেশন, বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় হতে বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসের কর্মকর্তা এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।

প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিআরডিবি'র নিজস্ব ৩টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসহ উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ অবকাঠামো রয়েছে। এ সকল অবকাঠামো যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে বিআরডিবি'র প্রকল্পসমূহ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় উপকারভোগী সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বিআরডিবি মোট **১১৮১** জন কর্মকর্তা কর্মচারী এবং **২০৭৩৬৭** জন উপকারভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বিআরডিবি'র আওতায় উপকারভোগী প্রশিক্ষণের সংখ্যা প্রায় ১০.২২ লক্ষ।

শুরু হতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত বিআরডিবি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন

কর্মকর্তা/কর্মচারি						উপকারভোগী					
অর্থবছরে			ক্রমপুঞ্জিত			অর্থবছরে			ক্রমপুঞ্জিত		
দেশে	বিদেশে	মোট	দেশে	বিদেশে	মোট	দক্ষতা উন্নয়ন	মানবিক উন্নয়ন	মোট	দক্ষতা উন্নয়ন	মানবিক উন্নয়ন	মোট
৬৮৯২	৯	৬৯০১	১৯৫৪২	৭১৯	২০২৬১	১৭৫৯৭১	৪৫৩৪৬০	৬২৯৪৩১	৯০১৪০৫	২০২৮৫৭৫	২৯২৯৯৮০

ক্রমপুঞ্জিত কর্মকর্তা/কর্মচারি প্রশিক্ষণ **২০২৬১** জন
ক্রমপুঞ্জিত উপকারভোগী প্রশিক্ষণ **২৯২৯৯৮০** জন

১৪. বিআরডিবি'র সহায়তায় ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতি (কোটি টাকা)

ক্র নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প বরাদ্দ	আর্থিক বছরের অগ্রগতি			ব্যায়ের % হার		শুরু হতে জুন, ১৮ পর্যন্ত		
				বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়	বরাদ্দের	অবমুক্তির	অবমুক্ত	ব্যায়	%হার
১	২	৩	৪	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প	১জানুয়ারী ২০১২ হতে ৩০ জুন ২০১৮	১৫৭.৩৪	২৭.৬৮	২৭.৬৮	২৭.৬৩	১০০%	১০০%	১৫৬.৯৯	১৫৬.৮৯	১০০%
২	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ) - ২য় পর্যায়	১জুলাই ২০১২ হতে ৩০ জুন ২০১৮	৫৬৯.৫১	৯৪.৭২	৯৬.৫১	৯৪.৭২	১০০%	৯৮%	২৪০.৮৭	২৩০.৬৬	৯৬%
৩	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি ২য় পর্যায়	১এপ্রিল ২০১৪ হতে ৩০ জুন ২০২০	১০৮.৬৯	৩১.৬৯	২৪.১৫	২১.৮৮	৬৯%	৯১%	৬৯.১৫	৬৬.৬৭	৯৭%
৪	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ৩য় পর্যায়	১জুলাই ২০১৫ হতে ৩০ জুন ২০২০	২৩১.৬৭	৩৯.৩৮	৩৯.৩৮	৩৯.৩৮	১০০%	১০০%	৫৭.৮৮	৫৭.৮৬	১০০%
৫	গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প	১জানুয়ারী ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০	৪১.৭৮	১.৬০	১.৬০	১.৫২	৯৫%	৯৫%	১.৬০	১.৫২	৯৫%
	সর্বমোট		**১১০৮.৯৯**	**১৯৫.০৭**	**১৮৯.৩২**	**১৮৫.১৩**	**৯৫%**	**৯৮%**	**৫২৬.৪৯**	**৫১৩.৬০**	**৯৬%**

১৪.১ দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৫৭৩৪.০০ লক্ষ টাকা
অর্থের উৎসঃ জিওবি
প্রকল্প মেয়াদঃ জানুয়ারি/২০১২-জুন/২০১৮
প্রকল্প এলাকাঃ খুলনা ও বরিশাল বিভাগের ১৫টি জেলার ৫৯টি উপজেলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্প এলাকার অসহায়, দরিদ্র মহিলাদের দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা।
সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলোঃ

ক) মানব সম্পদের সচেতনতা বৃদ্ধি, উদ্বুদ্ধকরণ ও উন্নয়ন করা;
খ) জীবন-যাত্রার মানোন্নয়নের জন্য আয়-বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করা;
গ) পল্লী এলাকার দরিদ্র মহিলাদের সংগঠন সৃষ্টি করা।

জনবলঃ

ক্রঃ নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূণ্যপদ
১	প্রোগ্রামার	১	১	০
২	সহ- প্রোগ্রামার	১	১	০
৩	সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	৫৯	৫১	৮
৪	হিসাব রক্ষক	৩	১	২
৫	সেলস্ মেনেজার	৩	৩	০
৬	কৃষি প্রশিক্ষক সম্মন্বয়ক	১২	১১	১
৭	মাঠ সংগঠক	১৭৭	১৬৮	৯
৮	হিসাব সহকারী	৫৯	৫৯	০
৯	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৪	৩	১
১০	বিক্রয় সহকারী	৪	৩	১
১১	ড্রাইভার	৬	৬	০
১২	অফিস সহায়ক	১৯	১৬	৩
১৩	নাইট গার্ড	৩	০	৩
	মোট	৩৫১	৩২৩	২৮

আর্থিক অগ্রগতিঃ

প্রকল্প ব্যয়	২০১৭-২০১৮সালের অগ্রগতি (জুন ২০১৮পর্যন্ত)					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
১৫৭৩৪.০০	২৭৬৮.০০	২৭৬৮.০০	২৭৬২.৫০	৯৯.৮০	৯৯.৮০%	১৫৬৯৯.০০	১৫৬৮৮.৪১

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি (২০১৭-২০১৮)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (টি)	২.৭৮৪	১২৯	২.৮৮১
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৭৬.২৫০	১০.৫৯২	৭৮.৪৪৪
৩	মূলধন গঠন (লক্ষ টাকা)	১৬১৪.০০	৪৮৯.৪১	২১০০.০০
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	৬০.০০০	১২.৬৩২	৬০.০০০
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৭১৭৭.০০	১১১৯৯.০১	৩৯৪১৩.৫১
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	-	৯৩৯৫.২৩	৩০৭৬৩.৭২

প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুনঃ http://www.iresppw-brdb.gov.bd/

জেসমিন নাহার, উত্তর পারুলিয়া মহিলা দল, দেবহাটা, সাতক্ষীর

৪.২ পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ) ২য় পর্যায়।

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৫৬৯৫১.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৪৫৪৫১.০০+ ইউবিসিসিএ ১১৫০০.০০)
অর্থের উৎসঃ জিওবি ও ইউবিসিসিএ'র নিজস্ব তহবিল
প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই/২০১২-জুন/২০১৮
প্রকল্প এলাকাঃ ৪২টি জেলার ১৯০টি উপজেলা

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) বিত্তহীন মহিলা ও পুরুষ এর সমন্বেয়ে সমবায় সমিতি/দল গঠনের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের শেয়ার ও সঞ্চয় জমা করে নিজস্ব পুঁজি গঠন।

খ) উপকার ভোগীদের সমবায় ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষনের মাধ্যমে তাদের আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড ও নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষম করে তোলা।

গ) বিত্তহীনদের মাঝে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ পূর্বকতাদের কর্মসংস্থান ও আয় উপার্জনে সুযোগ সৃষ্টি করা।

ঘ) আয় ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ।

ঙ) সরকারে উন্নয়ননীতি ও কৌশলের আলোতে বৃত্তহীনদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগসৃষ্টি,আয়বৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন।

জনবলঃ

ক্রঃ নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূণ্যপদ
১	প্রকল্প পরিচালক	১	১	০
২	আঞ্চলিক-প্রকল্পপরিচালক	৫	৩	২
৩	উপ- প্রকল্পপরিচালক	৭	৩	৪
৪	উর্দ্ধতন সহকারী পরিচালক	৩৩	০	৩৩
৫	সহকারী প্রকল্প পরিচালক	১৩	৬	৭
৬	উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা	১৯০	১৩৪	৫৬
৭	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	৬	৪	২
৮	উপ-প্রকল্প কর্মকর্তা	১৯১	১৬৩	২৮
৯	উপ- সহকারী প্রকৌশলী	৩	৩	০
১০	হিসাব রক্ষক	১৯০	১৮৬	৪
১১	কম্পিউটার অপারেটর	১	১	০
১২	মাঠ সংগঠক	১৩৩০	১৩০৪	২৬
১৩	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৩৪	৩১	৩
১৪	হিসাব সহকারী	১	১	০
১৫	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	২০২	১৯৮	৪
১৬	ড্রাইভার	২৭	১৬	১১
১৭	অফিস সহায়ক	২৩৭	২২২	১৫
১৮	সুইপার	৬	৬	০
	মোট	**২,৪৭৭**	**২,২৮২**	**১৯৫**

আর্থিক অগ্রগতিঃ

প্রকল্প ব্যয়	২০১৭-২০১৮সালের অগ্রগতি (জুন ২০১৮পর্যন্ত)					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
৫৬৯৫১.০০	৯৪৭২.০৫	৯৬৫১.০০	৯৪৭২.০৫	১০০%	৯৮%	২৪০৮৭.০০	২৩০৬৬.১৩

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি (২০১৭-২০১৮)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (টি)	২২.৯২৭	২৯৩	২০.৫২৯
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৭.৬২.৮৮৩	১৪.১৭৫	৭.২০.৪৪৩
৩	শেয়ার জমা (লক্ষ টাকা)	৩২৮৪.২৬	২০৬.৬১	৩৪৪৯.৮৫
৪	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	১৫৮৮১.৯৯	৭৬২.৪৫	১৬১৩৮.৬৫
৫	প্রশিক্ষণ (জন)	৫.২২.৪৫৪	১.৮২.৯১৮	৪.৫৮.১৫৩
৬	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৫২৩২১.০২	১৭৯৯৮.৫৭	২৭৯৫৪৭.৪০
৭	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	----	১৬৬০৮.৪৫	২৫৭৮১৬.৯১

প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুনঃ *http://rlp.brdb.gov.bd/*

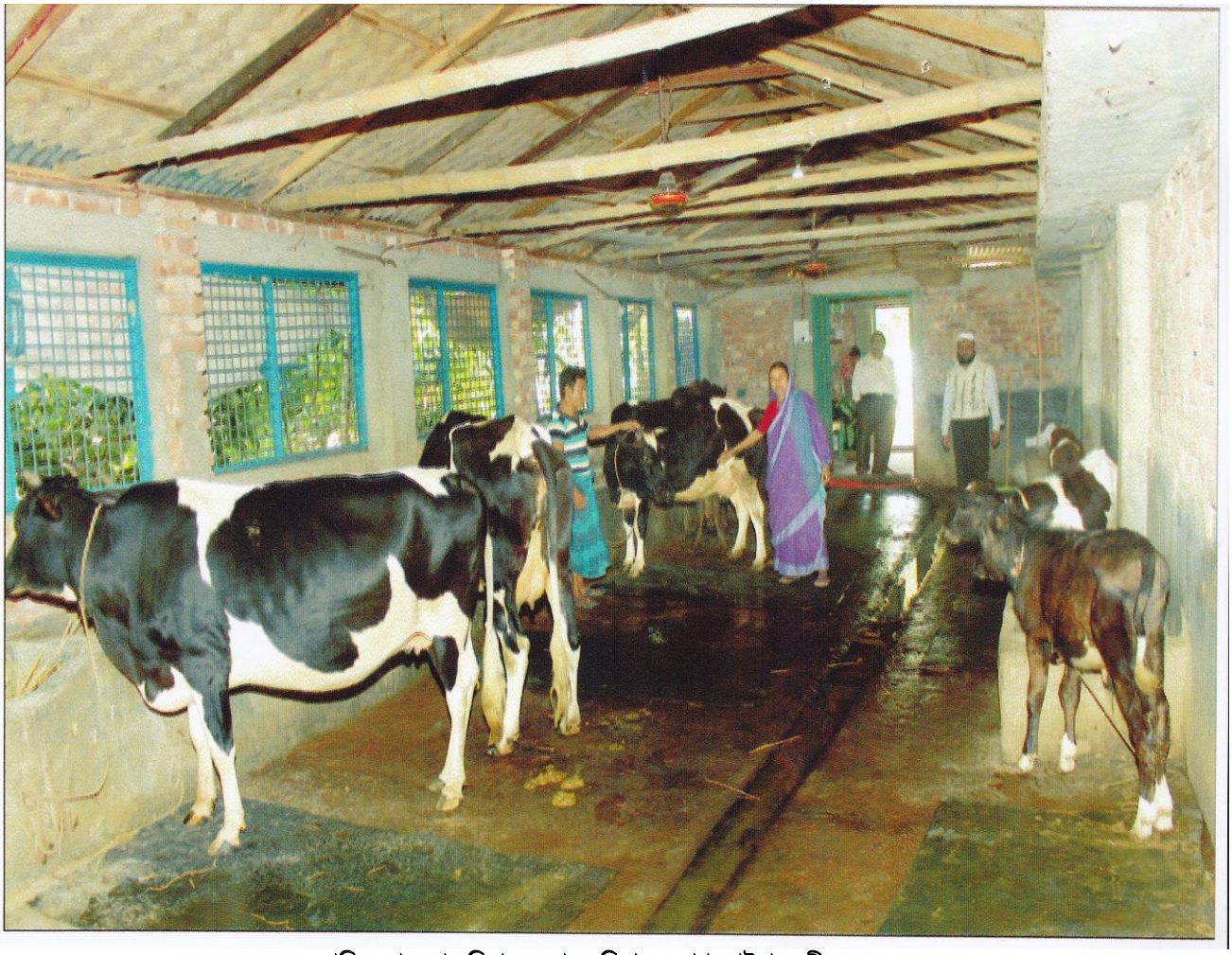

কানিজ ফাতেমা দক্ষিণ বল্লভপুর মহিলা দল,ছাগলনাইয়া,ফেনী

১৪.৩ উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি-২য় পর্যায়।

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১০৮৬৮.৭ লক্ষ টাকা
অর্থের উৎসঃ জিওবি
প্রকল্প মেয়াদঃ এপ্রিল/২০১৪ - জুন/২০২০
প্রকল্প এলাকাঃ রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী ও লালমনিরহাট জেলার ৩৫টি উপজেলা

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) প্রকল্প এলাকার মৌসুমী অভাবগ্রস্থ অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে আয়বর্ধন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদনমূখী আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি।

খ) দারিদ্র্য পীড়িত দেশের উত্তরাঞ্চলের ৩৫ উপজেলার অতি দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদেরকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা।

গ) স্বকর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক ও খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারকরণ।

ঘ) স্থানীয় জনশক্তি ও স্থানীয় সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহারের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

ঙ) উপকারভোগীদের জন্য কাঁচামাল প্রাপ্তি সহজলভ্য করা এবং Market Limkage গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভাগীয় শহরে প্রদর্শণী কাম বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন।

চ) স্বল্প সেবামূল্যের বিনিময়ে উপকারভোগী সদস্যদের মধ্যে ঋণ প্রদান।

জনবলঃ

ক্রঃ নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূণ্যপদ
১	প্রকল্প পরিচালক	১	১	০
২	উপ-প্রকল্পপরিচালক	১	১	০
৩	সহকারী প্রকল্পপরিচালক	১	১	০
৪	হিসাব রক্ষণ	১	১	০
৫	কোয়ালিটি কন্ট্রল কাম ডিজাইনার	৩	৩	০
৬	ম্যনেজার ডিসপ্লে কাম সেলস সেন্টার	১	১	০
৭	অফিস সহকারী কাম ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	১	১	০
৮	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	১	১	০
৯	প্রডাকশন ম্যনেজার কাম মারকেটিং প্রমোটর	৩৫	৩৫	০
১০	সেলস্ প্রোমটর	২	২	০
১১	কেডিট সুপারভঅইজার	৩৫	৩৫	০
১২	ড্রাইভার	৪	৪	০
১৩	অফিস সহায়ক কাম নাইট গার্ড	৩৯	৩৯	০
	মোট	**১২৫**	**১২৫**	**০০**

আর্থিক অগ্রগতিঃ

প্রকল্প ব্যয়	২০১৭-২০১৮ সালের অগ্রগতি (জুন ২০১৮পর্যন্ত)					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
১০৮৬৮.৭২	৩১৬৯.০০	২৪১৪.৪০	২১৮৭.৯৪	৬৯%	৯১%	৬৯১৪.৪০	৬৬৬৬.৩৬

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি (২০১৭-২০১৮)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	দল গঠন (টি)	৬২৫	১০৬	৭২৫
২	সদস্য ভর্তি (জন)	১০.০০০	১.৫৫০	৯.৬০০
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)		২৬.৩৪	১০৭.৮৯
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	৩৩.৬০০	৬.২৪০	২৮.৬৩১ (১ম পর্যায়) ২১.৮৪০(২য় পর্যায়)
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৯০০.০০	৪৭৭.৫৪	১৬৭২.৬৪
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	০	৩২০.১৮	১০৭৮.১৩

শাহিনা খাতুন ইন্দ্রাপাড়া উদকনিক মহিলা দল, বদরগঞ্জ, রংপুর।

১৪.৪ অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৩১৬৭.১৫ লক্ষ টাকা (জিওবি-১৯৯২৭.১৫ এবং ইউনিয়ন পরিষদ ও সুবিধাভোগী ৩২৪০.০০)
অর্থের উৎসঃ জিওবি
প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২০
প্রকল্প এলাকাঃ ৬৪টি জেলার ২০০টি উপজেলার ৬০০টি ইউনিয়ন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) জন অংশগ্রহণ,স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকান্ড ও জনগণের চাহিদা ভিত্তিক জাতিগঠন মূলক বিভাগ সমূহের সেবা নিশ্চিত করা, সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে Horizontal লিংকেজ এবং গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলার মধ্যে Vertical লিংকেজ স্থাপনের মাধ্যমে টেকসই পল্লী উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

খ) ইউনিয়ন পরিষদকে One Stop Service Delivery Station হিসাবে পরিনত করা।

গ) গ্রাম উন্নয়নের সম্পৃক্ত সকলের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা।

ঘ) গ্রামবাসিগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

ঙ) গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়নে গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ করা।

জনবলঃ

ক্রঃ নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূণ্যপদ
প্রকল্প সদর কার্যালয়				
১	প্রকল্প পরিচালক	১	১	০
২	উপপরিচালক	১	১	০
৩	সহকারী পরিচালক	৩	৩	০
৪	সহকারী প্রোগ্রামার	১	০	১
৫	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	০
৬	হিসাব সহকারী	২	০	২
৭	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	৪	০	৪
৮	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৪	৩	১
৯	ড্রাইভার	২	১	১
১০	অফিস সহায়ক	৪	৩	১
১১	নৈশ প্রহরী	১	০	১
১২	ক্লিনার	১	১	০
এলএমটিসি, টাঙ্গাইল				
১	উপপরিচালক	১	১	০
২	সহকারী পরিচালক	১	১	০
৩	রিসার্স অফিসার	১	-	১
৪	ট্রেনিংকো-অর্ডিনেটর	১	১	০
৫	ইন্সেট্রাক্টর	২	০	২
৬	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	০
৭	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	২	০	২
৮	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	২	২	০
৯	ড্রাইভার	১	১	০
১০	অফিস সহায়ক	১	১	০
১১	নৈশ প্রহরী	১	১	০
মাঠ (ইউনিয়ন পর্যায়ে)				০
১	ইউনিয়ন ডেভলপমেন্ট অফিসার (ইউডিও)	৬০০	৬৬	৫৩৪
মোট		৬৩৯	৮৮	৫৫১

আর্থিক অগ্রগতিঃ

প্রকল্প ব্যয়	২০১৭-২০১৮ সালের অগ্রগতি (জুন ২০১৮পর্যন্ত)					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
১৯৯২৭.১৫	৩৯৩৭.৫২	৩৯৩৭.৫২	৩৯৩৭.৪৪	১০০%	১০০%	৫৭৮৭.৫২	৫৭৮৬.০১২

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি(১৭-১৮)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	ভিডিসি	৫,৪০০	৩,০০০	৪,৯২০
২	ভিডিসিএম	৩,২৪,০০০	৩৯,৩২৫	৪৬,১৯৫
৩	ইউসিসি	৬০০	৫১৮	৫১৮
৪	ইউসিসিএম	৩৬,০০০	৫,৭৩০	৮,২৩৮
৫	ভিডিসি স্কীম	১০,৮০০	৩,৫৩৯	৪,৫৪৮
৬	প্রশিক্ষণ	৬,৪৯,৬২০	১,১০,০০০	১,৮২,২২০

প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুনঃ *http://prdp.brdb.gov.bd/*

পিআরডিপি-৩ প্রকল্পে মাধ্যমে পাড়ার রাস্তা সলিং করণ
গ্রামঃ বগারভিটা, ইউ.পিঃ জুমারবাড়ী, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

১৪.৫ প্রকল্প/কর্মসূচীর নামঃ গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৪১৭৭.৭৩লক্ষ টাকা
অর্থের উৎসঃ জিওবি
প্রকল্প মেয়াদঃ জানুয়ারী/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২০
প্রকল্প এলাকাঃ গাইবান্ধা জেলার ৭ টি উপজেলার।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) মানব সম্পদ উন্নয়ন,কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আয় ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গাইবান্ধা জেলার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতা বৃদ্ধি সাধন।

খ) যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টিসহ কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান।

গ) প্রশিক্ষনের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি খাতে দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

ঘ) পল্লী জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।

জনবলঃ

ক্রঃ নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূণ্যপদ
১	প্রকল্প পরিচালক	১	১	০
২	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১	০	১
৩	শো-রুম ম্যানেজার	১	০	১
৪	কম্পিউটার অপারেটর কাম- অফিস সহকারী	১	০	১
৫	হিসাব সহকারী	৭	০	৭
৬	মাঠ সংগঠক	১৪	০	১৪
৭	ড্রাইভার	১	০	১
৮	সেলস এসিসটেন্ট	২	০	২
৯	অফিস সহায়ক	২	০	২
	মোট	**৩০**	**১**	**২৯**

আর্থিক অগ্রগতি

প্রকল্প ব্যয়	২০১৭-২০১৮ সালের অগ্রগতি (জুন ২০১৮পর্যন্ত)					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
৪১৭৭.৭৩	১৫৯.৫৯	১৫৯.৫৯	১৫১.৪০	৯৫%	৯৫%	১৫৯.৫৯	১৫১.৪০

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি ২০১৭-২০১৮	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	৪৫৫	৫২	৫২
২	সদস্য ভর্তি (জন)	১৫৮০০	১৭৪৬	১৭৪৬
৩	পুঁজি গঠন (লক্ষ টাকায়)	০	৩.৩৭	৩.৩৭
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	১৫৮০০	২০০	২.০০
৫	সেলস কাম ডিসপ্লে সেন্টার	১	১	১

১৫. প্রকল্প পরিচালক/নির্বাহী পরিচালকের মাধ্যমে পরিচালিত অবলুপ্ত কর্মসূচি সমূহঃ

১৫.১ প্রকল্প/কর্মসূচীর নামঃপল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক)

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৭০৬৬.০০লক্ষ টাকা

অর্থের উৎসঃ জিওবি

প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই/১৯৯৩ হতে জুন/২০০৫

প্রকল্প এলাকাঃ ২২ জেলায় ১২৩ টি উপজেলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে (পুরুষ ও মহিলা)আনুষ্ঠনিক/অনানুষ্ঠানিক সমিতি / দলে সংগঠিত করে তাদেরকে আয়বর্দনমূল কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সার্বিক জীবন যাত্রা মান উন্নয়নে সহায়তাদানসহ স্থানীয়ভাবে তাদের দারিদ্র বিমোচনের ব্যবস্থা করা।

খ) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্মক্ষম জনশক্তিতে রূপান্তর করা।

গ) নারী ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিত্তহীন জনগোষ্ঠির ভাগ্যন্নোয়নে এবং জীবনযাত্রার গুনগত পরিবর্তন সাধন।

জনবলঃ

ক্রঃ নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূণ্যপদ
১	প্রকল্প পরিচালক	০	১	০
২	উপপরিচালক	০	১	০
৩	উর্দ্ধতন সহকারী পরিচালক	১	১	০
৪	সহকারী পরিচালক	০	১	০
৫	সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	১১০	৮৭	২৩
৬	হিসাব রক্ষক	৫৯	৫৩	৬
৭	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৩	৩	০
৮	উচ্চমান সহকারী/আঃ সহঃ	১	১	০
৯	স্টেনোটাইপিস্ট	১	১	০
১০	হিসাব সহকারী	৭০	৬৩	৭
১১	মাঠ সংগঠক	৬৯৪	৬১০	৮৪
১২	মেকানিক্স	১	০	১
১৩	এলডিএ	২৫	২৪	১
১৪	ড্রাইভার	৫	৫	০
১৫	পিয়ন	১০৫	৯৭	৮
	মোট	**১০৭৮**	**৯৪৮**	**১৩০**

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি ২০১৭-২০১৮	ক্রমপুঞ্জিক অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	১৭৮২৫	৯৩	১৫৭৫১
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৫৩২৭৪৭	৬০২০	৪৬৮২৫০
৩	শেয়ার জমা (লক্ষ টাকা)	৭২.০০	০.৩৫	৬৪.৮১
৪	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	১২৬১৬.০০	৭৫৭.৫৭	৯১৯৫.৫২
৫	প্রশিক্ষণ (জন) উপকারভোগী	১১৬২৩৯৪	০	১০৯০১৮২ (জন)
৬	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	২২৫৭৯০.০৩	১৩৫৪৮.১২	২১৩০৯৮.৭৯
৭	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	২০০৫৬৯.৭৩	১৩৭৩৯.০৩	১৯৬২১৮.০৯

আরতী বালা দেবী,নেয়াজপুর বৃত্তহীন মহিলা দল,দাগনভুঞা, ফেনী।

১৪.২ পল্লী প্রগতি প্রকল্প

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৪৯৬৬.৭৮লক্ষ টাকা
অর্থের উৎসঃ জিওবি
প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই/২০০০ হতে জুন/২০০৮
প্রকল্প এলাকাঃ ৬৪ জেলায় ৪৭৬ টি উপজেলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) ক্ষুদ্র ঋণ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির আয়বর্ধন এবং দারিদ্র বিমোচন।

খ) সামাজিক উন্নয়ন, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন ও স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তিতে সহায়তা এবং কৃষি ও সামাজিক বনায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধি।

জনবলঃ

ক্রঃ নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূণ্যপদ
১	প্রকল্প পরিচালক	১	১	০
২	প্রোগ্রামার	১	১	০
৩	সহকারী পরিচালক	২	২	৭
৪	কম্পিউটার অপারেটর	৩	৩	৮৪
৫	হিসাব সহকারী	০১	০১	১
৬	ড্রাইভার	০১	০১	১
৭	অফিস সহায়ক	০৩	০৩	০
৮	মাঠ সহকারী	৯৫২	৫৪৬	৮
	মোট	**৯৬৪**	**৫৫৮**	**৪০৬**

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি ২০১৭-২০১৮	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	দল গঠন (সংখ্যা)	১৩৩৩০	৬০	৯৪৮৫
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৩৮৫০০০	২৪৫৭	২১৮৭৫৭
৩	শেয়ার জমা (লক্ষ টাকা)	১৫০০.০০	৭৫.০৪	২৩৩১.৩৯
৪	ঋণ বিতরণ	৩৪৬৫৩.২২	১৮৯১.৯০	৭৪১৩৮.৩৯
৫	ঋণ আদায়	২৯২৯৮.০৯	১৯২৩.২০	৬২৩১৮.৫৮
৬	ঋণ গ্রহীত	৩৮৫০০০	৮০০৫	৪৯৫৫০৫
৭	নির্মান কাজ	৩৬৮	-	৩৫৫
৮	উপজেলা পল্লী ভবন মেরামত ও সংস্কার	৩৫০	-	৩৩৯
৯	গ্রামীণ বৈঠকখানা	১৮	-	১৬
১০	প্রশিক্ষন(আইজিএ)	১৯২৫০	-	১৯৪৯৭

জুলেখা পারভীন, রাউৎকোনা দক্ষিণ পাড়া মহিলা দল, কাপাসিয়া গাজীপুর

১৫.৩ উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি)

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ প্রযোজ্য নয়
অর্থের উৎসঃ নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত
প্রকল্প মেয়াদঃ নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত
প্রকল্প এলাকাঃ ফরিদপুর,মাদারীপুর, রাজবাড়ী,গোপালগঞ্জ ও শরিয়তপুর জেলার সকল উপজেলা

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো অভিষ্ট জনগোষ্ঠীর (বিত্তহীন/ভুমিহীন) যাদের বসতবাড়ীসহ জমির পরিমান ৫০ শতাংশের বেশি নয়, যারা কায়িক পরিশ্রম এবং যাদের নিদিষ্ট আয়ের কোন উৎস নেই তাদের অনানুষ্ঠানিক দল গঠনের মাধ্যমে সঞ্চয় জমা করে পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধ করা, ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে বিত্তহীনদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সহায়তা করা।

জনবলঃ

ক্রঃ নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূণ্যপদ
১	নির্বাহী পরিচালক	১	১	০০
২	উপ-পরিচালক	১	০	০১
৩	সহকারী পরিচালক	২	৬	৬
৪	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	০০
৫	সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	৬৮	৫১	১৭
৬	কম্পিউটার অপারেটর	০৭	০৫	০২
৭	হিসাব রক্ষক	৩২	৩০	২০
৮	হিসাব সহকারী	২৮	২৫	০৩
৯	পারসেনেল এ্যাসিসটেন্ট	০১	০১	০০
১০	অফিস সহকারী	০১	০১	০০
১১	পরিসংখ্যান সহকারী	০১	০০	০১
১২	মাঠ সংগঠক	৩৯৬	৩৫৯	৩৭
১৩	নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক	০১	০১	০
১৪	কম্পিউটার কাম ক্রেডিট এ্যাসিসটেন্ট	৩৩	২৯	০৪
১৫	গাড়ী চালক	০৭	০৬	০১
১৬	পিয়ন/ক্যাশ গার্ড/নাইট গার্ড	৮০	৭২	০৮
	মোট	**৬৭০**	**৫৫৮**	**৮২**

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি ২০১৭-১৮	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	দল গঠন (সংখ্যা)	৯৪	১২২	১০৬৫৬
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৮২৫০	৯৯২৫	২০২২৫৩
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	১২০৯.৫০	১৬৯৮.২৫	৬৮৫৪.৩৪
৪	ঋণ বিতরণ	২৬৩৯০.০০	২৫৭২৭.৮৬	২৫৮৭১৩.২৫
৫	ঋণ আদায়	২৩৯৮৭.৬৬	২৩২৬১.২৪	২৪৪২৯৮.২৫
৬	স্লাব ল্যাটিন স্থাপন	২০২০	২৮৪৪	৮৩১৬৯
৭	হস্ত চালিত নলকূপ বিতরণ	৫৬৬	১১৩৬	১৯৭২৫

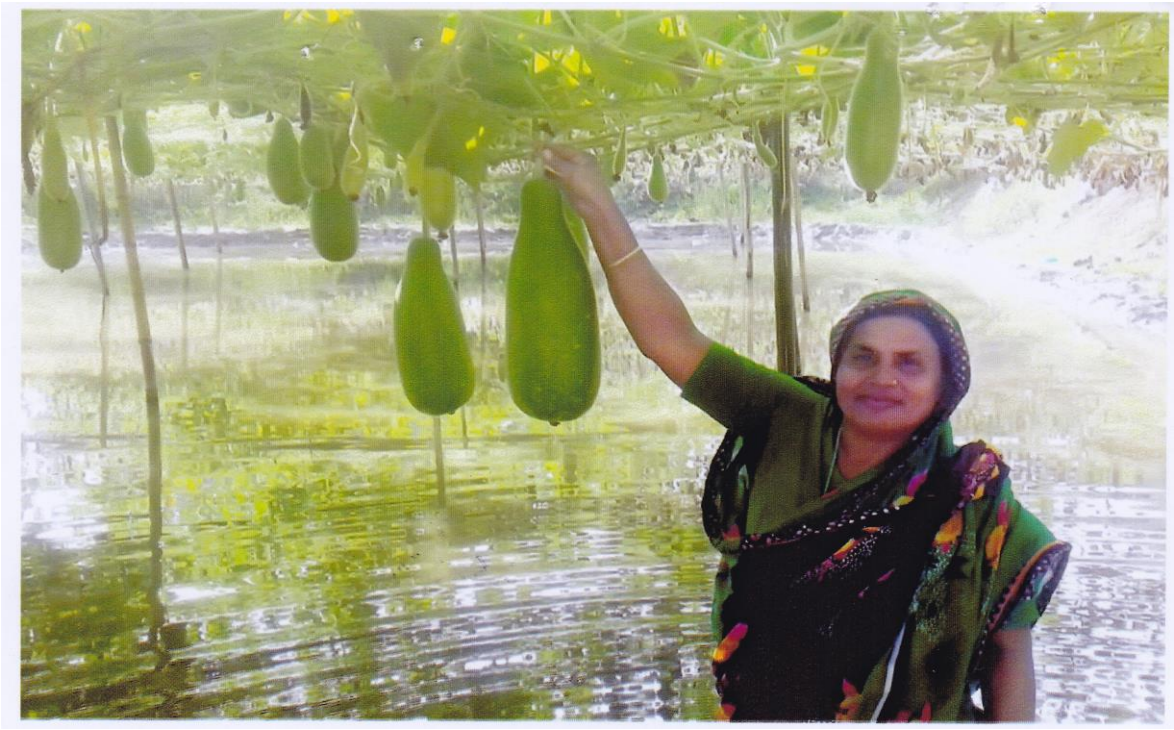

রাজিয়া বেগম, বড় নওগাঁ রুপালি মহিলা দল, ডামুড়া, শরীয়তপুর।

১৬. সফল কাহিনী

১৬.১ ডিজিটাল রেশমা খাতুনের সফলতা

রেশমা খাতুন,স্বামী মোঃ হামিদ খান, গ্রামঃ হামিদপুর, ইউনিয়নঃ ফতেপুর, উপজেলাঃ সদর, জেলাঃ যশোর। বিআরডিবি'র দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো) একজন সফল ডিজিটাল সমবায়ী।

২০১৪ সালে রেশমা ছিলেন একজন হতদরিদ্র মহিলা। খুব কষ্টে তাদের দিন কাটছিল। তার স্বামী পার্শ্ববর্তী একটা ময়দার মিলের শ্রমিক হিসাবে সামান্য মজুরিতে কাজ করতেন। সহায় সম্বল বলতে ৫ শতাংশ জমির উপরে একখানা ছোট ঘর ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। স্বামীর ঐ সামান্য আয়ে সে সময় চার সদস্যের সংসারের চালানো রেশমার জন্যে কঠিন হয়ে যাচ্ছিল।

সামান্য পড়ালেখা জানা এবং সৃষ্টিশীল রেশমা প্রতিবেশির মাধ্যমে বিআরডিবি'র ইরেসপো প্রকল্পের সম্পর্কে জানতে পারে। এটা জানার পর ২০১৪ সালে ২০ জন সদস্য নিয়ে ইরেসপোর একটা সমিতি গঠন করেন। সমিতি গঠনের পর রেশমা প্রথম পর্বে ১৫০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং নিয়মিত ঋণের সেই টাকা দিয়ে বাড়িতেই কিছু মুদি মালামাল সংগ্রহ করে বিক্রি শুরু করেন এবং নিয়মিত ঋণের কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে থাকেন। প্রশিক্ষণের অংশ হিসাবে রেশমা মোবাইল সার্ভিসিং এর উপরে ৩০ দিনের একটা হাতে কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন গোপালগঞ্জের বঙ্গবন্ধু দরিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড) হতে।

প্রশিক্ষণ শেষে এবার রেশমা বিআরডিবি ইরেসপো প্রকল্প হতে ৫০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে স্থানীয় হামিদপুর বাজারে একটা মোবাইল সাভিসিং এর দোকান চালু করেন। সেই দোকান থেকে রেশমা এখন সব খরচ বাদে প্রতিদিন ৪০০-৫০০ টাকা আয় করছেন। বাড়ির আঙিনায় বিভিন্ন ফলফলাদির গাছ রোপন করেছেন। স্বামী সংসার নিয়ে বেশ ভাল আছেন, সুখে আছেন।

রেশমা তার সফল কর্মকান্ডের যোগ্য পুরস্কার পেয়েছেন। ইতোমধ্যে তার সাফল্যের কাহিনী স্থানীয় পত্র পত্রিকাসহ ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে প্রচারিত হয়েছে আশপাশের লোকজন তাকে দেখে বেশ উৎসাহিত হচ্ছে। এলাকার মানুষজন তাকে মজা করে ডিজিটাল রেশমা বলে থাকেন।

১৬.২ শ্রীমতি অঞ্জলী ভাস্করের সফলতার কাহিনী

যশোর জেলার শার্শা উপজেলায় শার্শা ইউনিয়নের উঃ বুরুজবাগান গ্রামের শ্রীমতি অঞ্জলী ভাস্কর। স্বামী রতন কুমার ভাস্কর সামান্য একজন সুতর মিস্ত্রি। স্বামী,চার সন্তান ও বৃদ্ধা শাশুড়ী নিয়ে সাতজনের অভাব অনটনের সংসার। স্বমীর স্বল্প আয়ে দারিদ্র্যের সাথে যুদ্ধ করে কোন রকমে দিনাতিপাত করতেন। স্বামীর আয় রোজগারের পাশাপাশি নিজে আয় রোজগার করে স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন শ্রীমতি অঞ্জলী ভাস্কর। কিভাবে পরিবারের দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি দেবেন। ঠিক এমন সময়ে জানতে পারলেন বিআরডিবির আওতাধীন তার গ্রামে ২২ জনকে নিয়ে একটি মহিলা সমবায় সমিতি হচ্ছে। সমিতি ও বিআরডিবি সর্ম্পকে জেনে তিনি বিগত ১৭/০৪/১৯৭৭ খ্রিঃ উঃ বুরুজবাগান মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্য হন।

সদস্য হওয়ার পর তিনি নিয়মিত সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। তারপর তিনি ৬/১২/১৯৭৭ খ্রিঃ তারিখে সমিতি হতে প্রথমবার ২০০০/ ঋণ গ্রহণ করেন। শ্রীমতি অঞ্জলী ভাস্কর বিআরডিবি হতে হাতের কাজের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে নকশী কাঁথা তৈরী করেন। তাদের তৈরী নাকশি কাঁথা কুমুদিনী অফিস ঢাকাতে সরবরাহ করে আর্থিক লাভবান হেয়েছে। নিজস্ব পুঁজি দ্বারা কুমুদিনী ও কারু পল্লী ঢাকাতে নকশী কাথাঁর ব্যবসা করেন।

শ্রীমতি অঞ্জলী ভাস্কর নিজের পরিশ্রম লব্ধ অর্থ দিয়ে তিনি ০৩(তিন) বিঘা জমি কিনে ১টি পাকা বাড়ী করেছেন। তিনি ০৬/১২/১৯৭৭ খ্রিঃ হতে এ পর্যন্ত তিনি ৪০ বারে ৪,২০,০০০/-(চার লক্ষ বিশ হাজার)টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন। তার নিজস্ব শেয়ার সঞ্চয়ের পরিমান ৩২৫৫০/-টাকা। সর্বশেষ তিনি ১৮/০৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ৪০,০০০/-টাকা ঋণ গ্রহণ করে যথাযথভাবে ব্যবহার করেন। তার ২টি ছেলে ও ২টি মেয়ে সকলকেই শিক্ষিত করেছেন। তার স্বামী নিজের কাঠের ব্যবসায় শ্রম দিচ্ছেন। পরিবারের সকলের সহযোগীতায় তার সফলতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। শ্রীমতি অঞ্জলী ভাস্কর তার প্রতিবেশীদের মাঝে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা,বাল্যবিবাহ,যৌতুক,প্রথাসহ বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। বর্তমানে তিনি তার সমিতির সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন।

ব্যক্তিগত সফলতার বিষয়ে তার নিকট অফিসের মতামত চাওয়া হলে তিনি বলেন- সততা, বিশ্বাস আর কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে দারিদ্রকে জয় করেছি। বিআরডিবির মহিলা সমবায় সমিতি থেকে আর্থিক সাহায্য নিয়ে আমি সফল হয়েছি। এজন্য আমি বিআরডিবির প্রতি কৃতজ্ঞ। শ্রীমতি অঞ্জলী ভাস্কর একজন সৎ,বিনয়ী,পরিশ্রমী,নিষ্ঠাবান এবং জীবন সংগ্রামে সফল একজন নারী। তাকে ও তার পরিবারকে অনুসরণ করে উঃ বুরুজবাগান গ্রামের অনেকেই নকশী কাঁথা তৈরী করে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করে চলেছে।

১৬.৩ আনোয়ারা খাতুন এর সফল কাহিনী

সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলাধীন আনোয়ারা খাতুন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের পল্লী প্রগতি প্রকল্পভুক্ত উত্তর ভাড়াশিমলা মহিলা দলের সদস্য। তার স্বামী আইয়ুব আলী ছিলেন একজন দিন মজুর। ২০০৩ সালে ২ কন্যা সন্তানসহ মোট ৪ সদস্যের পরিবারে উপার্জনক্ষম একমাত্র ব্যক্তি ছিল তার স্বামী। মাসিক আয় ছিল মাত্র ১৫০০/- টাকা। জীবনযাত্রা নির্বাহিত হতো দিন আনা দিন খাওয়া পর্যায়ে অতি কষ্টে। ইতোমধ্যে অত্র এলাকার পল্লী প্রগতি প্রকল্পের উৎসাহে ও পরামর্শে আনোয়ারা খাতুন সদস্য হলেন উত্তর ভাড়াশিমলা মহিলা দলের।

২০০৩-০৪ সালে পল্লী প্রগতি প্রকল্প থেকে ৫০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে এবং সেই টাকা দিয়ে ৫টি বকরি ছাগল ক্রয় করে। তাদেরকে লালন পালন করতে থাকে আর সাথে সাথে চলতে থাকে ঋণের কিস্তি পরিশোধ। ঋণ খেলাপী হয়নি কখনও। ২০০৩-০৪ সাল থেকে ২০১৭-১৮ সাল পর্যন্ত সে ১৫ বারে ৩,৩৪,০০০/- টাকা ঋণ নিয়েছিল। ১৪ টি ঋণ যথাযথ পরিশোধ হয়েছে। শেষ ঋণ ২০১৭-১৮ সালে গৃহীত ৩০,০০০/- টাকা। কিস্তি পরিশোধ হচ্ছে।

বর্তমানে তার ২০টি ছাগল আছে যার মূল্য ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকার অধিক। বছরে তাদের স্বামী স্ত্রীর আয় এখন ২,০০০০০/- টাকার অধিক। আগে তারা সরকারি খাস জমিতে কুঁড়ে ঘর বেধে বাস করতো। এখন তারা ৩ কাঠা জমি কিনে তাতে ২ কক্ষ বিশিষ্ট পাকা টিনশেড বাড়ি করেছে। ঘরবাড়ি ঝকঝকে স্বাস্থ্যসম্মত। তাদের বাড়িতে টিউবয়েল স্যানিটারি পায়খানা,সুপেয় পানির ফিল্টার,বৈদ্যুতিক আলো ও পাখা সহ সবই আছে।

তাছাড়া সে ভালো দর্জির কাজও করতে পারে। রেডিমেট কাজের অর্ডার নেওয়া ও সাপ্লাই করে তার ভালো আয় হয়। বাড়ির চৌহদ্দিতে তারা শাক সবজির ক্ষেত করেছে। তা থেকে তারা ভালোই শাক সবজি পায়। সমিতিতে তার সঞ্চয়ের পরিমান বর্তমানে ১১,৩৬০/- টাকা। তাদের তিনটি সন্তানের মধ্যে ২টি কন্যা ও ১টি পুত্র। বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে। ছোট মেয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থী।

ছেলেটি কিন্ডার গার্ডেন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। তারা স্বামী স্ত্রী দুজনে আয় করেন। তার স্বামী এখন আর দিন মজুর নয়। তিনি তার সমস্ত সময় ও প্রচেষ্টা এখন ছাগল পালন ব্যবসায় নিয়োগ করেছেন। সেখান থেকে বছরে তাদের ৮০,০০০/- টাকার বেশি আয় হয়। তাদের পরিবার এখন সচ্ছল। অভাব অনটন নেই। বর্তমানে তাদের আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছ।

সে একজন সফল সুবিধাভোগী। বিআরডিবি'র পল্লী প্রগতি প্রকল্পের সদস্য হয়ে ঋণ সুবিধা নিয়ে তার এ সফলতা অর্জিত হয়েছে। একথা সে স্বীকার করে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছ।

১৬.৪ মোছাঃ আকিকুন্নাহার বেগম'র স্বাবলম্বী হওয়ার গল্প

মোছাঃ আকিকুন্নাহার বেগম, স্বামী মোঃ মোজাফফর হোসেন, গ্রামঃ ডাঙ্গীরপাড়, ইউনিয়নঃ চন্দনপাট, উপজেলাঃ রংপুর সদর, জেলা রংপুর। দুই মেয়ে (একজন প্রতিবন্ধী), এক ছেলে ও স্বামীকে নিয়ে তার সংসার। তার সংসারে নিত্যদিনেই অভাব লেগেই থাকতো। দিন মজুর স্বামীর একা উপার্জনের সংসারে কোন ভাবে স্বচ্ছলতা আসছিল না। কি করবে কিভাবে সংসারে উন্নতি করবে প্রতিবন্ধী মেয়ের চিকিৎসা এবং আর ছেলে মেয়েকে কিভাবে মানুষের মত মানুষ হিসাবে গড়ে তুলবে ভাবতে পারছিলেন না আকিকুন্নাহান। ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত উদকনিক পক্ষ থেকে তার সব কিছু যাচাই বাছাইয়ের পর প্রশিক্ষণার্থী বাছাইয়ের চুড়ান্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং শতরঞ্জী ট্রেডে তাকে প্রশিক্ষণের সুযোগ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে তিনি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি নিজ বাড়িতে গিয়ে এতটি শতরঞ্জী তাঁত স্থাপন করেন এবং তৈরি করতে থাকেন বিভিন্ন প্রকার পাপোশ, কার্পেট, জায়নামাজ,ওয়াল শোপিচ,ইত্যাদি। প্রথমে তিনি খুব কম লাভে তার উৎপাদিত পন্য বিক্রয় করেন। ধীরে ধীরে তার উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা এলাকায় ব্যাপক হারে বেড়ে যায়। তার উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা এতটাই বেড়ে যায় যে, তার আরও একটি শতরঞ্জী তাঁত স্থাপনির প্রয়োজন হয়। তিনি তখন উদকনিক ২য় পর্যায় প্রকল্পে ঋণের জন্য আবেদন করেন এবং প্রকল্পের পক্ষে মাত্র ৬% সেবা মূল্যে ঋণ পেয়ে তিনি আরও দুটি তাঁত মশিন স্থাপন করেন। বর্তমানে তার শতরঞ্জী কারখানার তাঁতের সংখ্যা ০৩ টি। উৎপাদিত শতরঞ্জী অর্ডার গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন রকমের পন্য তৈরী করে দেন। বর্তমানে তার অধীনে ১০ জন শ্রমিক কাজ করেন। প্রতিমাসে তার উপার্জন ২৫,০০০/- (পচিঁশ হাজার) টাকা। বর্তমানে তিনি সমাজে একজন সফল নারী হিসেবে প্রতিষ্টিত। তাকে ঘিরে এখন অনেক নারী সাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখেন। নারী হিসেবে এটাই তার গর্ব। তিনি বিআরডিবি'র উদকনিক প্রকল্পের সফল প্রশিক্ষণার্থী ও উদ্যোগক্তা।

১৬.৫ বিআরডিবির ঋণ নিয়ে দারিদ্র জয়ী পারভীন

নামঃ পারভীন ,স্বামীর নামঃ মোঃ ইউনুস কাজী, মাতার নামঃ হাজেরা বিবি, গ্রামঃ রামকৃষ্ণ, পোষ্টঃ ডুবিসায়বর, উপজেলাঃ জাজিরা, জেলাঃ শরীয়তপুর এর স্থায়ী বাসিন্দা। বাবা মায়ের অস্বচ্ছলতার কারনে তিনি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। লেখাপড়া শেষ না হতেই বাল্যকালে একই গ্রামের মোঃ ইউনুস কাহীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়। ইউনুস কাজীর পৈত্রিক ভিটা ছাড়া অন্য কোন সম্পদ ছিল না। তিনি অন্যের জমিতে দিনমজুরের কাজ করতেন। খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে পারভীন দুই ছেলে ও দুই মেয়ে সন্তানের জননী হন। ফলে অভাব অনটন তাদের সংসারে নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে যায়। তাদের ছেলে মেয়েদের পড়ালেখার খরচ যোগানো পারভীনের স্বামীর একার পক্ষে দূরহ হয়ে পড়ে। ঠিক ঐ সময়ে পারভীনের সাথে বিআরডিবির সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক) এর পরিচয় হয়। তিনি মাঠসহকারীর নিকট থেকে জানতে পারেন বিআরডিবি সহজ শর্তে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণসহ ঋণ সহায়তা প্রদান করে থাকে। মাঠ সহকারীর কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ২০১০ সালে সে সর্বপ্রথম রামকৃষ্ণপুর মহিলা বিত্তহীন দলের একজন নতুন সদস্য হিসেবে ভর্তি হন। এরপর বিআরডিবি হতে প্রশিক্ষণ নিয়ে তৎকালীন উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার পরামর্শে ও তার স্বামীর সহযোগীতায় ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা ঋণ নিয়ে স্থানীয়ভাবে বাঁশ ক্রয় করে ক্ষুদ্র পরিসরে নিজেই বাঁশের দোয়াইর বানানো শুরু করেন। পাশাপাশি তার স্বামী অন্যের জমিতে মজুরী

খাটার পর অতিরিক্ত আয়ের জন্য তারই তৈরি করা দোয়াইর দিয়ে পাশ্ববর্তী নদীতে মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করে অতিরিক্ত আয় করতে থাকেন। পারভীনের স্বামীর মাছ ধরা দেখে আশেপাশের অনেকেই পারভীনের কাছে বাঁশের দোয়াইর ক্রয়ের জন্য বায়না করতে থাকেন। পারভীনের স্বামীর সাথে পরামর্শ করে পারভীন বানিজ্যিক ভাবে দোয়াইর, বাঁশের মাছ ধরা পাটা ও ঘুনি বানানোর সিদ্ধান্ত নেয়। তিনি বিআরডিবি হতে গৃহীত ঋণ নিয়মিত মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করতে থাকেন।নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করায় তারঋণোর সিলিং প্রতি বছর বেড়ে পর্যায়ক্রমে ৭০০০/-,১০০০০/-,১৫০০০/-,২০০০০/-,২৫০০০/-,৩০০০০/-,৩৫০০০/- হয়। সর্বপরি অষ্টম দফায় তিনি ৪০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন।বিআরডিবি অফিসে তার নিজস্ব সঞ্চয় ৭০০০/- টাকা জমা আছে। বর্তমানে তার মাছ ধরার দোয়াইর, পাট ও ঘুড়ি বানানো শিল্পে মজুরী ভিত্তিতে ০৫ (পাচ) জন কর্মচারী নিয়মিত কাজ করে। বাশেঁর পন্য মৌসুমী পন্য হলেও বছরের অধিককাল (আট মাস) তিনি তৈরি করে নিজ বাড়িতে সংরক্ষন করেন। এক মৌসুমে তিনি ২৫০০০ (পঁচিশ হাজার) পন্য উৎপাদন করে থাকেন। তার প্রতিটি পণ্যের উৎপাদন ব্যয় ১২৫/- (একশত পচিঁশ) টাকা। উৎপাদিত পণ্যের প্রতিটি নুন্যতম খুচরা মূল্য ২৩০/-(দুইশত ত্রিশ) টাকা। বর্তমানে তার এই শিল্পে ১,০০,০০০/- টাকার বেশি পুঁজি বিনিয়োগ রয়েছে। সে মোতাবেক তার বিনিয়োগকৃত অর্থ বাদ দিলে তার বাৎসরিক আয় ১,৬২,৫০০/- (এক লক্ষ বাষট্টি হাজার) টাকা।

দরিদ্র পারভীন এখন লাখপতি। তিনি এই শিল্পের আয় হতে ১৬ শতাংশ ফসলী জমি ক্রয় করেছেন। তার এক ছেলে কলেজে অপর ছেলে ও এক মেয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ও ছোট মেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়েন। এখন তিনি স্থানীয় বাজারে স্বামীর জন্য একটি দোকানের বায়না করেছেন। বর্তমানে তার সংসারে কোন অভাব নেই। এখন তিনি একজন সফল ও স্বচ্ছল ক্ষুদ্র শিল্প-উদ্যেগক্তা এবং বিআরডিবির গ্রাজুয়েট সদস্য।

শুকুরজানের সাফল্যের কাহিনী

শরিয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার মোক্তারেরচর ইউনিয়নের মৃধা কান্দি গ্রামে বসবাস করে শুকুরজান। শুকুরজানের স্বামী মোহাম্মদ আলী মাদবর একজন দিনমজুর। কোন রকম কষ্ট করে টেনেটুনে চলছিল তাদের সংসার। অভাব যেন ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী। চাষাবাদের জন্য সামান্য কিছু পরিমান জমি ছিল যা টাকার অভাবে চাষাবাদ করতে পারছিল না। অত্র অঞ্চলের জমি পিয়াজ ও রসূন চাষের জন্য খুবই উপযোগী। একদিন বিআরডিবির সদাবিকের মাঠ সংগঠকের সাথে দেখা শুকুরজানের এবং তার দুঃখের কথা বলে। বিআরডিবির মাঠ সংগঠক তার কৃষিকাজের উপযুক্ত যে জমি আছে সেই জমিতে পিয়াজ ও রসূন চাষাবাদ করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। চাষাবাদের খরচের জন্য বিআরডিবির অফিস থেকে ঋণ সহায়তা প্রদান করার আশ্বাস পেয়ে শুকুরজান ২০১৪ সালে বিআরডিবির সদাবিক প্রকল্পের মূলপাড়া মৃধা কান্দি বিত্তহীন মহিলা দলে ভর্তি হয়। ১ম পর্যায়ে তিনি ১৫০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে ৪০ শতাংশ জমিতে রসূন চাষ করেন। ঐ পেয়াজ-রসূন চাষ থেকে খরচ বাবদ ৩০০০০/- টাকা লাভ হয়।

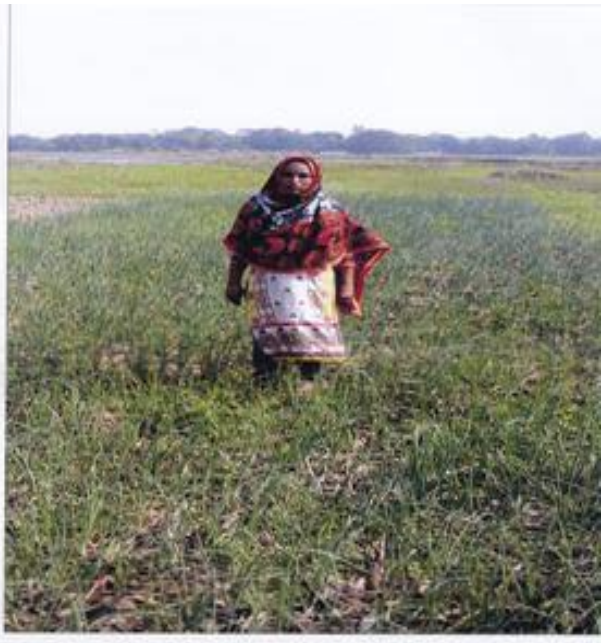

এরপর আবার বিআরডিবি অফিস থেকে ২০০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে আরো বেশ কিছু চাষাবাদের জমি বাড়িয়ে পিয়াজ ও রসূন চাষ করে। এ বছর ফলন বেশ ভালো হয়। বিআরডিবির ঋণ পরিশোধ করারর পরও ৮০০০০/- টাকা লাভ হয়। পুনরায় বিআরডিবি থেকে ৩০০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে এবারও পেয়াজ-রসূন চাষের পাশাপাশি বেশ কিছু জমিতে ধান চাষ করেন। পেয়াজ-রসূনের পাশাপাশি ধানের ফলনও ভালো হয়। এ বছর খরচ বাদে ধান ও সবজি করে বিআরডিবির ঋণ পরিশোধ করে ১৩০০০০/- টাকার মতো লাভ হয়। এখন সে আর্থিক ভাবে সম্পূর্ণ সফল। কারও কাছে তার হাত পাততে হয়না। তার সংসারে আগের মতো আর দুঃখ কষ্ট ও অভাব অনটন । তার এই সাফল্যোর পিছনে বিআরডিবির ঋণ সবচেয়ে বেশি সহায়ক হিসাবে কাজ করেছে। বর্তমানে এই ঋণের ধারা অব্যাহত আছে। এবারও সে কৃষি কাজে প্রায় ১২০০০০/- টাকার মতো চাষাবাদের পেছনে খরচ করেছে। আশা রাখি এবারও ফলন বেশ ভালোই হবে। খরচ বাদে মোটা অংকের টাকা লাভ হবে। বর্তমানে তার সংসারে অনেক স্বচ্ছলতা ফিরে এসেছে। ভালোভাবে দিন কাটছে।

১৬.৬ নিলুফা ইয়াছমিন আজ স্বাবলম্বী

যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলা ইছাপুর গ্রাম। চৌগাছা উপজেলার মধ্যে ইছাপুর গ্রাম একটি দরিদ্র ও ঘনবসতি এলাকা। এই গ্রামেরই হত দরিদ্র পরিবারের সদস্য মোছাঃ নিলুফা ইয়াছমিন বিগত ৫/৬ বছর পূর্বে তার পরিবারের সদস্যরা তিন বেলা পরিমান মত খাওয়া পেত না। তার স্বামী মোঃ মহিউদ্দিন হাবিব একজন মুদি দোকানের কর্মচারী। তার একার আয়ে পরিবারের ব্যয় নির্বাহ হত না। ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার খরচ বহন করতে পারতো না। ঠিক সেই সময়ে নিলুফা ইয়াছমিন জানতে পারে তারই গ্রামে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) চৌগাছা, যশোর এর আওতায় দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো) গ্রামের মহিলাদের জীবন মান উন্নয়ন ও আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য সমিতি গঠন করেছে। নিলুফা ইয়াছমিন গত ০৭/১১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ইছাপুর মৃধাপাড়া মহিলা সমিতির সদস্য হন। সদস্য হয়ে তিনি নীতিমালা অনুযায়ী নিয়মিত সঞ্চয় আমানত জমা করতে থাকেন। প্রথম পর্যায়ে নিলুফা ইয়াছমিন হাঁস-মুরগী পালন খাতে সমিতির মাধ্যমে ১০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে মুরগী ছানা ক্রয় করেন। উক্ত ঋণের টাকা নিয়মিত কিস্তির মাধ্যমে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পরিশোধ করে ২য় বারে ১৫,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং পুনরায় টারকী মুরগী ক্রয় করেন। এভাবে তিনি এ পর্যন্ত সমিতি হতে ৪ বার ঋণ গ্রহণ করেছেন। তাঁর সর্বশেষ ঋণের পরিমান ৪০,০০০/- টাকা। তার বর্তমানে ২,০০০ মুরগীর বাচ্চা আছে। তিনি মুরগী পালনের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ১০ শতক জমি বর্গা নিয়েছেন এবং জমিতে তার স্বামী ও নিজে কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা বর্তমানে টারকী মুরগী সহ একটি ব্যবসা সফল মুরগী খামার গড়ে তুলেছেন।

নিলুফা ইয়াছমিন সমিতির একজন নিয়মিত সদস্য। তিনি বর্তমানে সমিতির সহ সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্ম সংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো) এর ইছাপুর মৃধাপাড়া মহিলা সমিতির সদস্য অনুতর্ভূক্তির পরে তার সংসারে স্বচ্ছলতা ফিরে এসেছে। তার সম্মান ও গ্রহণ যোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দলীয় আলোচনার মাধ্যমে তিনি নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, স্যানিটেশন, নিরাপদ পানি, জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও আর্সেনিকের প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারেন। তিনি এ বিষয়গুলো সম্পর্কে অন্যান্য সদস্যদেরকে পরামর্শ দেন। এছাড়া তিনি বাড়ীর চারপাশে বিভিন্ন প্রকার শাক সবজী চাষ সহ বিভিন্ন প্রকার ফলদ বৃক্ষের বাগান করেছেন। বর্তমানে তার দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে স্কুলে ভালাভাবে লেখাপড়া করছে। এখন মোছাঃ নিলুফা ইয়াছমিন আগের চেয়ে অনেক সুখী জীবন যাপন করছেন।

১৭. গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার

তেতুলিয়া, পঞ্চগড় জেলায় পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ঈদগাঁহ মাঠের সীমানা প্রাচীর শুভ উদ্বোধন করছেন বিআরডিবি'র মহাপরিচালক মহোদয়

পিআরডিপি-৩ প্রকল্পে মাধ্যমে পাড়ার রাস্তা সলিং ও পানি নিষ্কারশন ড্রেন নির্মাণ গ্রামঃ সুজালপুর, কামালেরপাড়া, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

বিআরডিবি'র গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার কার্যক্রম অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত লিংক মডেল পদ্ধতিতে সম্পাদিত পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। লিংক মডেল পদ্ধতিতে পল্লী অঞ্চলে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি (জিসি) গঠন করা হয়। ২০ থেকে ৩০ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি প্রতি মাসে গ্রামে বসে সভা করেন। এ সভায় গ্রামের উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সকল সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের (স্কিম) প্রস্তাব তৈরি করে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন সমন্বয় সভায় (ইউসিসিএম) উপস্থাপন করা হয়। ইউসিসিএমএ অনুমোদিত হলে গ্রামের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হয়। এ সকল স্কিম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে (তিন) ধরনের উৎস থেকে ব্যয় নির্বাহ করা হয়। স্কিমের মোট ব্যয়ের ৭০% (অনধিক ৭০,০০০) টাকা প্রকল্প থেকে, ২০% সংশ্লিষ্ট গ্রামের উপকারভোগী জনগণ এবং ১০% সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের তহবিল থেকে প্রদান করা হয়। এ পদ্ধতিতে স্কিম বাস্তবায়ন করা হলে সরকারের কম টাকায় অনেক বেশি উন্নয়ন করা সম্ভব হয় এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ থাকে মর্মে প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। পিআরডিপি-৩ এর আওতায় ২০১৭-২০১৮অর্থবছরে এ ধরনের ৩৫৩৯ টি ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কারমূলক স্কিম বাস্তবায়ন করা হয়। ইতঃপূর্বে পিআরডিপি-৩ এরআওতায় মোট ৪৫৪৮ টি স্কিম বাস্তবায়ন করা হয়।

পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের সুফলভোগীদের মাঝে মাঠের চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন চেয়াম্যান, পূর্নিমাগাঁতী ইউনিয়ন পরিষদ, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ

পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের আওতায় ৪৫০ ফুট রাস্তায় ইটের সলিংকরণ, বেতকা ইউনিয়ন, টংগীবাড়ি, মুন্সিগঞ্জ

১৮. বিপণন সংযোগ সৃষ্টি

বিআরডিবি উপকারেভোগী সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের যথাযথ মান নিশ্চিত করা, সংরক্ষণ, উৎপাদকের ও ভোক্তার ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির জন্য বিপণন সংযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করে। পণ্য সংরক্ষণের জন্য বিআরডিবি'র বিভিন্ন অবলুপ্ত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৬৮টি গুদামঘর রয়েছে। এছাড়াও কারুপল্লী, কারুগৃহ, শান্তি, পল্লী বাজার ব্রান্ড নামে ৮টি প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে।

বিআরডিবি'র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনী কাম সেলস্ সেন্টার পরিচিতি

১৮.১ কারুপল্লী

'কারুপল্লী' দারিদ্র্য দূরীকরণে বিআরডিবির একটি ব্যতিক্রমধর্মী কার্যক্রম। প্রকৃতপক্ষে এটি গ্রামের অসহায় ও বিত্তহীন সদস্যদের উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প ও অন্যান্য পণ্যের বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র। ১৯৮৯ সালের এপ্রিল মাসে বিআরডিবির উদ্যোগে জাপান ওভারসীজ কোঅপারেশন ভলান্টিয়ার্সের (জেওসিভি) কারিগরী ও আর্থিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয় কারুপল্লী। করুপল্লীর প্রধান উদ্দেশ্য হলো বিআরডিবির সুবিধাভোগী এবং অসহায় ও বিত্তহীন গোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণে মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতা কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন হস্তশিল্পজাত পণ্য উৎপাদন এবং তা দেশি ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিপণন সুবিধা প্রদানে সহায়তা করা। বর্তমানে বিআরডিবির প্রধান কার্যালয় পল্লী ভবন, ৫, কাওরান বাজার, ঢাকায় কারুপল্লীর একটি প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র রয়েছে। প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র ছাড়াও karupalli.brdb.gov.bd ই-কর্মাস সাইটের মধ্যমে কারুপল্লীর পণ্য বিক্রয় করা হয়।

১৮.২ পল্লী বাজার

বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো) প্রকল্পটি বর্তমান সরকারের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত একটি প্রকল্প। প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ নারীদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 'পল্লী বাজার' ব্রান্ড নামে ঢাকা, খুলনা ও যশোরে ০৩ (তিন) টি সেলস্ সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। সেলস্ সেন্টারসমূহ প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মচারিদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। একইসাথে বর্তমান সময়ে অনলাইন মার্কেটিং জনপ্রিয় হওয়ায় প্রকল্পের ই-কমার্স সাইট; www.pallibazar.com.bd চালু করা হয়েছে। পল্লী বাজারে যে সকল পণ্য বিক্রয় করা হয় সেগুলি হলো - নকশি কাঁথা, বেড কভার, হাতের কাজের থ্রিপিচ, শাড়ী, পাঞ্জাবী, ফতুয়া, শিশুদের বিভিন্ন ধরনে পোশাক, কুশন কভার, ওয়ালমেট, পাটজাত দ্রব্য, শোপিচ এবং উৎসব বা ঋতুভেদে নানা ধরণের হাল ফ্যাশনের পোষাক।

১৮.৩ উদকনিক প্রকল্পের প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র

উদকনিক প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের উৎপাদিত বিভিন্ন ধরণের হস্তশিল্প, কৃষি-অকৃষি পণ্যের বিক্রয় ও প্রদর্শনীর জন্য রংপুর জেলায় প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রটির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার ৫ টি জেলার ৩৫ টি উপজেলার সদস্যদের ন্যায্যমূল্যে কাঁচামাল সরবরাহ এবং উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্যসমূহ প্রদর্শনী ও বিক্রয় নিশ্চিত করা হয়। বিক্রয়কেন্দ্র ছাড়াও পণ্যসমূহ প্রকল্পের ই-কমার্স সাইটের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়। উদকনিক প্রকল্পের প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্রের প্রধান পণ্যসমূহ হলো - নকশি কাঁথা ও নকশি টুপি, নকশি বেড কাভার, কুশন কাভার, পাটজাত পণ্য, গহনা সামগ্রী, রংপুরের প্রসিদ্ধ শতরঞ্জি, জামা, পাঞ্চাবী, ব্যাগ, শাড়ি, বিভিন্ন উৎসব এবং ঋতুভেদে নানা ধরণের হাল ফ্যাশানের পোশাক প্রভৃতি।

১৯. অবলুপ্ত কিন্তু বিআরডিবি'র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত কর্মসূচিসমূহ

ক্রঃ নং	কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	প্রকল্প এলাকা ও মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ (উৎসসহ)	মন্তব্য
১	দুঃস্থ পরিবার উন্নয়ন সমিতি (দুপউস)	**এলাকাঃ** ২২ টি জেলার ২৩ উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই ১৯৮২ হতে জুন ১৯৯৩ পর্যন্ত	আরএলএফসহ ১৩৫.৪৫লক্ষ টাকা (ইউনিসেফ)	**বাস্তবায়নেঃ** সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা
২	মহিলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় উন্নয়ন সমিতি (মবিকিউস)	**এলাকাঃ** ঢাকা, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ , গাজীপুর, নরসিংদী ও নারায়নগঞ্জ জেলার মোট ২০ টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই ১৯৮৫ হতে জুন ১৯৯৩ পর্যন্ত	৩৪১.৪১ লক্ষ টাকা (ইউনিসেফ)	**বাস্তবায়নেঃ** সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা।
৩	উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি)	**এলাকাঃ** বৃহত্তর ফরিদপুর জেলাধীন ৫টি জেলার ২৭টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই ১৯৮৬ হতে জুন ২০০৩ পর্যন্ত	৯৯৯৪১.৭৮লক্ষ টাকা (সিডা ও জিওবি)	**বাস্তবায়নেঃ** **নির্বাহী পরিচালক**
৪	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক)	**এলাকাঃ** ২২টি জেলার ১২৩ উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই-১৯৯৩ হতে জুলাই ২০০৫ পর্যন্ত	১৭০৬৬.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)	**বাস্তবায়নেঃ** **প্রকল্প পরিচালক**
৫	পল্লী প্রগতি প্রকল্প	**এলাকাঃ** ৪৭৬টি উপজেলার ৪৭৬টি ইউনিয়ন **মেয়াদঃ** জুলাই ২০০০ হতে জুন ২০০৮ পর্যন্ত	১৪৯৬৬.৭৮ লক্ষ টাকা (জিওবি)	**বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক**
৬	সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)	**এলাকাঃ** দেশের ৬৪ টি জেলার ৪৪৪ টি উপজেলা **মেয়াদঃ** ২০০৩ সাল হতে চলমান	১৮৪.২৫ কোটি টাকা (জিওবি)	রাজস্ব বাজেটের আওতায় অনুন্নয়ন খাতে ছাড়কৃত আবর্তক ঋণ তহবিল **বাস্তবায়নেঃ** সরেজমিন বিভাগের সম্প্রসারণ শাখা
৭	গ্রামীণ মহিলাদের উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (গ্রামউক)	**এলাকাঃ** ৩টি জেলার ৩টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জানুয়ারি ২০০৪ হতে ডিসেম্বর ২০০৫ পর্যন্ত	২২.৩৮লক্ষ টাকা (এএআরডিও)	**বাস্তবায়নেঃ**সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা
৮	গ্রামীণ মহিলাদের উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি (গ্রামউকসক)	**এলাকাঃ** ৩টি জেলার ৩টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১০ পর্যন্ত	২০.০০লক্ষ টাকা (এএআরডিও)	**বাস্তবায়নেঃ** সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা
৯	আবর্তক কৃষি ঋণ কর্মসূচি	**এলাকাঃ** ৬৪ টি জেলায়	১৩১.২৫ কোটি	**বাস্তবায়নেঃ** সরেজমিন বিভাগের ঋণ শাখা

২০. বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়িত অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/কর্মসূচি

ক্রঃ নং	কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	প্রকল্প এলাকা ও মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ (উৎসসহ)	মন্ত্রণালয়ের নাম	মন্তব্য
১	পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প	**এলাকাঃ** পার্বত্য অঞ্চলের ৩টি জেলার ২৫টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই ১৯৯২ থেকে জুন ১৯৯৬ পর্যন্ত	৪২৬.৩১ লক্ষ টাকা ,(জিওবি)	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	**বাস্তবায়নেঃ** সরেজমিন বিভাগের সেচ শাখা
২	প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রকল্প (ব্যানপিএইচসি-০০৬)	**এলাকাঃ** হাট হাজারী-চট্টগ্রাম, ফকিরহাট - বাগেরহাট, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল। (প্রতিটি উপজেলায় ২টি করে ইউনিয়ন) **মেয়াদঃ** জুলাই ১৯৯২ হতে ২০০০ পর্যন্ত	১৬.০২ লক্ষ টাকা , বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়	**বাস্তবায়নেঃ** প্রোগ্রামিং শাখা,পরিকল্পনা, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণবিভাগ
৩	দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনকল্পে বিশেষ বহুমূখী উন্নয়ন প্রকল্প (দুএদাবি)	**এলাকাঃ** ১২টি জেলার ১২টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই ২০০০ হতে জুন ২০০৩ পর্যন্ত	৫৭.৯৬ লক্ষ টাকা (ইফাদ)	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	**বাস্তবায়নেঃ** সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা
৪	অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি	**এলাকাঃ** বিআরডিবিভূক্ত দেশের সকল উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই ২০০৫ হতে জুন ২০০৯ পর্যন্ত	৩৭৫০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	**বাস্তবায়নেঃ** সরেজমিন বিভাগের বাজারজাতকরণ শাখা
৫	আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২	**এলাকাঃ** ৩৯টি জেলার ১০৫টি উপজেলা **মেয়াদঃ** এপ্রিল ২০০৭ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত	৯ ২৭.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)	ভূমি মন্ত্রণালয়	**বাস্তবায়নেঃ** সরেজমিন বিভাগের বাজারজাতকরণ শাখা
৬	গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্প	**এলাকাঃ** ৫৩টি জেলার ১৩২টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত	১১.৭৬ কোটি টাকা (জিওবি)	ভূমি মন্ত্রণালয়	**বাস্তবায়নেঃ** সরেজমিন বিভাগের সম্প্রসারণ শাখা

২১. সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ

ক্র:নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস
১	২	৩	৪	৫
০১	আইআরডিপি মূল প্রকল্প (প্রাথমিক পর্যায়)	১৯৭০ - ১৯৭৩	২১৭.৯৫	জিওবি
০২	বরিশাল সেচ এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা জরিপ প্রকল্প	১৯৭২ - ১৯৭৩	২৫.০০	ইউএসএআইডি
০৩	আইআরডিপি - কেয়ার গুদাম প্রকল্প	১৯৭৩ - ১৯৭৬	৪৯০.০০	কেয়ার
০৪	আইআরডিপি মূল প্রকল্প (প্রথম পর্যায়)	১৯৭৩ - ১৯৭৮	২৪৬.১২	জিওবি
০৫	আইআরডিপি-এমসিসি, আইআরডিপি আইভিএস এবং আইআরডিপি - হিড প্রকল্প	১৯৭৩ - ১৯৭৬	৩২৫.০০	জিওবি, কেয়ার
০৬	আইআরডিপি - কেয়ার (সিইএআই) প্রকল্প	১৯৭৪ -১৯৮০	৩২৪.০০	জিওবি -কেয়ার
০৭	বেঞ্চ-মার্ক জরিপ প্রকল্প	১৯৭৪ - ১৯৭৫	২৫.০০	ইউএসএআইডি
০৮	১৪৫ থানা /উপজেলা পল্লী ভবন নির্মাণ প্রকল্প	১৯৭৪ -১৯৭৮	৫৬৩.০০	ইউএসএআইডি
০৯	হস্ত চালিত নলকূপ সেচ প্রকল্প	১৯৭৫ - ১৯৭৮	৮৪৯.০০	ইউনিসেফ
১০	সমন্বিত শিক্ষা ও কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (সিইএডিপি)	১৯৭৫ - ১৯৭৮	৩২৫.০০	কেয়ার
১১	পল্লী অর্থায়নে পরীক্ষামূলক প্রকল্প	১৯৭৫ - ১৯৭৮	১১১.১৭	ইউএসএআইডি
১২	গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা পরিকল্পনা পাইলট প্রকল্প (১ম পর্যায়)	১৯৭৫ - ১৯৮০	১৬৭.০০	IDA, CIDA
১৩	প্রশিক্ষণ কাম উৎপাদন কেন্দ্র (টিসিপিসি)	১৯৭৫ - ১৯৮০	৭০.২৫	সিডা
১৪	থানা প্রশিক্ষণ ইউনিট (টিটিইউ)	১৯৭৫ -১৯৮১	১৬৮.০০	জিওবি, আইডিএ
১৫	যুব উন্নয়নে পাইলট প্রজেক্ট	১৯৭৫ - ১৯৭৭	১৯.৯৬	জিওবি
১৬	গুদাম নির্মাণ পাইলট প্রকল্প	১৯৭৬ - ১৯৮০	৫৬৪.২৭	জিওবি
১৭	থানা ওয়ার্কশপ কাম কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১৯৭৬ - ১৯৮০	৭১.৭৮	জিওবি
১৮	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-১ (আরডি-১)	১৯৭৬ - ১৯৮৪	৩৭৫৮.২৫	আইডিএ
১৯	কুষ্টিয়া টার্গেট দল জরিপ পরিচালনা প্রকল্প	১৯৭৬ - ১৯৭৭	২৫৭.৫৯	ডাচ
২০	আইআরডিপি সদর কার্যালয় নির্মাণ প্রকল্প	১৯৭৭ - ১৯৮৪	৩৪১.৩৫	জিওবি
২১	যুব কর্মসূচি	১৯৭৭ - ১৯৭৮	৮০.০০	জিওবি
২২	বরিশাল সেচ প্রকল্প, বিআরডিবি অংশ	১৯৭৭ - ১৯৯০	৩৭০৫.০০	বিশ্ব ব্যাংক
২৩	মুহুরি সেচ প্রকল্প, বিআরডিবি অংশ	১৯৭৭ - ১৯৯০	২১৭.৪১	বিশ্ব ব্যাংক
২৪	কর্ণফুলি সেচ প্রকল্প, বিআরডিবি অংশ	১৯৭৭ - ১৯৯০	৫৪৩৬.০০	বিশ্ব ব্যাংক
২৫	চাঁদপুর সেচ প্রকল্প, বিআরডিবি অংশ	১৯৭৭ - ১৯৯০	৭০৪.২৪	বিশ্ব ব্যাংক
২৬	সিরাজগঞ্জ সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এসআইআরডিপি)	১৯৭৭ - ১৯৮৫	৭২৪৮.৭৩	ADB, UNDP, UNICEF
২৭	আইআরডিপি মূল প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়)	১৯৭৮ - ১৯৮০	১২৭৭.৬৯	জিওবি
২৮	নোয়াখালী সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এনআইআরডিপি-১)	১৯৭৮ - ১৯৮৪	৩৩৩০.৭৯	ডানিডা
২৯	সার ও ঋণ বিতরণ পাইলট প্রকল্প (ফাও-নরওয়ে)	১৯৭৮ - ১৯৮০	৬৭.০১	এফএও, নরওয়ে
৩০	জাতীয় যুব সমবায় কমপ্লেক্স	১৯৮০ -১৯৮২	১৪৯.৪৩	জিওবি
৩১	সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি-৩য় পর্যায়)	১৯৮০ -১৯৮৫	৪৮০৩.৪৯	ওডিএ ,আইডিএ
৩২	গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	১৯৮০ -১৯৮৫	৩৫৬.৯২	আইডিএ
৩৩	বাংলাদেশ যুব সমবায় কর্মসূচি	১৯৮০ -১৯৮৫	১৫৪৯.৪৩	জিওবি
৩৪	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	১৯৮০ -১৯৮৫	১৬০.০৪	জিওবি
৩৫	৩য় ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রকল্প (এসএসআইপি)	১৯৮১ -১৯৮৩	১৪৮.৮৭	জিওবি
৩৬	হস্ত চালিত নলকূপ প্রকল্প (এইচ টি ডব্লিউ)	১৯৮১ - ১৯৮৭	৪৮২২.১৩	IDA, UNICEF
৩৭	সার বিতরণ প্রকল্প (এফএও)	১৯৮১ - ১৯৮৭	৪১০.৮৭	FAO,UNDP
৩৮	পল্লী দারিদ্র্য কর্মসূচি (আরপিপি- নরমাল)	১৯৮২ - ৯৮৮	২৪৩৮.৫৯	বিবি, অগ্রণী ব্যাংক
৩৯	দক্ষিণ পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এসডব্লিউআরডিপি)	১৯৮২ - ১৯৯০	১৮০১.৮১	IDA,IFAD
৪০	ভোলা সেচ প্রকল্প (বিআইপি)	১৯৮২ - ১৯৯০	৮৪১.৫০	এডিবি,ইইসি
৪১	বিশেষ মহিলা প্রকল্প	১৯৮২ -১৯৮৫	৭৬.৫০	সিআইডিএ
৪২	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-২)	১৯৮৩ -১৯৯০	১১৬৮৮.৩৩	IDA, SIDA,ODA, UNDP
৪৩	গভীর নলকূপ প্রকল্প-২ (ডিটিডব্লিউ)	১৯৮৩ -১৯৯২	১৪৭৬.৫৭	ওডিএ, আইডিএ
৪৪	২য় পল্লী নলকূপ প্রকল্প (এসটিপি)	১৯৮৩ -১৯৯০	২১৫.৭৪	এডিবি
৪৫	ভূমিহীন ও বিত্তহীনদের সেচযন্ত্র বিতরণ প্রকল্প	১৯৮৩ -১৯৮৫	১১২.৩৩	এফ ফাউন্ডেশন

ক্র:নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস
৪৬	নোয়াখালী সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (এনআইআরডিপি-২)	১৯৮৪ - ১৯৯০	১০৫৯৫.৫৬	ডানিডা
৪৭	টাঙ্গাইল কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি (টিএডিপি)	১৯৮৪ -১৯৯০	১৮৬৪.০০	জিটিজেড
৪৮	সমন্বিত নারী ও শিশু সহযোগিতা উন্নয়ন প্রকল্প	১৯৮৫ -১৯৯৩	২৬৫৯.০৪	ইউনিসেফ
৪৯	গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	১৯৮৫ - ১৯৯০	১৪২৪.২১	সিআইডিএ
৫০	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি -৯, ১ম পর্যায়)	১৯৮৫ - ১৯৯২	৬১৬৮.৭২	ইইসি
৫১	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-৫-পিইপি) ১ম পর্যায়	১৯৮৬ -১৯৯০	১৪৭৬.৪৩	SIDA, NOARD
৫২	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি ১২)	১৯৮৮ -১৯৯৬	১০৭৫৪.০৬	সিআইডিএ
৫৩	ভোলা যান্ত্রিক সেচ প্রকল্প	১৯৮৯ - ১৯৯০	১৬.২৫	এ ডাচ সিটিজেন
৫৪	পুনঃ পুকুর খনন প্রকল্প	১৯৯০ - ১৯৯১	৮৮.৭৮	ডাবিস্নউ এফ পি
৫৫	টাঙ্গাইল পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (টিআরডিপি)	১৯৯০ - ১৯৯৩	২৪১৭.৪৯	জিটিজেড
৫৬	সমবায়ের মাধ্যমে চাষাবাদ পাইলট প্রকল্প	১৯৯০ - ১৯৯৬	৩২৮.৬৮	জিওবি
৫৭	গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়)	১৯৯০ - ১৯৯৬	২৪৯৯.৩০	সিআইডিএ,আইডিএ
৫৮	বিআরডিবি উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ প্রকল্প	১৯৯০ - ১৯৯১	১৫৮.১২	ওডিএ
৫৯	প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ সহায়ক শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	১৯৯০ - ১৯৯১	৬৩৩.২০	ওডিএ
৬০	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-৫ পিইপি ২পর্যায়)	১৯৯০ - ১৯৯৬	৪৩২৪.২৪	SIDA, NOARD
৬১	বন্যা ও সাইক্লোন প্রবণ এলাকায় ন্যূনতম ব্যয়ে পল্লী বাড়ি নির্মাণ প্রকল্প	১৯৯১ - ১৯৯২	২০৬.২৫	জিওবি
৬২	পল্লী দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কৌশলের প্রায়োগিক গবেষণা কর্মসূচি	১৯৯১ - ১৯৯৩	৩.২৩	ইএসসিএপি
৬৩	এফডব্লিউইপি-২	১৯৯১ - ১৯৯৮	১৬৯.৪৪	ILO, UNFPA
৬৪	সাইক্লোন প্রবণ এলাকার পরিবারের জন্য বিশেষ প্রকল্প	১৯৯১ - ১৯৯৯	১৮০.০০	আইএফএডি
৬৫	মডেল পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এমআরডিপি)	১৯৯২ - ২০০০	১৯৭৬.৯৫	জাপান
৬৬	চট্টগ্রামের সাইক্লোন ও বন্যা প্রবল এলাকায় সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ প্রকল্প	১৯৯২ - ১৯৯৬	১০৯৯.৭৫	জাপান
৬৭	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-৯ ২য় পর্যায়)	১৯৯২ - ২০০০	৬৮০৮.৬৬	ইইসি
৬৮	আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প (চট্টগ্রাম পাহাড়ী এলাকা)	১৯৯২ - ১৯৯৬	১৭৯৭৬.৮২	এডিবি,জিওবি
৬৯	প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রকল্প	১৯৯২ - ২০০০	১৫.০০	জিওবি
৭০	বিআরডিবি -জাইকা মেহেরপুর ছাগল পালন প্রকল্প	১৯৯২ - ২০০০	২.৭১	জাইকা
৭১	উত্তর পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এনডব্লিউআরডিপি)	১৯৮৩ -১৯৯২	৩১৭৪.৭৮	ADB, IFAD
৭২	দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প (আরপিএপি ১ম পর্যায়)	১৯৯৩ -১৯৯৮	৬৬৫৫.০০	জিওবি
৭৩	পল্লী দরিদ্র সমবায় প্রকল্প (আরপিসিপি)	১৯৯৩ -১৯৯৮	১০২১৭.৪৮	এডিবি
৭৪	টাঙ্গাইল জেলার সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি ও সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ	১৯৯৪ - ১৯৯৯	২১৮.০০	জিওবি
৭৫	বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী দরিদ্র সমবায় সহায়তা প্রকল্প	১৯৯৫ - ২০০০	২৫০০.০০	জিওবি
৭৬	দ্বিতীয় ভোলা সেচ প্রকল্প	১৯৯৬ -১৯৯৮	১৭৮২৫.০৫	এডিবি
৭৭	সরিষাবাড়ি পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এসআরডিপি)	১৯৯৬ -১৯৯৮	৯০.৩৩	জিওবি
৭৮	পল্লী বিত্তহীন প্রকল্প (আরবিপি)	১৯৯৬ -২০০০	১১৮৫০.০০	সিআইডিএ
৭৯	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আর ডি-৫, পিইপি, ৩য় পর্যায়)	১৯৯৬ -২০০৩	৮৮৭৯.০০	এসআইডিএ
৮০	পল্লী দারিদ্র্য প্রকল্প	১৯৯৬ -১৯৯৮	২৮৯.৩৮	এসআইডিএ
৮১	কুড়িগ্রাম দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প	১৯৯৭ - ২০০০	৮৬৫.০০	এনওআরএডি
৮২	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (BPATC), কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রকল্প	১৯৯৭ - ২০০০	১৬১৮.৩৭	জিওবি
৮৩	সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প-১	১৯৯৭ - ২০০২	১৯৪৮.৫০	ইউএনডিপি
৮৪	সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প-৩	১৯৯৭ - ২০০২	২৭৫২.৬৬	ইউএনডিপি
৮৫	সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প-২	১৯৯৭ - ২০০২	২৬৭৭.৪৯	ইউএনডিপি
৮৬	পিইপির গবেষণা কর্মসূচি	১৯৯৮ -২০০০	০০.০০	এসআইডিএ
৮৭	বিআরডিবি'র সমর্থন কর্মসূচি	১৯৯৮ -২০০০	৮৩০.০০	এসআইডিএ
৮৮	দরিদ্র মহিলাদের জন্য আত্ম কর্মসংস্থান কর্মসূচি	১৯৯৮ -২০০৩	১০০০.০০	জিওবি
৮৯	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সংশোধিত ২য় পর্যায়)	১৯৯৮ -২০০৫	১৭০৬৬.০০	জিওবি
৯০	রুরাল লাইভলিহুড প্রজেক্ট (আরএলপি)	১৯৯৮- ২০০৭	৩১৫৬৫.০০	এডিবি/জিওবি/ইউবিসিসিএ

ক্র:নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস
৯১	দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনকল্পে বিশেষ বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্প (দুএদাবি)	২০০০ - ২০০১	৮৭০.০০	জিওবি
৯২	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (পরিচালনা পর্যায়)	২০০০ - ২০০৪	৯৩৩.০৯	জিওবি
৯৩	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (টিএপিপি)	২০০০ - ২০০৪	৯৩৭.৮৭	জাইকা
৯৪	বিআরডিটিআই ভৌত অবকাঠামো ও প্রশিক্ষণ সুবিধাদী সম্প্রসারণ প্রকল্প	২০০০ -২০০৫	৫৬১.৬৭	জিওবি
৯৫	পল্লী প্রগতি প্রকল্প (পিপিপি)	২০০১ - ২০০৯	১৪০০২.৮০	জিওবি
৯৬	সামাজিক ক্ষমতায়ন -২ প্রকল্প (সংশোধিত) (কনসলিডেশন ফেজ)	২০০২ - ২০০৪	৭৫৪.০০	ইউএনডিপি
৯৭	আর্সেনিক মিটিগেশন কার্যক্রম ফর পিইপি মেম্বারস	২০০৩ -২০০৪	৯৯.৫০	এসআইডিএ
৯৮	এ্যাডভোকেসি অন রিপ্রডাকটিভ হেলথ এন্ড জেন্ডার ইস্যুজথ্রো রুরাল কোঅপারেটিভস	২০০৩ -২০০৫	১৪৫.০০	ইউএনএফপিএ
৯৯	উত্তর পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এনডাব্লিউ আরডিপি)	২০০৩ -২০০৬	১৫০০০.০০	জিওবি
১০০	সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)	২০০৩ -২০০৬	২২১২.০০	জিওবি
১০১	দারিদ্র্য বিমোচনে মহিলাদের আত্ম কর্মসংস্থান কর্মসূচি	২০০৩ -২০০৬	৫০০০.০০	জিওবি
১০২	গ্রামীণ মহিলাদের জন্য উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন কর্মসূচি	২০০৪ - ২০০৫	২৯.১০	এএআরডিও
১০৩	অংশীদারিত্বমূলক লিংক মডেল গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প	২০০৪ - ২০০৫	৬৪.৭৯	জাইকা
১০৪	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্য অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি	২০০৫ -২০০৯	১৯৫০.৮০	জিওবি
১০৫	অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি	২০০৫ -২০০৯	২৫০০.০০	জিওবি
১০৬	অংশীদারিত্বমূলক লিংক মডেল গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প-২	২০০৫ - ২০১০	১৯৫০.৮০	জাইকা
১০৭	সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)	২০০৭ - ২০০৯	৯৫০.৮০	জিওবি
১০৮	দরিদ্র মহিলাদের উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি	২০০৭ - ২০০৯	২৮.০০	এএআরডিও
১০৯	উত্তরাঞ্চলের হত দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উহদকনিক) - ১ম পর্যায়	২০০৭ - ২০১১	২৪৭৮.৪৩	জিওবি
১১০	আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প-২	২০০৭ - ২০১৭	৯৭৪.০০	জিওবি
১১১	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (পরিচালনা পর্যায়)	২০০৯ -২০১৩	৪৯০০.০০	জিওবি
১১২	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়নের উপর টিএ কর্মসূচি, ভালুকা, ময়মনসিংহ ও পীরগঞ্জ, রংপুর।	২০১০ - ২০১১	১৩.৫০	জিওবি, কৈকা
১১৩	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ	২০১১-২০১৬	৬০৯৩.১৩	জিওবি
১১৪	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী (সিভিডিপি)-২য় পর্যায়	২০০৯-২০১৫	২৪২৪.৪০৯	জিওবি
১১৫	সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প	২০১৩-২০১৫	১৯৮৩.০৬	জিওবি ও কেএসএস
১১৬	ইনিশিয়েটিভ ফর ডেভেলপমেন্ট, এমপাওয়ারমেন্ট, এওয়ারনেস এন্ড লাইভলিহুড প্রজেক্ট কুড়িগ্রাম (আইডিএএল)	২০১২-২০১৬	২০৪৩.৭৫	জিওবি

২২. বিআরডিবি'র নাগরিক সেবা

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদানে সর্বোচ্চ সময়	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/আবেদন ফরম প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি (যদি থাকে)	শাখার নামসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদবী, রুম নম্বর, জেলা/উপজেলার কোড, অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল	উর্দ্ধতন কর্মকর্তার পদবী, রুম নম্বর, জেলা/উপজেলার কোডসহ অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল
১	পল্লী অঞ্চলে কৃষক, বিত্তহীন ও মহিলা জনগোষ্ঠী নিয়ে প্রাথমিক সমবায় সমিতি গঠন।	৪০ কর্মদিবস	সভার রেজুলিউশনের কপি; পূরণকৃত আবেদনপত্র; সভ্য রেজিস্টার ও অন্যান্য বহি;	সভার রেজুলিউশনের কপি; পূরণকৃত আবেদনপত্র; সভ্য রেজিস্টার ও অন্যান্য বহি; প্রাপ্তিস্থান: উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়।	সদস্য ভর্তি ফি ১০/- টাকা (নির্ধারিত ব্যাংকে জমাদান ও রশিদ আবেদনের সঙ্গে সংযুক্তকরণ)	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, পল্লী ভবন, সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ। অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল সংযুক্তি-'ক' দ্রষ্টব্য।	উপপরিচালক, উপপরিচালকের কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট জেলা। অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল সংযুক্তি-'খ' দ্রষ্টব্য।
২	প্রাথমিক সমবায় সমিতি নিবন্ধন।	১০ কর্মদিবস	আবেদনপত্র (ফরম-৩), পাসপোর্ট আকারের এক কপি ছবি ও জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি; সমিতির উপআইন, প্রয়োজনীয় রেজিস্টার; শেয়ার-সঞ্চয়ের ব্যাংক বিবরণী এবং সমিতির অফিসের ঠিকানার প্রত্যয়নপত্র;	আবেদনপত্র (ফরম-৩), পাসপোর্ট আকারের এক কপি ছবি ও জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি; সমিতির উপআইন, প্রয়োজনীয় রেজিস্টার; শেয়ার-সঞ্চয়ের ব্যাংক বিবরণী এবং সমিতির অফিসের ঠিকানার প্রত্যয়নপত্র; প্রাপ্তিস্থান: উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়।	প্রত্যেক সদস্যের ভর্তি ফি বাবদ ২০/- টাকা ব্যাংকে জমার রশিদ	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, পল্লী ভবন, সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ। অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল সংযুক্তি-'ক' দ্রষ্টব্য।	উপপরিচালক, উপপরিচালকের কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট জেলা। অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল সংযুক্তি-'খ' দ্রষ্টব্য।
৩	পল্লী উন্নয়ন দল গঠন।	৪০ কর্মদিবস	আবেদনপত্র, প্রত্যেক সদস্যের পাসপোর্ট আকারের এক কপি ছবি ও জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি; পাশবহি ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক রেজিস্টার।	আবেদনপত্র, প্রত্যেক সদস্যের পাসপোর্ট আকারের এক কপি ছবি ও জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি; পাশবহি ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক রেজিস্টার। প্রাপ্তিস্থান: উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়।	প্রত্যেক সদস্যের ভর্তি ফি বাবদ ১০/- টাকা ব্যাংকে জমার রশিদ।	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, পল্লী ভবন, সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ। অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল সংযুক্তি-'ক' দ্রষ্টব্য।	উপপরিচালক, উপপরিচালকের কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট জেলা। অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল সংযুক্তি-'খ' দ্রষ্টব্য।
৪(ক)	সুফলভোগী সদস্যদের জন্য মানবিক উন্নয়ন/ সমবায়-সাংগঠনিক/আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ	বাছাইয়ের জন্য ৫ কর্মদিবস; প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৫ কর্মদিবস।	সদস্য মনোনয়নে প্রাথমিক সমিতি/পল্লী উন্নয়ন দলের সাপ্তাহিক সভার সিদ্ধান্ত সম্বলিত রেজুলিউশনের কপি।	সদস্য মনোনয়নে প্রাথমিক সমিতি/পল্লী উন্নয়ন দলের সাপ্তাহিক সভার সিদ্ধান্ত সম্বলিত রেজুলিউশনের কপি।	-	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, পল্লী ভবন, সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ। অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল সংযুক্তি-'ক' দ্রষ্টব্য।	উপপরিচালক, উপপরিচালকের কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট জেলা। অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল সংযুক্তি-'খ' দ্রষ্টব্য।
৪(খ)	সুফলভোগী সদস্যদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দক্ষতা বৃদ্ধি/ট্রেডভিত্তিক স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ।	বাছাইয়ের জন্য ৫ কর্মদিবস; প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৩-৬০ কর্মদিবস	সদস্য মনোনয়নে প্রাথমিক সমিতি/পল্লী উন্নয়ন দলের সাপ্তাহিক সভার সিদ্ধান্ত সম্বলিত রেজুলিউশনের কপি।	সদস্য মনোনয়নে প্রাথমিক সমিতি/পল্লী উন্নয়ন দলের সাপ্তাহিক সভার সিদ্ধান্ত সম্বলিত রেজুলিউশনের কপি।	-	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, পল্লী ভবন, সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ। অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল সংযুক্তি-'ক' দ্রষ্টব্য।	উপপরিচালক, উপপরিচালকের কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট জেলা। অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল সংযুক্তি-'খ' দ্রষ্টব্য।
৪(গ)	অপ্রধান শস্য চাষের কলাকৌশল বিষয়ে নিবিড় প্রশিক্ষণ (প্রকল্পভুক্ত কৃষকদের ক্ষেত্রে)	বাছাইয়ের জন্য ৫ কর্মদিবস; প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৫ কর্মদিবস	-	-	-	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, পল্লী ভবন, সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ। অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল সংযুক্তি-'ক' দ্রষ্টব্য।	উপপরিচালক, উপপরিচালকের কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট জেলা। অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল সংযুক্তি-'খ' দ্রষ্টব্য।

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদানে সর্বোচ্চ সময়	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/আবেদন ফরম প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি (যদি থাকে)	শাখার নামসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদবী, রুম নম্বর, জেলা/উপজেলার কোড, অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল	উর্দ্ধতন কর্মকর্তার পদবী, রুম নম্বর, জেলা/উপজেলার কোডসহ অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল
৪(ঘ)	গভীর নলকূপ মেইনটেন্যান্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও সরঞ্জাম হস্তান্তর (প্রকল্পভুক্ত কৃষক সমবায়ীদের ক্ষেত্রে)	বাছাইয়ের জন্য-৫ কর্মদিবস; প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৫ কর্মদিবস; (সরঞ্জাম হস্তান্তর তাৎক্ষণিকভাবে)		-	-	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, পল্লী ভবন, সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ। অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল সংযুক্তি-'ক' দ্রষ্টব্য।	উপপরিচালক, উপপরিচালকের কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট জেলা। অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল সংযুক্তি-'খ' দ্রষ্টব্য।
৫	উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণোত্তর সম্পদ সহায়তা	তাৎক্ষণিক	-	-	-	-	-
৬	উপকারভোগীদের নিজস্ব মূলধন সৃষ্টি।	১ কর্মদিবস	পাশবহি, রশিদ বহি ও ডাব্লিউসিএস; ব্যাংক-জমার তিন পার্ট রশিদ;	পাশবহি, রশিদ বহি ও ডাব্লিউসিএস; ব্যাংক-জমার তিন পার্ট রশিদ; প্রাপ্তিস্থান: উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়।	-	সংশ্লিষ্ট ব্লকের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাঠকর্মী পল্লী ভবন, সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ।	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, পল্লী ভবন, সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ। অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল সংযুক্তি-'ক' দ্রষ্টব্য
৭(ক)	কৃষি ও অকৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মূলধন (ঋণ তহবিল) যোগান ও তদারকি।	৫-১০ কর্মদিবস	প্রাথমিক সমিতি/পল্লী উন্নয়ন দলের সাপ্তাহিক সভার রেজুলিউশনের কপি; প্রত্যেক সদস্যের পাসপোর্ট আকারের এক কপি ছবি ও জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি; ঋণের আবেদনপত্র, তমসুক, ডিপিনোট, আমোক্তারনামা, মর্টগেজ (কৃষক/মহিলা সমিতির ক্ষেত্রে) এবং উৎপাদন পরিকল্পনা (কৃষক সমিতির ক্ষেত্রে)।	প্রাথমিক সমিতি/পল্লী উন্নয়ন দলের সাপ্তাহিক সভাররেজুলিউশনের কপি; প্রত্যেক সদস্যের পাসপোর্ট আকারের এক কপি ছবি ও জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি; ঋণের আবেদনপত্র, তমসুক, ডিপিনোট আমোক্তার নামা, মর্টগেজ (কৃষক/মহিলা সমিতির ক্ষেত্রে) এবং উৎপাদন পরিকল্পনা (কৃষক সমিতির ক্ষেত্রে)। প্রাপ্তিস্থান: উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয় ও বিআরডিবি'র ওয়েবসাইটঃ (www.brdb.gov.bd)	সদস্য পাশবহি বাবদ ১৫/- টাকা (ব্যাংকে জমা)	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, পল্লী ভবন, সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ। অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল সংযুক্তি-'ক' দ্রষ্টব্য।	উপপরিচালক, উপপরিচালকের কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট জেলা। অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল সংযুক্তি-'খ' দ্রষ্টব্য।
৭(খ)	পাবর্ত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র জাতি সত্তার জনগোষ্ঠী এবং আশ্রয়ন-আদর্শ গ্রাম-গুচ্ছগ্রামে বসবাসরত নারী-পুরুষের কর্মসংস্থানের জন্য ঋণ সহায়তা।	৫-১০ কর্মদিবস	সদস্যের পাসপোর্ট আকারের এক কপি ছবি ও জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি; ঋণের আবেদনপত্র, তমসুক, ডিপিনোট, দলের সাপ্তাহিক সভার রেজুলিউশনের কপি।	সদস্যের পাসপোর্ট আকারের এক কপি ছবি ও জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি; ঋণের আবেদনপত্র, তমসুক, ডিপিনোট দলের সাপ্তাহিক সভার রেজুলিউশনের কপি প্রাপ্তিস্থান: উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয় ও বিআরডিবি'র ওয়েবসাইটঃ(www.brdb.gov.bd)	সদস্য পাশবহি বাবদ ১৫/- টাকা (ব্যাংকে জমা)	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, পল্লী ভবন, সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ। অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল সংযুক্তি-'ক' দ্রষ্টব্য।	উপপরিচালক, উপপরিচালকের কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট জেলা। অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল সংযুক্তি-'খ' দ্রষ্টব্য।

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদানে সর্বোচ্চ সময়	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/আবেদন ফরম প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি (যদি থাকে)	শাখার নামসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদবী, রুম নম্বর, জেলা/উপজেলার কোড, অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল	উর্দ্ধতন কর্মকর্তার পদবী, রুম নম্বর, জেলা/উপজেলার কোডসহ অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল
৭(গ)	অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের কর্মসংস্থানের জন্য নামমাত্র সেবা মূল্যে ঋণ সহায়তা।	৫-১০ কর্মদিবস	মুক্তিযোদ্ধা সনদের কপি, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণ সনদের কপি, ইউনিয়ন পরিষদের প্রত্যয়ন, তিনশ' টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তিনামা; ঋণের আবেদনপত্র, এক কপি ছবি, দায়বন্ধকরণপত্র ও অঙ্গীকারনামা।	মুক্তিযোদ্ধা সনদের কপি, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণ সনদের কপি, ইউনিয়ন পরিষদের প্রত্যয়ন, তিনশ' টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তিনামা; ঋণের আবেদনপত্র, এক কপি ছবি, দায় বন্ধকরণপত্র ও অঙ্গীকারনামা। প্রাপ্তিস্থান: উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয় ও বিআরডিবি'র ওয়েবসাইটঃ (www.brdb.gov.bd)	সদস্য পাশবহি বাবদ ১৫/- টাকা (ব্যাংকে জমা)	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, পল্লী ভবন, সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ। অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল সংযুক্তি-'ক' দ্রষ্টব্য।	উপপরিচালক, উপপরিচালকের কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট জেলা। অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল সংযুক্তি-'খ' দ্রষ্টব্য।
৭(ঘ)	অপ্রধান শস্য উৎপাদন উৎসাহিতকরণে দলের সদস্যদের কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে ৪% সুদে ঋণের যোগান (প্রকল্প এলাকার জন্য)।	৫-১০ কর্মদিবস	কৃষি ব্যাংকের প্রচলিত ব্যবস্থা মোতাবেক আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র।	কৃষি ব্যাংকের প্রচলিত ব্যবস্থা মোতাবেক আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র। প্রাপ্তিস্থান: উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়।	-	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, পল্লী ভবন, সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ। অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল সংযুক্তি-'ক' দ্রষ্টব্য।	উপপরিচালক, উপপরিচালকের কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট জেলা। অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল সংযুক্তি-'খ' দ্রষ্টব্য।
৮	কারুপল্লী, কারুগৃহ, পল্লী রং ও পল্লীবাজারের মাধ্যমে সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের মার্কেটিং লিংকেজ।	১-১০ কর্মদিবস	-	-	-	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, পল্লী ভবন, সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ। অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল সংযুক্তি-'ক' দ্রষ্টব্য।	উপপরিচালক, উপপরিচালকের কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট জেলা। অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল সংযুক্তি-'খ' দ্রষ্টব্য।
৯	সুফলভোগীদের জন্য কৃষি ও অকৃষি পণ্য গুদামজাতকরণ সেবা।	১-২ কর্মদিবস	প্রাথমিক সমিতির সিদ্ধান্তের রেজুলিউশনের কপি; আবেদনপত্র (প্রাপ্তিস্থান: উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়); মালামালের কোয়ালিটি সনদপত্র (সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃক)।	প্রাথমিক সমিতির সিদ্ধান্তের রেজুলিউশনের কপি; আবেদনপত্র (প্রাপ্তিস্থান: উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়); মালামালের কোয়ালিটি সনদপত্র (সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃক)।	ইউসিসিএ কর্তৃক নির্ধারিত।	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, পল্লী ভবন, সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ। অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল সংযুক্তি-'ক' দ্রষ্টব্য।	উপপরিচালক, উপপরিচালকের কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট জেলা। অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল সংযুক্তি-'খ' দ্রষ্টব্য।
১০	সুফলভোগী সদস্যদের কৃষি ও অকৃষি পণ্যের উৎপাদন কৌশল, উপযুক্ত প্রযুক্তি ও বিপণন বিষয়ে তথ্য ও পরামর্শ প্রদান।	তাৎক্ষণিক অথবা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ১-২ কর্মদিবস	-	-	-	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, পল্লী ভবন, সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ। অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল সংযুক্তি-'ক' দ্রষ্টব্য।	উপপরিচালক, উপপরিচালকের কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট জেলা। অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল সংযুক্তি-'খ' দ্রষ্টব্য।
১১	অপ্রধান শস্য উৎপাদন উৎসাহিতকরণ সংক্রান্ত প্রদর্শনী প্লট/খামার স্থাপন।	১০ কর্মদিবস	-	-	-	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, পল্লী ভবন, সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ। অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল সংযুক্তি-'ক' দ্রষ্টব্য।	উপপরিচালক, উপপরিচালকের কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট জেলা। অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল সংযুক্তি-'খ' দ্রষ্টব্য।

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদানে সর্বোচ্চ সময়	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/আবেদন ফরম প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি (যদি থাকে)	শাখার নামসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদবী, রুম নম্বর, জেলা/উপজেলার কোড, অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল	উর্দ্ধতন কর্মকর্তার পদবী, রুম নম্বর, জেলা/উপজেলার কোডসহ অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল
১২ (ক)	অচল গভীর নলকূপ মেরামতের মাধ্যমে সচলকরণ (প্রকল্পভুক্ত সমিতির স্কিমের ক্ষেত্রে)	২০ কর্মদিবস	• সমিতির রেজুলিউশনের কপি; মেরামত ব্যয়ের ১০%, অর্থের চেক/জমার রশিদ (ব্যাংকে জমা)।	সমিতির রেজুলিউশনের কপি; মেরামত ব্যয়ের ১০%, অর্থের চেক/ব্যাংকে জমার রশিদ।	-	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, পল্লী ভবন, সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ। অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল সংযুক্তি-'ক' দ্রষ্টব্য।	উপপরিচালক, উপপরিচালকের কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট জেলা। অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল সংযুক্তি-'খ' দ্রষ্টব্য।
১২ (খ)	সেচ সম্প্রসারণের আওতায় বিআরডিবি কর্তৃক স্থাপিত গভীর নলকূপের ব্যবস্থাপনা সহায়তা।	তাৎক্ষণিক অথবা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ১-২ কর্মদিবস	-	-	-	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, পল্লী ভবন, সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ। অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল সংযুক্তি-'ক' দ্রষ্টব্য।	উপপরিচালক, উপপরিচালকের কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট জেলা। অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল সংযুক্তি-'খ' দ্রষ্টব্য।
১৩	কৃষি ও অকৃষি খাতে সুফলভোগীদের মাঝে বিতরণকৃত ঋণ কিস্তি ভিত্তিতে আদায়।	তাৎক্ষণিক/ ১ কর্মদিবস	-	-	-	সংশ্লিষ্ট মাঠকর্মী পল্লীভবন, উপজেলা পরিষদ।	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, পল্লী ভবন, সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ। অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল সংযুক্তি-'ক' দ্রষ্টব্য।
১৪	বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ	তাৎক্ষণিক	-	-	প্রতিটি চারা গাছ বিনামূল্যে/নাম মাত্র মূল্যে (স্থানীয় ভাবে নির্ধারিত)	-	-
১৫	বিবিধ সামাজিক সমস্যা, স্যানিটেশন প্রভৃতি বিষয়ে এ্যাডভোকেসি সেবা।	তাৎক্ষণিক	-	-	-	-	-
১৬(ক)	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (পিআরডিপি-৩) এর আওতায় গ্রাম কমিটির সভা (জিসিএম) আয়োজন।	৩ কর্মদিবস	-	-	-	ইউনিয়ন ডেভেলপমেন্ট অফিসার সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ।	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, পল্লী ভবন, সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ। অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল সংযুক্তি-'ক' দ্রষ্টব্য।
১৬(খ)	পল্লী অঞ্চলে উন্নয়নমূলক বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র স্কিম বাস্তবায়ন (পিআরডিপি-৩ প্রকল্পভুক্ত এলাকায়)।	১০ কর্মদিবস	ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুত; প্রাক্কলিত ব্যয়ের গ্রামবাসীর অংশবাবদ ১০% অর্থের চেক এবং ইউনিয়ন পরিষদের অংশের ২০% অর্থের চেক/ব্যাংক জমার রশিদ।	ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুত; প্রাক্কলিত ব্যয়ের গ্রামবাসীর অংশবাবদ ১০% অর্থের চেক এবং ইউনিয়ন পরিষদের অংশের ২০% অর্থের চেক/ব্যাংক জমার রশিদ।	-	ইউনিয়ন ডেভেলপমেন্ট অফিসার সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ।	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, পল্লী ভবন, সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ। অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল সংযুক্তি-'ক' দ্রষ্টব্য।
১৭	নাগরিক সেবা সম্পর্কিত তথ্য অনলাইনে উন্মুক্তকরণ।	সার্বক্ষণিক	-	-	-	উপপরিচালক (প্রোগ্রামিং) বিআরডিবি, ঢাকা। টেলিফোনঃ ৮১৮০০২৫ ই-মেইলঃddprog@brdb	যুগ্ম পরিচালক (আরইএম) বিআরডিবি, ঢাকা। টেলিফোনঃ ৮১৮০০১৪ ইমেইলঃ- jdrem@brdb.gov.bd

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদানে সর্বোচ্চ সময়	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/আবেদন ফরম প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি (যদি থাকে)	শাখার নামসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদবী, রুম নম্বর, জেলা/উপজেলার কোড, অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল	উর্দ্ধতন কর্মকর্তার পদবী, রুম নম্বর, জেলা/উপজেলার কোডসহ অফিসিয়াল টেলিফোন ও ই-মেইল
						.gov.bd	
১৮	তথ্য অধিকার আইনের আওতায় বিআরডিবি সংক্রান্ত চাহিত/যাচিত তথ্য প্রদান।	২০ কার্য দিবস/তথ্য অধিকার আইন মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে।	নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র	নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র (প্রাপ্তিস্থান: অনলাইন)।	পৃষ্ঠা সংখ্যা অনুপাতে ফটো কপির মূল্য ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা (প্রতি পৃষ্ঠা ২/- টাকা হারে)।	উপপরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়) বিআরডিবি, ঢাকা। টেলিফোনঃ ৮১৮০০১৮ ই-মেইলঃ ddprc@brdb.gov.bd	মহাপরিচালক বিআরডিবি, ঢাকা। টেলিফোনঃ ৮১৮০০০২ ই-মেইলঃ dg@brdb.gov.bd

উন্নয়ন মেলা ২০১৮ বিআরডিবি'র স্টল পরিদর্শন করছেন পরিচালক (প্রশাসন) ও মহাপরিচালক মহোদয় ।

২৩. বিআরডিবি'র গুরুত্বপূর্ণ টেলিফোন নম্বর

২৩.১ সদরদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দের টেলিফোন নম্বর (পিএবিএক্স এর জন্য +৮৮০-২-৮১৮০০৩০ থেকে ৮১৮০০৩৪)

ক্রঃ নং	পদবী	টেলিফোন	পিএবিএক্স	মোবাইল ফোন	ইমেইল
মহাপরিচালকের দপ্তর					
১	মহাপরিচালক	৮১৮০০০২	১০১		dg@brdb.gov.bd
২	মহাপরিচালকের পিএস		১০২	০১৯৯১১৩২১০০	psdg@brdb.gov.bd
৩	উপপরিচালক (জনঃ ও সমঃ)	৮১৮০০১৮	১০৩	০১৯৯১১৩২০৪০	ddprc@brdb.gov.bd
প্রশাসন বিভাগ					
৪	পরিচালক (প্রশাসন)	৮১৮০০০৪	১০৪	০১৯৯১১৩২০০১	dradmn@brdb.gov.bd
৫	যুগ্মপরিচালক (প্রশাসন)	৮১৮০০০৯	১১৩	০১৯৯১১৩২০০৭	jdadmn@brdb.gov.bd
৬	উপপরিচালক (প্রশাসন)	৮১৮০০১৭	১১৪	০১৯৯১১৩২০১৭	ddadmin@brdb.gov.bd
৭	উপপরিচালক (প্রশাসন-২)	৮১৮০০২১	১০৭	০১৯৯১১৩২০১৮	ddadmn২@brdb.gov.bd
অর্থ বিভাগ					
৮	পরিচালক (অর্থ)	৮১৮০০০৫	১২৪	০১৯৯১১৩২০০২	drfinance@brdb.gov.bd
৯	যুগ্মপরিচালক (অর্থ ও হিসাব)	৮১৮০০১১	১২৫	০১৯৯১১৩২০০৮	jdfinance@brdb.gov.bd
১০	যুগ্মপরিচালক (নিঃ ও পরিঃ)	৮১৮০০১৫	১৫২	০১৯৯১১৩২০০৯	jdaudit@brdb.gov.bd
১১	উপপরিচালক (হিসাব)	৮১৮০০২৪	১২৭	০১৯৯১১৩২০১৯	ddaccts@brdb.gov.bd
১২	উপপরিচালক (বাজেট)	৮১৮০০২২	১২৮	০১৯৯১১৩২০২০	ddbudget@brdb.gov.bd
১৩	উপপরিচালক (নিরীক্ষা)	৮১৮০০২৬	১৫৯	০১৯৯১১৩২০২১	ddaudit@brdb.gov.bd
১৪	উপপরিচালক (পরিদর্শন)	৮১৮৯৬৯৯	১৫৮	০১৯৯১১৩২০২২	ddinspect@brdb.gov.bd
সরেজমিন বিভাগ					
১৫	পরিচালক (সরেজমিন)	৮১৮০০০৬	১৫৭	০১৯৯১১৩২০০৩	drfs@brdb.gov.bd.
১৬	যুগ্মপরিচালক (সিসিএম)	৮১৮০০১৩	১৬৫	০১৯৯১১৩২০১১	jdccm@brdb.gov.bd
১৭	যুগ্মপরিচালক (সম্প্রঃ ও বিঃ প্রঃ)	৮১৮০০১২	১১৭	০১৯৯১১৩২০১০	jdesp@brdb.gov.bd
১৮	যুগ্মপরিচালক (মহিলা উন্নয়ন)	৮১৮০০১৬	১৪২	০১৯৯১১৩২০	jdwdev@brdb.gov.bd
১৯	উপপরিচালক (ঋণ)	৮১৮০০২৩	১১৫	০১৯৯১১৩২০২৯	ddcredit@brdb.gov.bd
২০	উপপরিচালক (সমবায়)	৮১৮০০২৯	১৬৮	০১৯৯১১৩২০২৩	ddcoop@brdb.gov.bd
২১	উপপরিচালক (মার্কেটিং)	৮১৮৯৬৯৮	১৩০	০১৯৯১১৩২০৩০	ddmarketing@brdb.gov.bd
২২	উপপরিচালক (সেচ)	৮১৮০১৩২	১৬০	০১৯৯১১৩২০২৮	ddirrigation@brdb.gov.bd
২৩	উপপরিচালক (সম্প্রসারণ)	৮১৮৯৭৫১	১৬৬	০১৯৯১১৩২০২৪	ddextension@brdb.gov.bd
২৪	উপপরিচালক (বিঃ প্রকল্প)	৮১৮৯৭৫০	১৩১	০১৯৯১১৩২০২৫	ddspproject@brdb.gov.bd
২৫	উপপরিচালক (মহিলা উন্নয়ন)	৮১৮০০২৭	১৩৮	০১৯৯১১৩২০২৬	ddwdevelop১@brdb.gov.bd
২৬	উপপরিচালক (মহিলা উন্নয়ন-২)	৫৫০১৩২৫৯	১৪০	০১৯৯১১৩২০২৭	ddwdevelop২@brdb.gov.bd
পরিকল্পনা বিভাগ					
২৭	পরিচালক (পরিকল্পনা)	৮১৮০০০৭	১৩৭	০১৯৯১১৩২০০৪	drplan@brdb.gov.bd.
২৮	যুগ্মপরিচালক (আরইএম)	৮১৮০০১৪	১৩৫	০১৯৯১১৩২০১৩	jdrem@brdb.gov.bd
২৯	যুগ্মপরিচালক(পরিকল্পনা)	৮১৮০০১০	১৩৯	০১৯৯১১৩২০১২	jdconst@brdb.gov.bd
৩০	উপপরিচালক (পরিকল্পনা)	৮১৮০০২০	১২৯	০১৯৯১১৩২০৩৪	ddplan@brdb.gov.bd
৩১	উপপরিচালক (গবেষণা ও মূল্যায়ন)	৮১৮৯৬৯৭	১৩৬	০১৯৯১১৩২০৩৩	ddevalu@brdb.gov.bd
৩২	উপপরিচালক (পরিবীক্ষণ)	৮১৮০০১৯	১৪১	০১৯৯১১৩২০৩২	ddmonitor@brdb.gov.bd
৩৩	উপপরিচালক (প্রোগ্রামিং)	৮১৮০০২৫	১৪৩	০১৯৯১১৩২০৩১	ddprog@brdb.gov.bd

প্রশিক্ষণ বিভাগ					
৩৪	পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	৮১৮০০০৮	১৪৯	০১৯৯১১৩২০০৫	drtraining@brdb.gov.bd
৩৫	উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ)	৮১৮৯৫০৯	১৫০	০১৯৯১১৩২০৩৫	ddtraining@brdb.gov.bd

২৩.২

ক্রঃনং	পদবী	টেলিফোন	পিএবিএক্স	মোবাইল ফোন	ইমেইল
১	প্রকল্প পরিচালক (পপ্রপ্র)	৮১৮০০৪৪	১২৬	০১৯২২৬৪৪৮৫৮	
২	প্রকল্প পরিচালক (পজীপ)	৮১৮০০৩৭	১১২	০১৯৩১৯৯৯৭৭৭	pdrlp২brdb@gmail.com
৩	উপপ্রকল্প পরিচালক (পজীপ, প্রশাসন)	৮১৮০০৩৬	১২২	০১৯৩১৯৯৯৬০০	
৪	উপপ্রকল্প পরিচালক (পজীপ, অর্থ)	৮১৮০০৩৬	১২৩	০১৯৩১৯৯৯৯০৭	
৫	আঞ্চলিক পরিচালক (পজীপ, ঢাকা)	৮১৮০০৩৮	১৫৬	০১৯৩১৯৯৯২৮৬	rpddhaka@gmail.co,
৬	আঞ্চলিক পরিচালক (পজীপ, চট্টগ্রাম)	০৩১৬৭১৯৪৮		০১৯৩১৯৯৯৩১৮	rpdrlpctg@gmail.com
৭	আঞ্চলিক পরিচালক (পজীপ, রাজশাহী)	০৭২১-৭৭৪৫৩৮		০১৯৩১৯৯৯২৮৬	
৮	আঞ্চলিক পরিচালক (পজীপ, সিলেট)	০৮২১-২৮৭০৪৭৫		০১৯৩১৯৯৯৩১১	rdofficerlp২sylhet@gmail.com
৯	আঞ্চলিক পরিচালক (পজীপ, যশোর)	০৪২১৬৪১৩৮		০১৯৩১৯৯৯২৯৬	rdrlp২jess@gmail.com
১০	প্রকল্প পরিচালক (পদাবিক)	৮১৮০০৩৫	১০৫	০১৯৫৯৯২৬৬৬৬	info@rpapbrdb.gov.bd
১১	উপপরিচালক (পদাবিক)	৮১৮০০৩৫	১০৯	০১৯৯১১৩২০৪৭	
১২	প্রকল্প পরিচালক (পিআরডিপি-৩)	৮১৮০০৪৬	১৫১	০১৭০৮৫১৫১৭১	prdp৩.brdb@yahoo.com
১৩	উপপরিচালক (পিআরডিপি-৩)	৮১৮০০৪০	১৭৮	০১৯৯১১৩২০৪৫	
১৪	প্রকল্প পরিচালক (উহদকনিক, রংপুর)	০৫২১৫৫৩৪৮		০১৭৫০৯৯৩৯৮৩	pduhdkonik@gmail.com
১৫	উপপ্রকল্প পরিচালক (উহদকনিক)	৮১৮০০৪৭	১৯২	০১৭১১১৪৮৪৫৫	saruarbrdb@gmail.com
১৬	নির্বাহী পরিচালক (পিইপি, ফরিদপুর)	০৬৩১৬৪৫৯৮		০১৭১৮৩৪২৩১৪	pepf@btcl.net.bd
১৭	প্রকল্প পরিচালক (ইরেসপো)	৮১৮০১৪৪	১৮৮	০১৯৫৫৫০৯৫৫৫	iresppwad@gmail.com
১৮	উপপ্রকল্প পরিচালক (ইরেসপো)	৮১৮০১৪৩	১৯১	০১৯৫৫৫০৯৫০৩	

২৩.৩ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের টেলিফোন নম্বর

ক্রঃ নং	পদবী	টেলিফোন	মোবাইল ফোন	ইমেইল
১	পরিচালক, বিআরডিটিআই	০৮২১-২৮৭০৪৭০	০১৯৯১১৩২০০৬	drbrdti@brdb.gov.bd
২	যুগ্মপরিচালক, বিআরডিটিআই	০৮২১-২৮৭০২২১	০১৯৯১১৩২০১৫	
৩	এনআরডিটিসি, নোয়াখালী	০৩২১৬১০৫৬		
৪	মহিলা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, টাঙ্গাইল	০৯২১৬৩৬৯৭	০১৯৯১১৩৩৭২১	lmtctangil@yahoo.com

২৩.৪ জেলার উপপরিচালকগবৃন্দের টেলিফোন নম্বর

ক্রঃ নং	জেলার নাম	দাপ্তরিক ফোন	মোবাইল নম্বর	ই-মেইল
১	পঞ্চগড়	০৫৬৮৬১৩৪২	০১৯৯১১৩২১-০১	ddpanchagar@brdb.gov.bd
২	ঠাকুরগাঁও	০১৭১৯০২৬৮৬৯	০১৯৯১১৩২১-০২	ddthakurgaon@brdb.gov.bd
৩	দিনাজপুর	০৫৩১৬৩২৭৪	০১৯৯১১৩২১-০৩	dddinajpur@brdb.gov.bd
৪	নীলফামারী	০৫৫১৬১৬১৩	০১৯৯১১৩২১-০৪	ddnilphamari@brdb.gov.bd
৫	লালমনিরহাট	০৫৯১৬১৪৯৩	০১৯৯১১৩২১-০৫	ddlalmonirhat@brdb.gov.bd
৬	কুড়িগ্রাম	০৫৮১৬১৬৪৩	০১৯৯১১৩২১-০৭	ddkurigram@brdb.gov.bd
৭	রংপুর	০৫২১৬৫৬২৮	০১৯৯১১৩২১-০৬	ddrangpur@brdb.gov.bd
৮	গাইবান্ধা	০৫৪১৬১২৯৮	০১৯৯১১৩২১-০৮	ddgaibanda@brdb.gov.bd
৯	জয়পুরহাট	০৫৭১৬২৬১৮	০১৯৯১১৩২১-০৯	ddjoypurhat@brdb.gov.bd
১০	বগুড়া	০৫১৬৬৩৫৫	০১৯৯১১৩২১-১০	ddbogra@brdb.gov.bd
১১	সিরাজগঞ্জ	০৭৫১-৬২৬৪৯	০১৯৯১১৩২১-১৫	ddsirajgonj@brdb.gov.bd
১২	পাবনা	০৭৩১৬৬৫৭৪	০১৯৯১১৩২১-১৬	ddpabna@brdb.gov.bd
১৩	নাটোর	০৭৭১৬২৬১৯	০১৯৯১১৩২১-১২	ddnator@brdb.gov.bd
১৪	নওগাঁ	০৭৪১৬২৪০০	০১৯৯১১৩২১-১১	ddnaogaon@brdb.gov.bd
১৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	০৭৮১৫২০৯৪	০১৯৯১১৩২১-১৩	ddcngonj@brdb.gov.bd
১৬	রাজশাহী	০৭২১৬১৩০	০১৯৯১১৩২১-১৪	ddrajshahi@brdb.gov.bd
১৭	কুষ্টিয়া	০৭১৬২৪৮৬	০১৯৯১১৩২১-১৭	ddkushtia@brdb.gov.bd
১৮	মেহেরপুর		০১৯৯১১৩২১-১৮	ddmeherpur@brdb.gov.bd

ক্রঃ নং	জেলার নাম	দাপ্তরিক ফোন	মোবাইল নম্বর	ই-মেইল
১৯	চুয়াডাঙ্গা	০৭৬১৮১১২৭	০১৯৯১১৩২১-১৯	ddchuadanga@brdb.gov.bd
২০	ঝিনাইদহ	০৪৫১৬২১৮৫	০১৯৯১১৩২১-২০	ddjhenaidha@brdb.gov.bd
২১	মাগুরা	০৪৮৮৫১২১২	০১৯৯১১৩২১-২১	ddmagura@brdb.gov.bd
২২	যশোর	০৪২১৬৫৮১৮	০১৯৯১১৩২১-২৩	ddjessore@brdb.gov.bd
২৩	নড়াইল	০৪৮১৬২৪৯৮	০১৯৯১১৩২১-২২	ddnarail@brdb.gov.bd
২৪	সাতক্ষীরা	০৪৭১৬৩৮৬৪	০১৯৯১১৩২১-২৪	ddsatkhira@brdb.gov.bd
২৫	খুলনা	০৪১৭২৩১৬৯	০১৯৯১১৩২১-২৫	ddkhulna@brdb.gov.bd
২৬	বাগেরহাট	০৪৬৮৬২৫৭৯	০১৯৯১১৩২১-২৬	ddbagerhat@brdb.gov.bd
২৭	বরগুনা	০৪৪৮৬২৫৫৫	০১৯৯১১৩২১-৩২	ddborguna@brdb.gov.bd
২৮	পটুয়াখালী	০৪৪১৬২৩৮৪	০১৯৯১১৩২১-৩১	ddpatuakhali@brdb.gov.bd
২৯	ভোলা	০৪৯১৬১৬৪৩	০১৯৯১১৩২১-৩০	ddbhola@brdb.gov.bd
৩০	বরিশাল	০৪৩১২১৭৬০৮৯	০১৯৯১১৩২১-২৯	ddbarisal@brdb.gov.bd
৩১	ঝালকাঠি	০৪৯৮৬২৬৪২	০১৯৯১১৩২১-২৮	ddjhalokati@brdb.gov.bd
৩২	পিরোজপুর	০৪৬১৬২৬৯৬	০১৯৯১১৩২১-২৭	ddpirojpur@brdb.gov.bd
৩৩	গোপালগঞ্জ	০২৬৬৮৫৬০১	০১৯৯১১৩২১-৪৭	ddgopalgonj@brdb.gov.bd
৩৪	মাদারীপুর	০৬৬১৬১৪৫০	০১৯৯১১৩২১-৪৮	ddmadaripur@brdb.gov.bd
৩৫	শরীয়তপুর	০৬০১৬১৪২৬	০১৯৯১১৩২১-৪৯	ddShariatpur@brdb.gov.bd
৩৬	ফরিদপুর	০৬৩১৬২৬৬২	০১৯৯১১৩২১-৪৫	ddfaridpur@brdb.gov.bd
৩৭	রাজবাড়ি	০৬৪১৬৫৩৮৯	০১৯৯১১৩২১-৪৬	ddrajbari@brdb.gov.bd
৩৮	মানিকগঞ্জ	০২৭৭১০৪২৯	০১৯৯১১৩২১-৩৯	ddmanikgonj@brdb.gov.bd
৩৯	ঢাকা	৭৪৫৪০৪৮	০১৯৯১১৩২১-৪০	dddhaka@brdb.gov.bd
৪০	মুন্সিগঞ্জ	০২৭৬১১২৩১	০১৯৯১১৩২১-৪৪	ddmunshigonj@brdb.gov.bd
৪১	নারায়নগঞ্জ	৭৬৯১১৬৪	০১৯৯১১৩২১-৪৩	ddnarayangonj@brdb.gov.bd
৪২	নরসিংদী	০২৯৪৬২৪৫০	০১৯৯১১৩২১-৪২	ddnarsingdi@brdb.gov.bd
৪৩	গাজীপুর	০২৯২৬১৬৩৬	০১৯৯১১৩২১-৪১	ddgazipur@brdb.gov.bd
৪৪	টাঙ্গাইল	০৯২১৬৪০৪৩	০১৯৯১১৩২১-৩৭	ddtangail@brdb.gov.bd
৪৫	জামালপুর	০৯৮১৬২৩২৫	০১৯৯১১৩২১-৩৬	ddjamalpur@brdb.gov.bd
৪৬	শেরপুর	০৯৩১৬১৬৫৪	০১৯৯১১৩২১-৩৫	ddsherpur@brdb.gov.bd
৪৭	ময়মনসিংহ	০৯১৬৭২০৩	০১৯৯১১৩২১-৩৪	ddmymensingh@brdb.gov.bd

৪৮	কিশোরগঞ্জ	০৯৪১৬১৮২৩	০১৯৯১১৩২১-৩৮	ddkishoreganj@brdb.gov.bd
৪৯	*নেত্রকোনা*	০৯৫১-৬১৮৭৪	০১৯৯১১৩২১-৩৩	ddnetrokona@brdb.gov.bd
৫০	সুনামগঞ্জ	০৮৭১৬৩৪৭২	০১৯৯১১৩২১-৫০	ddsunamganj@brdb.gov.bd
৫১	সিলেট	০৮২১২৮৭০৪৭৬	০১৯৯১১৩২১-৫১	ddsylhet@brdb.gov.bd
৫২	মৌলভীবাজার	০৮৬১৫৩০৮৪	০১৯৯১১৩২১-৫২	ddmbazar@brdb.gov.bd
৫৩	হবিগঞ্জ	০৮৩১৬৩৪৪৩	০১৯৯১১৩২১-৫৩	ddhabigonj@brdb.gov.bd
৫৪	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০৮৫১৫৮২৪৭	০১৯৯১১৩২১-৫৪	ddbbaria@brdb.gov.bd
৫৫	কুমিল্লা	০৮১৭৬১১২	০১৯৯১১৩২১-৫৫	ddcomilla@brdb.gov.bd
৫৬	চাঁদপুর	০৮৪১৬৩৫৬৭	০১৯৯১১৩২১-৫৬	ddchandpur@brdb.gov.bd
৫৭	নোয়াখালী	০৩২১৬২২৪১	০১৯৯১১৩২১-৫৮	ddnoakhali@brdb.gov.bd
৫৮	লক্ষীপুর	০৩৮১-৬২১৩৪	০১৯৯১১৩২১-৫৭	@brdb.gov.bd
৫৯	ফেনী	০৩৩১৬১০৯৯	০১৯৯১১৩২১-৫৯	ddfeni@brdb.gov.bd
৬০	চট্টগ্রাম	০৩১৬৭০৬৯০	০১৯৯১১৩২১-৬০	ddchittagong@brdb.gov.bd
৬১	কক্সবাজার	০৩৪১-৬৩৫১৫	০১৯৯১১৩২১-৬১	ddCoxsbazar@brdb.gov.bd
৬২	বান্দরবান	০৩৬১৬২৩১৬	০১৯৯১১৩২১-৬৪	ddbban@brdb.gov.bd
৬৩	রাঙ্গামাটি	০৩৫১৬২১৪০	০১৯৯১১৩২১-৬৩	ddrangamati@brdb.gov.bd
৬৪	খাগড়াছড়ি	০৩৭১৬১৮৬৫	০১৯৯১১৩২১-৬২	ddkchari@brdb.gov.bd

নড়াইল সদর উপজেলার পল্লী উন্নয়ন মেলা ২০১৮ বিআরডিবি'র মহাপরিচালক এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়

বিভাগের সচিব মহোদয় পরিদর্শন করেন।

২৪. শব্দ সংক্ষেপ

আইআরডিপি	ইন্ট্রিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি)
আইএমইডি	ইমপ্লিমেন্টেশন, মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন ডিভিশন (বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ)
আরএলএফ	রিভলবিং লোন ফান্ড (ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল)
আরডিপিপি	রিভাইজড্ ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট প্রোপোজাল (সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা)
আরটিপিপি	রিভাইজড্ টেকনিক্যাল প্রোজেক্ট প্রোপোজাল (সংশোধিত কারিগরী প্রকল্প প্রস্তাবনা)
আরএডিপি	রিভাইজড্ এনুয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা)
আরডিসিডি	রুরাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড কোঅপারেটিভ ডিভিশন (পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ)
আরএলপি	রুরাল লাইভলীহুড প্রোজেক্ট (পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প)
ইউসিসিএম	ইউনিয়ন কোঅর্ডিনেশন কমিটি মিটিং (ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভা)
ইউসিসিএ	উপজেলা সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভস এসোসিয়েশন (উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি)
ইউবিসিসিএ	উপজেলা বিত্তহীন সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভস এসোসিয়েশন (উপজেলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি)
ইউএনডিপি	ইউনাইটেড ন্যাশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি)
এডিপি	এনুয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি)
এলজিআরডিএন্ডসি	লোকাল গভর্ণমেন্ট, রুরাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড কোঅপারেটিভস (স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়)
এমআইএস	ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি)
এমডিজি	মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা)
এনজিও	নন গভর্ণমেন্ট অর্গানাইজেশন (বেসরকারি প্রতিষ্ঠান)
এনআরডিপি	নোয়াখালী রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট (নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প)
এফএও	ফুড এন্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন (জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা)
এটুআই	একসেস টু ইনফরমেশন
এজিএম	এনুয়াল জেনারেল মিটিং (বার্ষিক সাধারণ সভা)
এমটিবিএফ	মিড টার্ম বাজেটারি ফ্রেমওয়ার্ক (মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো)
কেএসএস	কৃষক সমবায় সমিতি
জিওবি	গভর্ণমেন্ট অব বাংলাদেশ (বাংলাদেশ সরকার)
জাইকা	জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি (জাপান আন্তর্জাতিক সহায়তা সংস্থা)
জেওসিভি	জাপান ওভারসীজ কোঅপারেশন ভলানটিয়ারস্ (জাপান আন্তর্জাতিক সহায়তা স্বেচ্ছাসেবী)
জেডিসিএফ	জাপান ডেবট্ ক্যানসেলেশন ফান্ড (জাপান ঋণ মওকুফ তহবিল)
জিপিএফ	জেনারেল প্রোভিডেন্ট ফান্ড (সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল)
জিসি	ভিলেজ কমিটি (গ্রাম কমিটি)
টিপিপি	টেকনিক্যাল প্রোজেক্ট প্রোপোজাল (কারিগরী প্রকল্প প্রস্তাবনা)
টিটিডিসি	থানা ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র)
ডিপিপি	ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট প্রোপোজাল (উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা)
ডব্লিউএইচও	ওয়াল্ড হেলথ্ অর্গানাইজেশন (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)
পদাবিক	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি
পিআরডিপি	পার্টিসিপেটরি রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট (অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প)
বিআইডিএস	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বাংলাদেশ গবেষণা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান)
বিআরডিবি	বাংলাদেশ রুরাল ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড)
বার্ড	বাংলাদেশ একাডেমী ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী)
বিআরডিটিআই	বাংলাদেশ রুরাল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (বাংলাদেশ পল্লী উন্নযন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট)
মবিকিউস	মহিলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় উন্নয়ন সমিতি
সিডিএফ	ক্রেডিট এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম
সিডা	সুইডিস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সুইডিস আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা)
সদাবিক	সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি।
এএআরডিও	আফ্রোএশিয়ান রুরাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন
পজীপ	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প
ইরেসপো	ইন্ডিগ্রেটেড রুরাল এ্যামপ্লয়েমেন্ড সাপোর্ট প্রজেক্ট ফর পুওর ওম্যান
বিএডিসি	বাংলাদেশ এগ্রিকালচার ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন
আরডিএ	রুরাল ডেভলপমেন্ট একাডেমি
টিকিউএম	টোটাল কোয়ালিটি ম্যনেজমেন্ট
এমটিবিএস	মিড টার্ম বাজেটারি সিস্টেম
সিভিডিপি	কমপ্রিহ্যান্সিভ ভিলেজ ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম
পিইপি	প্রোডাকটিভ ইমপ্লেয়মেন্ট প্রোগ্রাম
বিপিএটিসি	বঙ্গবন্ধু এলিয়েভেশন ট্রেনিং কমপ্লেক্স
নায়েম	ন্যাশনাল একাডেমি ফর এডুকেশনাল ম্যানেজমেন্ট
পিডিএস	পার্সোনাল ডাটা সিট
এফডব্লিওইপি	ফ্যামিলি ওয়েল ফেয়ার এডুকেশন প্রজেক্ট
আরপিসিপি	রুরাল পুওর কোঅপাটিভ প্রজেক্ট

সম্পাদনা ও প্রকাশনা পরিষদ

উপদেষ্টা পর্ষদ

প্রধান উপদেষ্টা

মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার
মহাপরিচালক

উপদেষ্টাবৃন্দ

মো. হাসানুল ইসলাম, এনডিসি
পরিচালক (প্রশাসন)

মো. নিজাম উদ্দিন
পরিচালক (অর্থ)

সৈয়দ মজিবুল হক
পরিচালক (পরিকল্পনা)

মো. মাহমুদুল হোসাইন খান
পরিচালক (সরেজমিন)

মো. ইসমাইল হোসেন
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)

সম্পাদনা পর্ষদ

আহবায়ক

মো. হাসানুল ইসলাম, এনডিসি
পরিচালক (প্রশাসন)

মোহাম্মদ শহীদ উল্যাহ্, উপপরিচালক (হিসাব)
এ. কে. এম আশরাফুল ইসলাম, উপপরিচালক (ঋণ)
নাজনীন খানম, উপপরিচালক (প্রোগ্রামিং)
আক্কাছ আলী, উপপরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়)
সৈয়দ শাহ মোহাম্মদ আরিফ আসদাক, উপপরিচালক (পরিকল্পনা)
মো. দেলোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (প্রশাসন-২)
মো. কামাল তালুকদার, সহকারী পরিচালক (গবেষণা)
মো. শহীদুল আলম, সহকারী পরিচালক (মূল্যায়ন)

কর্মসহযোগী

মোঃ শরিফুল ইসলাম, গবেষণা অনুসন্ধানকারী, গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা
লতিফা খাতুন, স্টেনো টাইপিস্ট কাম-কম্পিউটার অপরেটর, গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা

সার্বিক সহযোগিতায়

ভবেশ রঞ্জন চৌধুরী
উপপরিচালক (গবেষণা ও মূল্যায়ন)

৯. জাতীয় দিবসের ছবি

জাতীয় শোক দিবসে বঙ্গবন্ধুর সমাধীতে মহাপরিচালক পুষ্পকস্তবক অর্পণ।

১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের আলোচনা সভায় মহাপরিচালক মহোদয়